বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষি ক প্রতিবেদন

২০17 -১৮

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১7 -১৮

বিষয়বস্তু

বিষয়বস্তু				পৃষ্ঠা
১	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)		রূপকল্প (Vision)	
			অভিলক্ষ (Mission)	
			কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্য াবলি	
২	প্রতিফলন ২০১৬-১৭		আর্থি কপ্রতিফলন	
			ব্যবসায়িক প্রতিফলন	
৩	বাৎসরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবি			
৪	ডাক ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস			
৫	পরিচিতি		বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আইনী কাঠামো	
			বাংলাদেশ ডাক বিভাগ প্রশাসনিক কাঠামো	
৬	সংস্থাপন			
৭	পোস্টাল নেটওয়ার্ক		বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডাকঘরের শ্রেণী বিন্যাস	
			মেইল সংক্রান্ত সংজ্ঞা সমূহ	
৮	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্য াবলী			
৯	ডাক সেবাসমুহ পর্য ালোচনা		পোস্টাল ট্রাফিক	
			চিঠি পত্র সেবা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক	
			পার্সে ল সেবা (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)	
			আর্থি ক সেবা	
			মানি অর্ড াঃ	
			পোস্টাল সঞ্চয়ী ব্যাংক	
			সঞ্চয়পত্র	
			পোস্টাল লাইফ ইন্সুরেন্স (পি,এল,আই)	
			ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য সেবা	
			ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ড ার সার্ভি স(মোবাইল মানি অর্ড ার সার্ভি স)	
			পোস্টাল ক্যাশ কার্ড	
			পোস্ট-ই-সেন্টার	
			ই-কর্ম াস	
			সরকারি স্ট্যাম্পস মজুদ সরবরাহ বিতরন ব্যবস্থা	
			উন্নত প্রযুক্তি নির্ভ র ইলেকট্রনিক ডাক সেবা	

বিষয়বস্তু

	বিষয়বস্তু			পৃষ্ঠা
৯	**অর্থ নৈতিকচিত্র**		বাংলাদেশ ডাক বিভাগের রাজস্ব আয় ও ব্যয়	
			রাজস্ব আয় পর্য ালোচনা	
			ডাক বিভাগের আয় খাত বিশ্লেষণ:	
			রাজস্ব ব্যয় পর্য ালোচনা	
			ব্যয় খাত বিশ্লেষণ:	
			রাজস্ব আয় সংশ্লিষ্ট উপাদান সমূহ তথ্য প্রতিবেদন	
১০	**ডাক বিভাগের পরিসম্পদ বিবরণী**		জমির পরিমাণ	
			ভবনের সংখ্যা	
			যানবাহন	
			আসবাবপত্র	
	মানব সম্পদ উন্নয়ন			
১১	**পরিকল্পনা ও উন্নয়ন**		উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	
			প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১):	
			সপ্তম পঞ্চবার্ষি ক পরিকল্পনা(২০১৫/১৬-২০১৯/২০)	
			বাংলাদেশ ডাক বিভাগের গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদী ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনা	
	সংগ্রাহকদের জন্য সমৃদ্ধিঃ ডাকটিকিট ও ডাকটিকিট সংগ্রহ			
	আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ পোস্টাল জাদুঘর			
১২	**উপসংহার**			

সারণী তালিকা **পৃষ্ঠা**

১	ডাক বিভাগের প্রশাসনিক অফিস সমূহের শ্রেণী বিন্যাস	
২	বিভাগীয় কর্ম চারি	
৩	অবিভাগীয় কর্ম চারী	
৪	ডাকঘর সমূহ	
৫	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্য াবলী	
৬	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের **Agency Functions** সমূহের কমিশন	
৭	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সেবাসমূহের সমূহের বাণিজ্যিক শ্রেণীবিভাগ	
৮	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিগত ৫ বছরের পোস্টাল ট্রাফিক	
৯	ডাক বিভাগের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র সেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য	
১০	ডাক বিভাগের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে ল সেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য	
১১	ডাক বিভাগের আর্থি ব সেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য	
১২	ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য সেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য	
১৩	অর্থ-বছর ওয়ারী ইএমটিএস এর সাকুল্য হিসাব	
১৪	অর্থ-বছর ওয়ারী বিগত ৫ বছরের পোস্টাল ক্যাশ কার্ডে র কমিশন	
১৫	পোস্ট ই-সেন্টারের জেলা ভিত্তিক সংখ্যা	
১৬	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত সকল প্রকার স্ট্যাম্প	
১৭	বাৎসরিক নন পোস্টাল স্ট্যাম্প সরবরাহ ও কমিশন	
১৮	ইলেকট্রনিক ডাক সেবাসমুহ ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কতৃক গৃহীত ই- ডাক সেবা	
১৯	১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৬ - ১৭ পর্য ন্ত তুলনামূলক অর্থ নৈতিক চিত্র	
২০	বিগত ০৭ বছরের খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়ের তথ্য	
২১	রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক সেবার ধরনের তথ্য	
২২	২০০০ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত ৫ বছর অন্তর খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়ের তথ্য	

সারণী তালিকা

সারণী	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৩	বিগত ০৭ বছরের খাতভিত্তিক রাজস্ব ব্যয়ের তথ্য	
২৪	রাজস্ব ব্যয়ের খাতভিত্তিক সেবার ধরনের তথ্য	
২৫	২০০০ হতে ২০১৮ পর্যন্ত ৫ বছর অন্তর খাতভিত্তিক রাজস্ব ব্যয়ের তথ্য	
২৬	১৯৭১ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত সেবভিত্তিক মাশুল পরিবর্তনের তথ্য	
২৭	১৯৭১ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত মাশুল বৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি, **GDP Growth** এবং **Annual Inflation** মাত্রাগুলোর পরিবর্তনের তথ্য	
২৮	১৯৭২ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত মেইল পরিবহনের ধরণ পরিবর্তনের তথ্য	
২৯	ডাক বিভাগের সার্কেলভিত্তিক মোট জমির পরিমান	
৩০	ডাক বিভাগের সার্কেলভিত্তিক মোট ভবনের সংখ্যা	
৩১	১৯৮৮ তে **TO&E** ভুক্ত যানবাহন	
৩২	রাজস্ব ও প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করা যানবাহন	
৩৩	১৯৮৪ তে **TO&E** ভুক্ত আসবাবপত্র	
৩৪	রাজস্ব ও প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করা আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি	
৩৫	১৯৭২ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর গৃহীত প্রকসমূহ	
৩৬	২০১৫-২০১৬ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর গৃহীত প্রকল্পসমূহ	
৩৭	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্ঞান অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য সম্পদ বণ্টন	
৩৮	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্ঞান অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য সম্পদ বণ্টন	
৩৯	**SFYP** জন্য বাংলাদেশ ডাকবিভাগের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন	
৪০	মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত প্রকল্প , কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ	
৪১	বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত প্রকল্পে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য কার্যক্রমের তালিকা	

চিত্র /লেখচিত্র তালিকা

		পৃষ্ঠা
১	ডাক বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো চিত্র	
২	ডাক বিভাগের শ্রেণিভিত্তিক ডাকঘরের অনুপাত	
৩	ডাক বিভাগের ২০১২ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত সময়ে মোট পোস্টাল ট্রাফিক	
৪	সাল হতে ২০১৮ পর্য ন্ত সময়ে মোট পোস্টাল ট্রাফিকের ধারা বিশ্লেষং	
৫	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট চিঠিপত্র সেবায় শ্রেণিভিত্তিক আনুপাতিক হার	
৬	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্য ঃ১০ বছর অন্তর শ্রেণিভিত্তিক চিঠিপত্র সেবার আনুপাতিক বিশ্লেষণ	
৭	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট চিঠিপত্র সেবায় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিরঅনুপাত	
৮	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মোট চিঠিপত্র সেবার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠির অনুপাত	
৯	১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ন্ত আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র সেবার ধার	
১০	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মোট চিঠিপত্র সেবার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠির ধারা	
১১	১৯৯২ সাল হতে সুনির্দি ষ্ট সময় অন্তর অদ্যাবধি পর্য ন্ত আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকচিঠিপত্র সেবার প্রবৃদ্ধি ধারা	
১২	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র সেবার প্রবৃদ্ধি ধারা	
১৩	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট পার্সে ল সেবাঃ বিভিন্ন ডাক সেবার শ্রেণিভিত্তিক অনুপাত	
১৪	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্য ঃ১০ বছর অন্তর শ্রেণিভিত্তিক পার্সে লসেবাঃ অনুপাত	
১৫	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট পার্সে ল সেবায় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে লঃ অনুপাত	
১৬	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মোট পার্সে ল সেবার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে লঃ অনুপাত	
১৭	১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ঃ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে ল সেবার ধারা চিত্র	
১৮	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মোট পার্সে ল সেবার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে লঃ ধারাচিত্র:	
১৯	১৯৯২ সাল হতে নির্দি ষ্ট সময় অন্তর ২০১৮ পর্য ঃ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে ল সেবার প্রবৃদ্ধি	
২০	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে ল সেবার প্রবৃদ্ধি	

চিত্রলেখচিত্র তালিকা / পৃষ্ঠা

২১	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট আর্থি ক সেবায় বিভিন্ন ডাক সেবার শ্রেণিভিত্তিক অনুপাত
২২	১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্য ১০ বছর অন্তর শ্রেণিভিত্তিক আর্থি ক সেবা অনুপাত
২৩	১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য আর্থি ক সেবার ধারা চিত্র
২৪	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মোট আর্থি ক সেবার ধারাচিত্র
২৫	১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য সঞ্চয় ব্যাংক সেবার ধারা চিত্র
২৬	১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ডাক জীবন বীমা সেবার ধারা চিত্র
২৭	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সঞ্চয় ব্যাংক সেবার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ধারাচিত্র
২৮	২০০৯ হতে ২০১৮ পর্য ন্তইএমটিএস ইস্যু ও বিলি বিশ্লেষণ
২৯	২০০৯ হতে ২০১৮ পর্য ন্তইএমটিএস ইস্যু এর প্রবৃদ্ধি ধারা
৩০	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবায় মোট আয়ে বিভিন্ন অংশের শ্রেণিভিত্তিক অনুপাত
৩১	২০১১ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত পোস্টাল ক্যাশ কা কমিশন এর প্রবৃদ্ধি ধারা
৩২	পোস্ট ই-সেন্টারের জেলা ভিত্তিক সংখ্যাচিত্র
৩৩	পোস্ট ই-সেন্টার হতে আয়ের ও ডাক বিভাগের কমিশনের মাস ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি
৩৪	স্ট্যাম্প সরবরাহ প্রবৃদ্ধি চিত্র
৩৫	স্ট্যাম্প সরবরাহ হতে প্রাপ্ত কমিশন এর প্রবৃদ্ধি ধারা
৩৬	সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডাক সেবার দেশভিত্তিক বাস্তবায়ন হার
৩৭	এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডাক সেবার বাস্তবায়ন
৩৮	BCG MATRIX , বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে
৩৯	BCG MATRIX , আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে
৪০	১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৭ - ১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি

চিত্রলেখচিত্র তালিকা / পৃষ্ঠা

৪১	১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৭ - ১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ধারা	
৪২	১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৭ - ১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব আয় প্রবৃদ্ধির হার	
৪৩	১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৭ - ১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ধারা	
৪৪	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ১৯৯০ হতে ২০১১ পর্য ন্ত ডাক সেবায় ব্যয়ের ধারা	
৪৫	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয়ে বিভিন্ন ডাক সেবার খাতভিত্তিক অনুপাত	
৪৬	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত	
৪৭	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ডাক সেবার মোট রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক সেবার অনুপাত	
৪৮	২০০০ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব আে শ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত হ্রাস বৃদ্ধি	
৪৯	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মহাদেশে ও সারা বিশ্বে ২০০৫ সালে ডাক সেবার রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক সেবার অনুপাত	
৫০	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মহাদেশে ও সারা বিশ্বে ২০১৫ সালে ডাক সেবার রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক সেবার অনুপাত	
৫১	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয়ে বিভিন্ন ডাক সেবার খাতভিত্তিক অনুপাত	
৫২	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত	
৫৩	২০০০ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব ব্যয়েশ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত হ্রাস বৃদ্ধি	
৫৪	ভিত্তি বছর ১৯৭১ এবং ভিত্তি সংখ্যা ১০০ ধরে সার্ভি স মাশুল বৃদ্ধি,বেতন বৃদ্ধি, GDP Growth এবং Annual Inflation মাত্রাগুলোর প্রবৃদ্ধি ধারার লেখচিত্র	
৫৫	১৯৭২ সাল হতে বর্ত মান সময় পর্য ন্ত মেইল ট্রাফিক পরিবহনে তুলনামুলক চিত্র	
৫৬	১৯৯১ সাল এবং ২০০৭ সালে সড়কের বিভিন্ন ধরনের তুলনামুলক তথ্যচিত্র	
৫৭	২০১২ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্য ন্ত বিভিন্ন স্তরের মেরামত যোগ্য সড়কের পরিমান হ্রাসের তথ্যচিত্র	
৫৮	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট মেইল ট্রাফিক পরিবহনে বিভিন্ন মেইল পরিবহনের ধরণভিত্তিক অনুপাত	

রূপকল্প (Vision)

সাশ্রয়ী, সর্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য ডাক সেবা

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- কার্য পদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিক মানের ডাকসেবা নিশ্চিতকরণ।

A Physically Challenged Entrepreneur is working in a post e-center: Bangladesh Post's initiative to empower the phsycally challenged people

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- কোন ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থি ক নমনীয়তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে সঙ্গতি বিধান;
- গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান এবং স্বল্প-সুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন ও গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা অপসারণে সহায়তা দানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা;
- সমগ্র দেশে ডাকঘরগুলোকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে, যাতে তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো যায়;
- প্রথাগত ডাক সেবার পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভ র ডাক সেবার প্রবর্তন;
- ডাক সেবার বাণিজ্যিকীকরণ;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থি ক সেবাসমূহের প্রবর্তন;
- ডাক পরিবহন, সংগ্রহ ও বিতরণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভ র সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের আওতায় আনয়ন;
- উন্নত মানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভ র প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং জিরো টলারেন্স পলিসি প্রবর্তন;
- উন্নততর ডাক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে গুরুত্ব প্রদান;
- প্রতিটি গ্রামীণ ডাকঘরে কমপক্ষে একজন করে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে কার্য ক্রম গ্রহণ;
- ডাক সেবার আধুনিকায়ন, আইসিটিভিত্তিক ডাক সেবার সম্প্রসারণ ও সেবা বহুমুখীকরণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- কার্য পদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি(Functions):

- ডাক সেবা প্রদান
- ডাকঘরের মাধ্যমে সঞ্চয় সেবা প্রদান
- ডাকঘরের মাধ্যমে জীবন বীমা সেবা প্রদান
- বিভিন্ন দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনের সাথে ডাক সংক্রান্ত বিষয়ে লিয়াজো, চুক্তি সম্পাদন ও প্রটোকল রক্ষা

প্রতিফলন ২০১৭-১৮

আর্থি কপ্রতিফলন

রাজস্ব আয় ; বিগত ০৫ বছর

কোটিতে পরিমান (বাংলাদেশী টাকায়)

শ্রেণী	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
সাধারণ ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়	২২.৬৫	২২.৭২	২০.০৮	২০.৬৬	১৮.৯৬
সার্ভি স ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়	৬.৭৫	৭.০৫	৭.০৩	৭.১৪	৭.৯৪
ডাকমাশুল নগদ আদায়	২৬.০০	২৩.২	২৫.৪৭	২৮.৫৫	২৬.৫৮
এম, ও এবং পি,ও কমিশন	২.৩৭	৩.৩৮	৫.৪৫	৮.৪২	১৫.০২
পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কমিশন	০.৩০	০.০০৮	০.০১	.০১	.০২
অন্যান্য ডাক প্রশাসন থেকে প্রাপ্তি	৫.১৪	৬.০১	৪.৯১	৫.৫৮	৮.৪৭
এজেন্সি সার্ভি স থেকে প্রাপ্ত কমিশন	৩২৮.০	২৯৫.০৪	২২১.৩৮	১৭৫.৫১	১৩৫.২৪
অন্যান্য সার্ভি স থেকে প্রাপ্তি	১৩.৯২	১৬.৮২	১৬.৮৫	৭.৩০	৬.৯০
সর্ব মোট আয়	৪০৪.৯৩	৩৭৪.২২৮	৩০১.১৮	২৫৩.১৭	২১৯.১৩

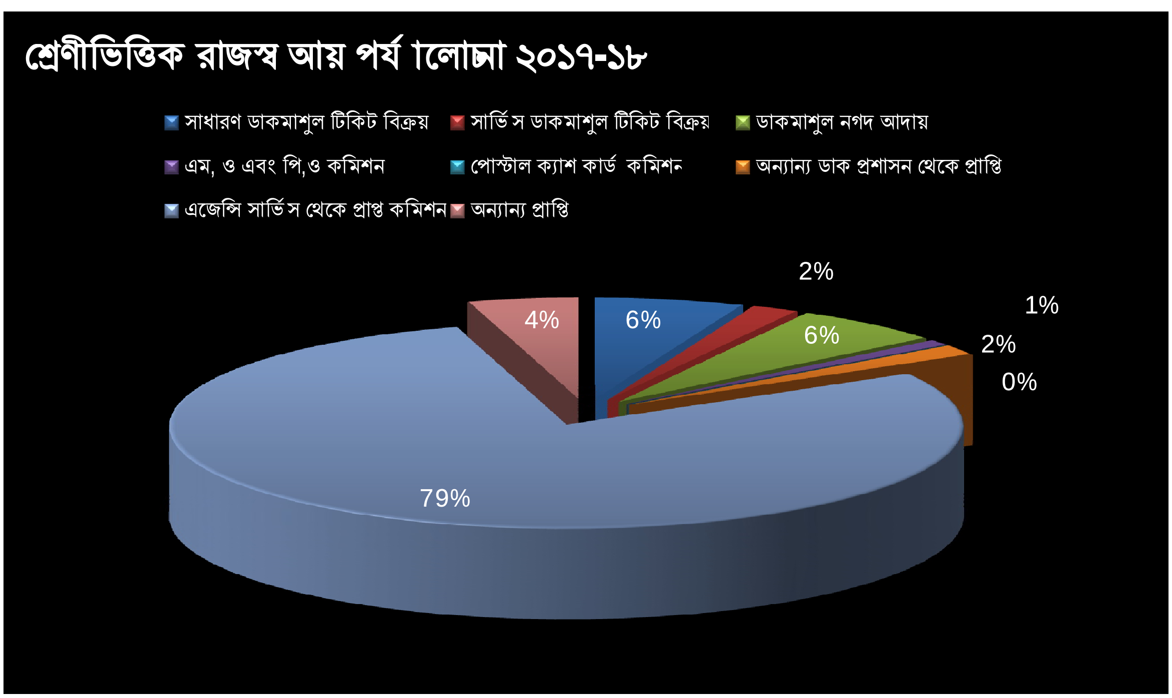

রাজস্ব ব্যয় ; বিগত ০৫ বছর

কোটিতে পরিমান (বাংলাদেশী টাকায়)

শ্রেণী	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৬-১৭	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
বেতন ব্যয়	২৭৯.৪৪	২৮৪.৩২	২৪৬.২৪	১৬০.৫১	১৫১.৬৯
ভাতা	২২৪.২৬	২১৭.৩৬	১৬১.৬২	১৫০.৮৩	১৪৬.৩১
সরবরাহ ব্যয়	৫৫.২২	৫০.৭৪	৫৬.৩২	৫২.২২	৪৭.৬৫
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৯.৩০	৭.৮৪	৮.৯৭	৬.৯২	৬.৪৫
কল্যাণ ব্যয়	১.৪৭	১.৪১	১.৪৭	১.০০	.৯১
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা	১.৬৩	১.৪৩	১.৪১	১.৫৪	১.৭১
পেনসন ও আনুতোষিক ব্যয়	২৬৫.৫১	২৬৯.৩৪	১৮৫.২৮	১০৮.৩১	৮৬.৯১
সম্পদ ক্রয়	০.৮৯	০.৭৮	০.৭২	.৬০	.২৬
আন্তর্জাতিক ডাক প্রশাসনের দায়	৩.৫৭	৩.৩৮	৩.৪৪	৫.৭৯	৬.৫৬
মোট ব্যয়	৮৪১.২৯	৮৩৬.৬	৬৬৫.৪৭	৪৮৭.৭০	৪৪৮.৪৫

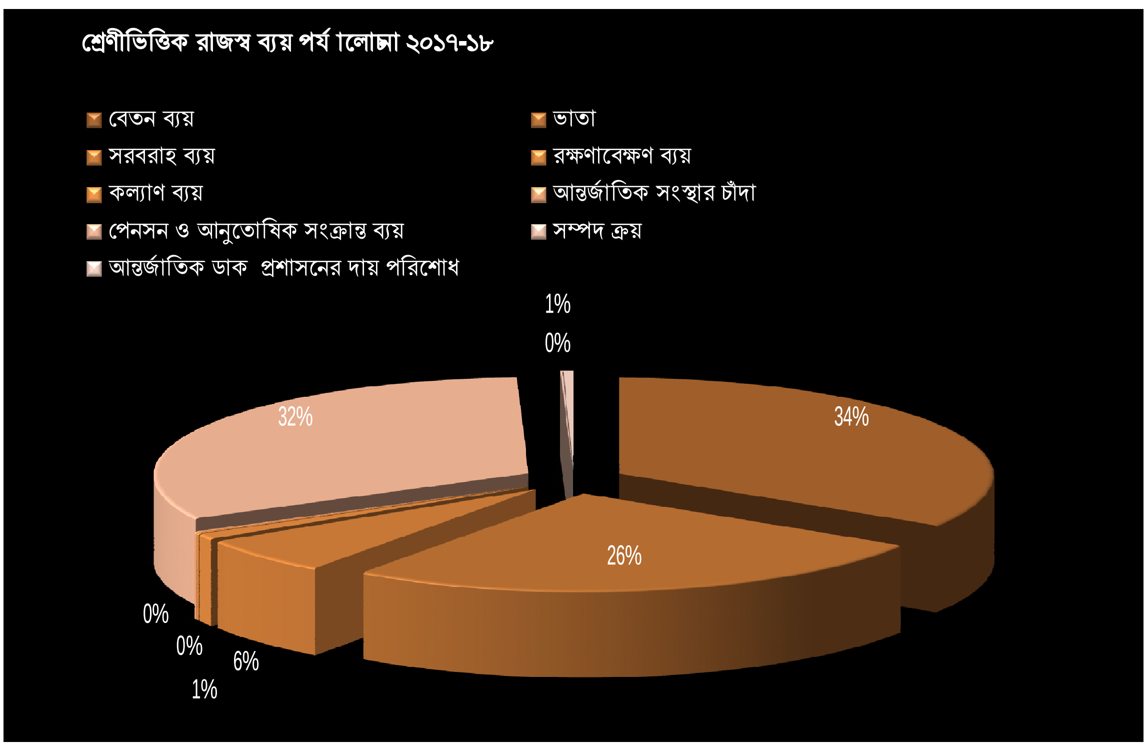

- **পত্র আদান-প্রদান সংখ্যাঃ** ২০১৭-১৮ সালে ৪,১৭,৮১,১১৫ টি, ২০১৬-১৭ সালে যার পরিমান ছিল ৫,৫৪,৩৮,৩১০ টি।

- **পার্সেল আদান-প্রদান সংখ্যাঃ** ২০১৭-১৮ সালে ৩৬,৭৫,৬৪২ টি, ২০১৬-১৭ সালে যার পরিমান ছিল ৪২,৫৬,৩৬৮ টি।

- **গ্যারেন্টীড এক্সপ্রেস পোস্ট সংখ্যাঃ** ২০১৭-১৮ সালে ২৩০১৩৮৪ টি, ২০১৬-১৭ সালে যার পরিমান ছিল ১৯৮৭০০৮ টি।

- **ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের লেনদেণঃ** ২০১৭-১৮ সালে দাড়ায় ৮৭২৪৪২৭০১৫৩ টাকা, ২০১৬-১৭ সালে যার পরিমান ছিল ১৩৮৫২৮৫৫১৮৯৫ টাক।

- **মানি অর্ডার ইস্যুর পরিমানঃ** ২০১৭-১৮ প্রেরিত হয় ৯৪,৬৫,১৬,০৭২ টাকা, ২০১৬-১৭ সালে যার পরিমান ছিল ৯৮,৪৩,৮০,৮৩১ টাকা।

- **ডাক জীবন বীমা ব্যবসার লেনদেণঃ** ২০১৭-১৮ সালে এর পরিমান ১৬৯৩২০০০০০ টাকা, যা ২০১৬-১৭ সালে ছিল ১৫৬৭২০০০০০ টাকা।

- **ডাকঘর সঞ্চয় পত্রের লেনদেণঃ** ২০১৭-১৮ সালে দাড়ায় ৩৫৩৮৩৫৭৮৭৫৭১ টাকা, ২০১৬-১৭ সালে যার পরিমান ছিল ১৬৩৯৭৮১১১৬৯ টাক।

বাৎসরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিঃ

এ্যাডভোকেট বেগম তারানা হালিম, এমপি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে ''ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট ১১৮টি গাড়ি ক্রয় কার্য ক্রম চলমান রয়েছে।

'ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেইল গাড়ি

ইতোমধ্যে ৯ ১ টনি ওপেন বডি পিকআপ ভ্যান, ১০ ১ টনি কাভার্ড ভ্যান সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট গাড়িসমূহ ৩০ জুন ২০১৮ এর মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রকল্পে ২০% নারী গাড়ি চালক নিয়োগ করা হয়েছে।

'ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পে নিয়োগ প্রাপ্ত নারী গাড়ি চালক

দেশের সকল ডাকঘরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান, স্বল্প-সুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিস্তার, উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে শহর ও গ্রামের মধ্যকার অসংগতি দূরীকরণে ডাক বিভাগ পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি প্রকল্প ৩০ জুন ২০১৮ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নেতৃত্বে নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে ৮৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং পোস্ট ই-সেন্টার হতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে নাগরপুরে পোস্ট ই-সেন্টার হতে
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভাতা বিতরণ করছেন

পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-কর্ম সংস্থান ও মহিলাদের আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি ই-সেন্টারে একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। পোস্ট ই-সেন্টার হতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিক কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

একজন শারীরিক প্রতিবন্ধি উদ্যোক্তা পোস্ট ই-সেন্টারে কর্মরত

''ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ভবন নির্মাণ কাজের ইটেন্ডার অনুমোদন করেন।বর্তমানে ভবনটির দু ´টি বেইজমেন্ট সহ ছয় তলা এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবন নির্মাণের সার্বিককাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ কাজের ইজিপি টেন্ডারের অনুমোদন করেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিমএমপি ,

ডাক অধিদপ্তরের নির্মাণাধীন সদর দপ্তর

‘‘ঢাকা শহরে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ’ প্রকল্পটি ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে ২৪৮.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০তলা বিশিষ্ট ৮টি ভবনে (নিচতলা ফাঁকা রেখে অবশিষ্ট ফ্লোরের প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট) মোট ৬০৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। তন্মধ্যে ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ৭৬টি ইউনিটের ১টি ভবন, ১২৫০ বর্গফুট আয়তনের ৭৬ ইউনিটের ১টি ভবন, ১০০০ বর্গ ফুট আয়তনের২২৮টি ইউনিটের ৩টি ভবন এবং ৬৫০ বর্গফুট আয়তনের ২২৮টি ইউনিটের ৩টি ভবন রয়েছে। এ আবাসিক ভবনসমূহে সোলার সিস্টেম, আধুনিক লিফট, আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্ট, সুপরিসর খেলার মাঠ, পুকুর, মহিলাদের কমিউনিটি সেন্টার এবং শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র-এর সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরস্থ ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সংকট দূর হবে এবং জীবনযাপনের পরিবেশ উন্নত হবে।

ঢাকার মতিঝিলে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্মীয়মান আবাসিক ভবন

ডাক বিভাগের বিভিন্ন কাজ যথা মনি অর্ডার, চিঠি রেজিস্ট্রেশন, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয় পত্র, ডাক জীবন বীমা ইত্যাদি একটি একীভূত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং দেশের সকল ডাকঘরগুলোকে ক্রমান্বয়ে একটি একক ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে গৃহীত ''ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৭১টি প্রধান ডাকঘর এবং ১৩টি মেইল অ্যান্ড সর্টিং অফিস এবং৩০টি টাউন সাব পোস্ট অফিসকে এবং ২৩০টি উপজেলা পোস্ট অফিসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

'তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ' প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম পর্যায়ে সকল শাখা ডাকঘরের অবকাঠামো উন্নয়ন, সেবার মান এবং ডাক সার্ভিসকে উন্নত করা। প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১৮৬৩ টি ডাকঘরকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। এরমধ্যে ৫৯০ টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ কাজ এবং ১২৭৩ ডাকঘরের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পাইলটিং ভিত্তিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২০টি ডাকঘরে ই-কমার্স সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই সেবাটি শুধুমাত্র ঢাকা শহরে শুরু করা হলেও অচিরেই তা দেশের ৬৪টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

১. ডাক ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ অবিরাম চেষ্টা করে গিয়েছে সংবাদ আদান-প্রদান উদ্ভাবনের জন্য। মানব জাতির এ প্রচেষ্টাই আজকের যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করেছে। আদি মানবের মধ্যে দেখতে পাই তার সঙ্গীকে আহবান করার সংকেত প্রেরণের চেষ্টায় আগুন জেলে, শিষ দিয়ে, পাথর ঠুকে, পাথরের দেয়ালে আচড় কেটে সংবাদ প্রেরণের কসরত করতে। এভাবেই পৃথিবীতে চিঠিপত্র প্রেরণে বা সংবাদ প্রেরণের জন্য ডাক ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল। ডাক ব্যবস্থার উদ্ভাবনে, উন্নয়নের প্রসারে আমাদের রয়েছে স্বর্ণো াজ্জ্বল ইতিহাস।

ভারতীয় মিথলজি এবং পুরাতন ইতিহাস পর্য ালোচনায় দেখা যায় যে বৈদিক যুগেও এতদঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। চাণক্যের অর্থ শাস্ত্রে দূত মারফত রাজস্বের সংবাদ আদানপ্রদানের নির্দ শনও পাওয়া যায়। এ সময়ে কবুতরের মাধ্যমে রাজকীয় পত্র পরিবহনের নিদর্শনও দেখা যায়। খ্রীস্ট পূর্ব৪র্থ শতাব্দীতে পত্র যোগাযোগের ঐতিহাসিক নিদর্শ ন পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য৩২২-৩৯৮ খ্রীস্টপূর্ব এর শাসনামলে একটি আনুষ্ঠানিক পত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই।

খৃষ্টপূর্ব ২৪০ অব্দে রাজা অশোকের শাসনামলে রানার ও পায়রার মাধ্যমে ডাক বহন করত। ষোল শতাব্দীতে শেরশাহ বিখ্যাত ঘোড়ার ডাক এর প্রচলন করেছিলেন। শেরশাহ নির্মি ত গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডটি উপমহাদেশের সিন্ধু উপত্যকার সাথে যুক্ত হয় এবং এর প্রতিটি প্রবেশদ্বারে ২টি করে ঘোড়া রাখা হয়েছিল । এভাবে উক্ত রোডে কয়েকশ প্রবেশ দ্বার বানানো হয়েছিল। জমিদারগনেরাও বাহক এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করত।

পরবর্তীতে রেল যোগাযোগ এর প্রতিষ্ঠার পর চিঠিপত্র, তথ্য ডাক আদান প্রদান আরও গতিশীল হয়েছিল। বৃটিশ শাসনামলের শুরুর দিকে ঢাকা ও চট্রগ্রাম এর মধ্যে ডাক আদান প্রদানের জন্য প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগত। রেল যোগাযোগ দূরত্বকে পরাজিত করে ডাক চলাচল কে গতিশীল করেছিল। যে ট্রেন গুলো মেইল পরিবহন করত তাদেরকে মেইল ট্রেন বলা হতো , যেমন সুরমা মেইল, চট্রগাম মেইল। এরপর বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু হল যা দূরত্বকে পুরোপুরি পর্যু দস্ত করল।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন ১৯৭১ সাল হতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের প্রসিদ্ধ ইতিহাস আছে। ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল হতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই তারিখে মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার যশোর জেলার কাশিপুরে মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশের প্রথম পোস্ট অফিস স্থাপন করেন এবং সে সময় বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট হিসেবে ৮টি ডাকটিকিটের ১টি সেট প্রকাশ করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক প্রিন্টিং প্রেস থেকে এ ই ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়েছিল।

বহু প্রান এবং সম্পদের ধংসের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ৯ মাস যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ডাক সেবা পূর্ন গঠনের কাজটি ছিল অত্যন্ত ব্যপক। রাজধানী শহর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল। সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাক অধিদপ্তর গঠিত হয়।

১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর মি. এ. এস আহসানুল্লাহ ডাক বিভাগ এর প্রথম মহাপরিচালক পদে অধিকারী হন। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ছোট একটি কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭১-৭২ সালের ঘাটতি ছিল ২০.১০ মিলিয়ন টাকা যখন বাজেট ছিল ৫৬.৭০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে একটি মানানসই কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সর্বো চ্চContribution শ্রেণীতে উক্ত সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে |

পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি ঐতিহ্যবাহী সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। উক্ত সংস্থা দীর্ঘ দিন থেকে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের মানুষকে ডাক সেবা প্রদান করে আসছে। ডাক সেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের। ডাক বিভাগের নেটওর্য়াক সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত। সুবিস্তৃত এ নেটওয়ার্কের কারনে ডাক বিভাগের অফিসগুলি জনগণের খুব কাছাকাছি। তাই ডাক বিভাগের মাধ্যমে ডাক সেবার পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। ডাক বিভাগের ন্যায় অন্য কোন সরকারী সংস্থার এরূপ দেশব্যাপী নেটওর্য়াক নেই। ইহাছাড়া সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত বিশাল জনবল রয়েছে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের।

ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণের কাছে ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সাথে ডাক সেবা প্রদান করা। সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে ডাক বিভাগে দীর্ঘ দিন ধরে এই সেবা পরিচালনা করে আসছে। ডাক সেবা প্রদানের পাশাপাশি অর্থ, তথ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি অবাধ ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে ডাক বিভাগ শহর ও গ্রামের মানুষের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে। ডাক দ্রব্যাদি গ্রহণ, পরিবহন ও বিলি বিভাগের মূল কাজ। বর্তমানে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ডাক সেবা স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য একটি সেবা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব ও আন্তরিক দিক নির্দেশনার ফলে এবং ডাক বিভাগের সর্ব স্তরের কর্মকর্তাঃকর্মচারীর ঐকন্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' তথা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের প্রয়াসে সরকারের অন্যান্য অনেক সংস্থার মতো বাংলাদেশ ডাক বিভাগ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ তার সেবাদান প্রক্রিয়াকে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর করার মাধ্যমে জনগণকে সেবা দানের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আইনী কাঠামো

প্রাথমিক যে কয়েকটি আইন দিয়ে ডাক বিভাগ আর্থিক সেবা সমূহ প্রদান/পরিচালনা করে, সেসব হল- ১৮৯৮ সালের ডাকঘর আইন (২০১০ সালে সংশোধিত), ১৮৭৩ সালের সরকারী সঞ্চয় ব্যাংক আইন এবং ১৯৪৪ এর জাতীয় ডাকঘর সঞ্চয়পত্র অধ্যাদেশ। ডাক সেবা, পোস্টাল অর্ডার এবং মানি অর্ডার সেবা সংক্রান্ত আইনগুলো ১৮৯৮ এর ডাকঘর আইনে উল্লেখ করা আছে। আইনটিতে বর্ণিত আছে "ডাকঘরের মানি অর্ডার পরিচালনা করার এবং এটি পরিচালনা করার জন্য বিধিমালা গঠন করার ক্ষমতা আছে। মানি অর্ডার প্রেরন করার জন্য টাকার পরিমান নির্ধারণ, মানি অর্ডার চালু থাকারসময়কাল নির্ধারণ, মানি অর্ডার পাঠাতে সেবার মূল্য নির্ধারণ ঐসব বিধিমালার অন্তর্গত"। আবার, সরকারী সঞ্চয়ী ব্যাংক আইন ১৮৭৩ ও ডাকঘর জাতীয় সঞ্চয়পত্র অধ্যাদেশ ১৯৪৪ আইন দুটিতে সঞ্চয় ব্যাংক এবং সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত কিছু বিধান বর্ণনা করা আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল সাম্প্রতিককালে ডাকঘর আইনে সংশোধনের ফলে যা এখন ডাকঘর (সংশোধিত) আইন ২০১০ হিসেবে পরিচিত, বাংলাদেশ ডাককে নতুন মূল্য সংযোজিত সেবা সহ অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছে। বিশেষ করে সংশোধিত আইনের (৪) এর (ক) অনুচ্ছেদটির কারনে ডাকঘর, "জনগণকে সেবা প্রদানের কথা বিবেচনা করে রুপান্তর, বিন্যাস বা নতুন প্রযুক্তি গ্রহন ও ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও অর্থ প্রেরন সুবিধা, ব্যাংকিং সুবিধা এবং নিজে অথবা অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জীবন বীমা সেবা প্রদান করতে পারবে"। তবে, নতুন আর্থিক সেবাগুলোর, যেমনঃ মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং মোবাইল ব্যাংকিং সেবাগুলোর আবেক্ষনমূলক দেখাশুনা বাংলাদেশ ব্যাংক করে থাকে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ পদ মহাপরিচালক । সার্ভিস পরিচালনা করার জন্য আইন কানুন সহ বিভিন্ন বাঁধা সমূহ দূর করার জন্য মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন। বিদেশীদের সহিত ডাক যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষার জন্য মহাপরিচালক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং যে সকল ক্ষেত্রে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তা মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য পাঠাতে পারেন। ৪ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিভিন্ন গ্রুপের কাজের জন্য মহাপরিচালক কে সহায়তা করেন।

ডাক অধিদপ্তরের ৫টি পোস্টাল সার্কেল, ২টি ডাক জীবন বীমা সার্কেল এবং ১টি পোস্টাল একাডেমী রয়েছে। বাংলাদেশ ৫টি পোস্টাল সার্কেল এ বিভক্ত করে দায়িত্বে রয়েছেন একজন পোস্টমাস্টার জেনারেল। প্রতিটি সার্কেল আবার কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত যেগুলোর দায়িত্বে আছেন একজন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল। অন্যান্য কার্য্যাবলীর মধ্যে ডাক জীবন বীমা ডাক বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। দেশটি ডাক জীবন বীমা দুটি সার্কেল বিভক্ত। প্রতিটি সার্কেল প্রধান হিসেবে জেনারেল ম্যানেজার রয়েছেন। প্রতিটি সার্কেল কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রধান হিসেবে রয়েছেন রিজিওনাল তাকে সহায়তা করেন ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার। তারা পলিসি সংগ্রহ হিসাব রক্ষা এবং দাবী সেটেলম্যান্ট এর কাজ গুলো করে থাকেন। প্রতিটি রিজিওনাল অফি কয়েকটি মাঠ পর্যায়ে সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এর অফিসের সমন্বয়ে গঠিত। উক্ত সহকারী জেনারেল ম্যানেজার কে সুপানিটেনডেন্ট এবং পরিদর্শনগণ সহায়তা করে থাকেন। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বিভিন্ন ধরণের পোস্ট অফিসের মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সেবা প্রদান করে থাকে। সেগুলো হলোঃ (১) সাধারণ ডাকঘর (জিপিও) ১টি করে প্রতিটি সার্কেলে (২) প্রধান ডাকঘর প্রতিটি শহর এলাকায় (৩) উপজেলা/থানা ডাকঘর প্রতিটি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় (৪) বিভাগীয় শাখা ডাকঘর গ্রামীণ এলাকায় (৫) অবিভাগীয় শাখা ডাকঘর গ্রামীণ এলাকায়। প্রধান ডাকঘর হলো তার আওতাভুক্ত সকল উপ-ডাকঘর, শাখা ডাকঘরসমূহের হিসাব অফিস। গ্রামীণ ডাকঘর এর মধ্যে অবিভাগীয় উপ-ডাকঘর ও অবিভাগীয় শাখা ডাকঘরগুলো নির্দিষ্ট ভাতার মাধ্যমে নিযুক্ত জনবল দ্বারা পরিচালনা করা হয়। তারা নিয়মিত কর্মচারী নয়। আন্তর্জাতিক মানের একটি পোস্টাল একাডেমী একজন অধ্যক্ষের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে আসছে যাকে একজন উপাধ্যক্ষ ও কয়েকজন প্রশিক্ষক সহায়তা করে থাকেন।

সারণী-১; বাংলাদেশ ডাক বিভাগের প্রশাসনিক অফিস সমূহের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	সংখ্যা	অফিস প্রধানের পদবী	সদর দপ্তর
১	ডাক অধিদপ্তর	১	মহাপরিচালক	ঢাকা
২	পোস্টাল সার্কেল	৫	পোস্টমাস্টার জেনারেল, মেট্রোপলিটন সার্কেল	ঢাকা
			পোস্টমাস্টার জেনারেল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	ঢাকা
			পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী	রাজশাহী
			পোস্টমাস্টার জেনারেল, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা	খুলনা
			পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্ব াঞ্চল, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
৩	ডাক জীবন বীমা সার্কেল	২	জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব াঞ্চল, ঢাকা	ঢাকা
			জেনারেল ম্যানেজার, পশ্চিমাঞ্চল, রংপুর	রংপুর
৪	পোস্টাল একাডেমী	১	অধ্যক্ষ, পোস্টাল একাডেমী	রাজশাহী
৫	আঞ্চলিক ম্যানেজার এর কার্য ালয়	৪	আঞ্চলিক ম্যানেজার, ডাক জীবন বীমা	ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম
৬	পোস্টাল ডিভিশন	২৯	ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল	পুরাতন জেলা সমূহ
৭	ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪	অধ্যক্ষ, ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা
৮	পরিদর্শকের কার্য ালয়	১২৭	পোস্ট অফিস পরিদর্শক	বিভিন্ন উপজেলা সমূহ।

চিত্র - ১ ; ডাক বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো চিত্র:

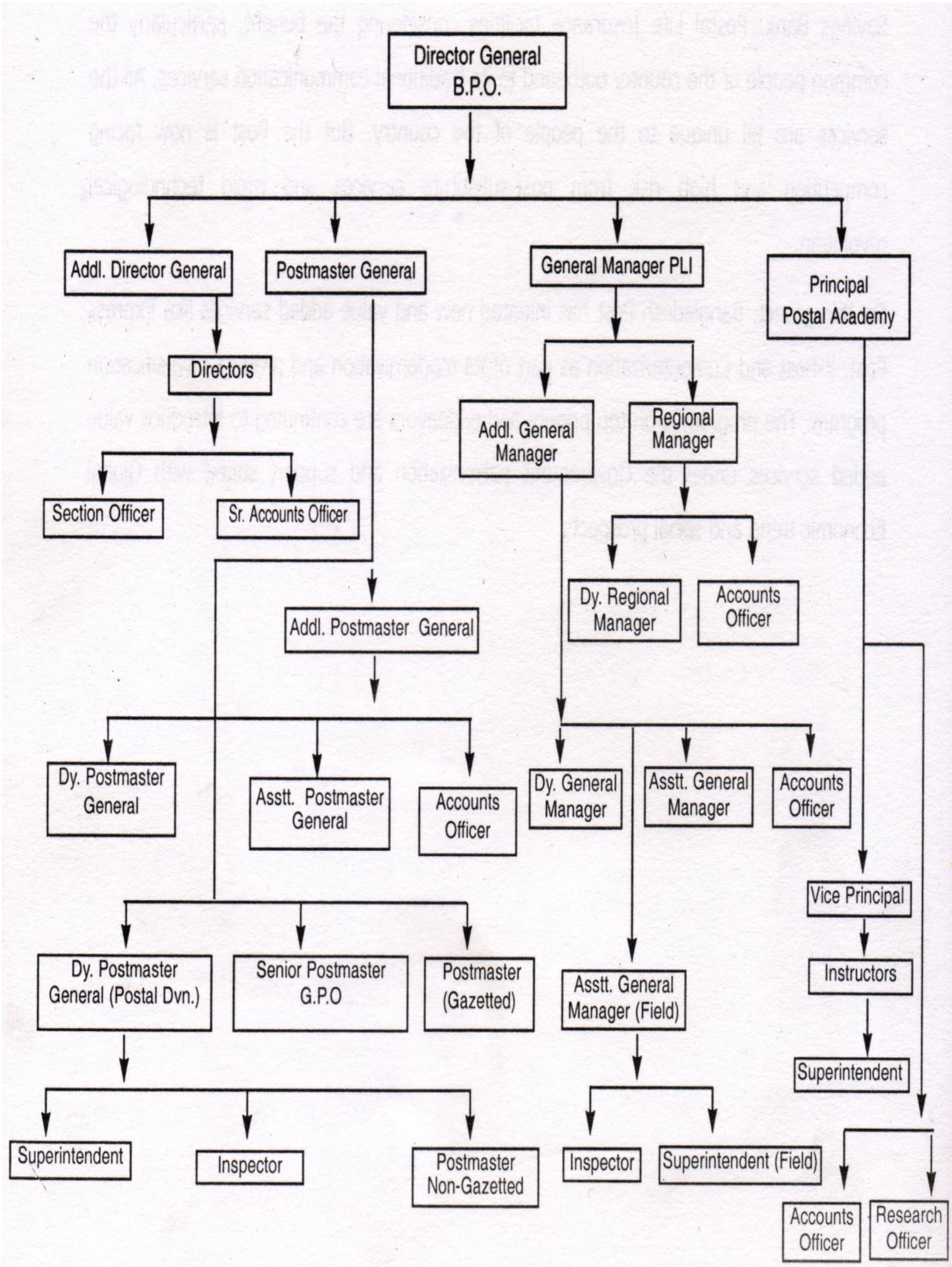

সংস্থাপন:

একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা টিম হতে হলে এর ব্যবস্থাপনা টিম এবং কর্মীদের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও নিজেদের রাজস্ব আয়ে নিবেদিত প্রান হতে হয়। কর্মী বাহিনীর মনস্তাত্বিক ও মানসিক পরিবর্তন করতে এবং জনগণের কাছে সেবার মানকে উন্নয়ন করতে সমস্ত কর্মীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ হরতে হবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যা ১২ কোটি মানুষকে সেবা দান করে থাকে যেখানে ৯৮৮৬ টি পোস্ট অফিস। সুতরাং পোস্ট অফিসের প্রয়োজন ৯৮৮৬ জন দক্ষ ব্যবস্থাপকের। এই ৯৮৮৬ জন ব্যবস্থাপক এসে থাকে ৩৯৮৮৮ জন কর্মী ও কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে। এই জনশক্তিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। বিভাগীয় কর্মী ১৬,৮২৫ জন এবং অবিভাগীয় কর্মী ২২,২২০ জন। এ গ্রেড এবং জিপিওগুলি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যান্য পোস্ট অফিসগুলি ননগেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ৮০০৮ টি ইডিবিও এবং ইডিএসও স্থানীয় ব্যক্তির দ্বরা নিয়ন্ত্রিত হয় যারা বেতনের বদলে সম্মানী পেয়ে থাকেন। যদিও তারা সম্পূর্ণ সরকারি কর্মচারী ৯৯ তথাপি তারা ডাক বিভাগের লক্ষ্য অর্জনে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। অধিকন্তু, এই পোস্ট অফিসগুলি ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অধীন যার ভেতর অন্তর্ভুক্ত আছে পরিদর্শক পোস্ট অফিস, পরিদর্শক, পিএলআই যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সকল পদের নিয়োগের জন্য এখানে একটি নীতিমালা রয়েছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অফিসারবৃন্দ (হিসাব রক্ষণ অফিসার ও প্রকৌশলীগণ ব্যতিত) বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক উম্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অন্যান্য বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) অফিসার এর ন্যায় বিসিএস (ডাক) ক্যাডারে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তারা সকল ক্যাডারের সহিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে থাকেন। এ ছাড়া বিশেষ প্রশিক্ষণ হিসেবে পোস্টাল একাডেমীতে তত্বীয় ও ব্যহারিক প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণবাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন হতে নন-ক্যাডার অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন এবং তারা তাদের জন্য প্রযোজ্য প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে থাকেন। পরিদর্শক জুনিয়র একাউন্টেন্ট এবং থানা পোস্টমাস্টার পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়।

কর্মচারীদের উপরের পদের পদোন্নতি যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রদান করা হয়ে থাকে। পদোন্নতি সুযোগ এখানে সমতার ভিত্তিতে বিরাজমান নেই। বেতন স্কেল এর জন্য চাকুরীর বিবেচনা করা হয়।

সারণী-২ ; বিভাগীয় কর্ম চারী

ক্রম	শ্রেণী		মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা
১.	প্রথম	ক্যাডার	১৯৪
		নন ক্যাডার	৪২
		মোট	২৩৬
২.	দ্বিতীয়		৫৬
৩.	তৃতীয়		১১,৭৫৭
৪.	চতুর্থ		৪,৮৩১
	সর্ব মোট		১৬,৮৬৭

সারণী -৩ ; অবিভাগীয় কর্ম চারী

ক্রম	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা
১.	অবিভাগীয় সাব পোস্ট মাস্টার	৩২২
২.	অবিভাগীয় শাখা পোস্ট মাস্টার	৮,১৩৮
৩.	অবিভাগীয় ডেলিভারি এজেন্ট	৭,২৫৩
৪.	অবিভাগীয় মেইল ক্যারিয়ার	৫,৯৬১
৫.	অন্যান্য অবিভাগীয় স্টাফ	১,৩৪৭
৬.	**মোট**	২৩,০২১

সর্ব মোট জনশক্তি	৩৯,৮৮৮

প্রত্যেক পোস্ট অফিস সেবা প্রদান করে	**১৫,০০০ জনকে** **১৫ বর্গ কিমি এলাকাজুড়ে**
প্রত্যেক পোস্টাল কর্ম চারী সেবা প্রদান করে	**৩,৭৬০ জনকে**

পোস্টাল নেটওয়ার্ক:

১৯৪৭ এ ভারত বিভাগের সময়ে বাংলাদেশের ভাগে ২,৯৩২টি পোস্ট অফিসে ছিল। পরিকল্পিত এবং টেকসই কর্ম দক্ষতার কারণে প্রতি বছর১০০ পোস্ট অফিস স্থাপিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর এ সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৬,৫৯২ টি। সরকারি ভর্তুকির মাধ্যমে নেশীর ভাগ গ্রাম পোস্ট অফিস গড়ে ওঠে। গ্রাম পোস্ট অফিসের প্রতি বছর লোকসানের পরিমাণ দাড়ায় পোস্ট অফিস প্রতি ২,০০০ টাকা। সম্প্রসারণের নীতির প্রধান নিয়ামক গুলো ছিল:

- ইউপিইউ কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেট সম্পাদন করা।
- জনগণকে ব্যাপক সুবিধা প্রদান, বিশেষ করে গ্রামের জনগণকে।
- ইউইপিইউ এর টার্গে কৃত২০-৪০ বর্গ কিমি. এলাকার মধ্যে পোস্ট অফিস কর্তৃক প্রতি ১৯ বর্গ কিমি. এলাকা পর্যন্ত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ইউপিইউ কর্তৃক নির্ধারিত৬০০০ কাস্টমারের জায়গায় পোস্টাফিস প্রতি বর্গ কিমি.এ ১৩,০০০ কাস্টমারকে সেবা প্রদান করছে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডাকঘরের শ্রেণী বিন্যাস

বর্তমানে বাংলাদেশে ডাকঘরের সংখ্যা হচ্ছে ৯,৮৮৬টি। এর মধ্যে ১,৪২৬টি বিভাগীয় ডাকঘর এবং ৮,৪৬০ অবিভাগীয় ডাকঘর। যার মধ্যে ৪ GPO, ২টি এ গ্রেড, ৪৬টি বি গ্রেড, ৪০১ টি থানা পোস্ট অফিস, ৯১১ সাব অফিস, ১১ টি ব্রাঞ্চ অফিস, ৩২৪ টি অবিভাগীয় অফিস, ৭৬৮৪ টি অবিভাগীয় ব্রাঞ্চ অফিস সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে আছে

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ৪০৪.২৫৫ একর ভূমি এবং ২৮৬৯ টি ভবন রয়েছে।

সারণী- ৪; ডাকঘর সমূহ:

ক্রম	শ্রেণী	পোস্ট অফিস সংখ্যা
০১	জেনারেল পোস্ট অফিস (জি,পি,ও)	০৪
০২	এ-গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	২১
০৩	বি-গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	৪৫
০৪	উপজেলা পোস্ট অফিস	৪৮০
০৫	সাব পোস্ট অফিস	৮৬৫
০৬	অবিভাগীয় সাব পোস্ট অফিস	৩২২
০৭	সাখা পোস্ট অফিস	১১
০৮	অবিভাগীয় সাখা পোস্ট অফিস	৮১৩৪
	সর্ব মো	৯৮৮৬

চিত্র - ২ ; ডাক বিভাগের শ্রেণিভিত্তিক ডাকঘরের অনুপাত

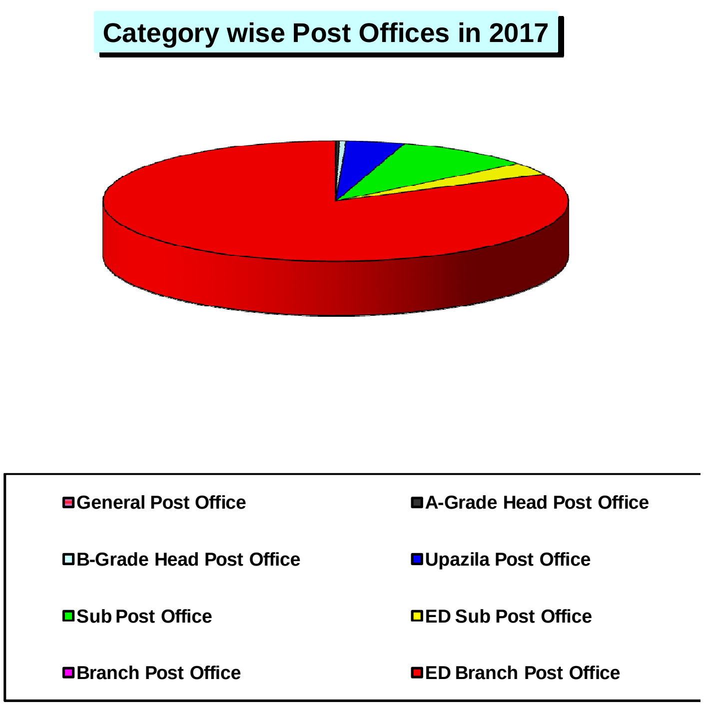

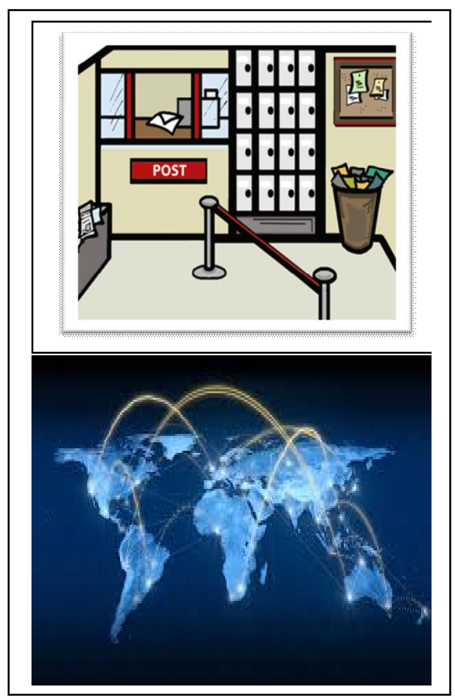

মেইল সংক্রান্ত সংজ্ঞা সমূহ

মেইল ডেলিভারি:

পোস্টাল আর্টি কেলকে জনগণের দোড়গোড়ায়পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডোর টু ডোর ডেলিবারি প্রদানের ব্যবস্থা পোস্ট অফিসের একটি বিশেষ গুরম্নত্বপূর্ণ কাজ। পোস্টম্যান আমাদেও সমাজে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। ডাক ডেলিবারি দেওয়ার জন্য সারাদেশে ৯৪৭০টি ডাক বাক্স আছে এবং ৩৩৬০ জন পোস্টম্যান আছে। এছাড়াও ৬৭৭০ জন অবিভাগীয় ডেলিভারি এজেন্ট কাজ করে যাচ্ছে। ডাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরে ডাক পরিবহনের জন্য পোস্টম্যানদের সাইকেল এবং মোটরবাইক দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য শহরে ডেলিভারি আরো উন্নত ও দ্রুততর করা হয়েছে।

কাউন্টার সার্ভি সেস

পোস্ট অফিসের ৮৮০৫টি কাউন্টার জনগণের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। কাজের পরিমাণের ওপর কাউন্টারের সংখ্যা পোস্ট অফিসে কম বেশী হয়। বড় পোস্ট অফিসে যেখানে একটি কাউন্টারেও কাজ হচ্ছে কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য সেখানে ছোট পোস্ট অফিসে একটি কাউন্টার হয়তো একই সাথে অনেক আইটেমের কাজ করে যাচ্ছে।

পোস্টাল মেকানাইজেশন:

দ্রুত ও উন্নত সেবা জনগণকে প্রদান করার জন্য ডাক সেবায় কারিগরী প্রচেষ্টা সক্রিয় করা হয়েছে। ফ্রাংকিং মেশিনের মাধ্যমে ডাক মাশুল নির্ধ ারণ করা হচ্ছে। যা দিন দিন জনগণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মেইল মোটর সার্ভি স

শহর এলাকায় মেইল গাড়ির মাধ্যমে ডাক সংগ্রহ করা হয়। মেইল মোটর অনেক সময় দূরবর্তী অঞ্চলেও ব্যবহৃত হয়।

ডাক পরিবহন ধরণ:

বিভিন্ন মেইল ব্যাগের মাধ্যমে মেইল এয়ার, ট্রেন, বাস, স্টিমার, লঞ্চ, বিভাগীয় মেইল গাড়ি নৌকা এবং রানারের মাধ্যমে পরিবহণ করা হয়। সারা দেশে প্রায় হাজার খানেক ছোট বড় মেইল লাইন আছে যা মোট ৭৪,৬৫৬ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। এর মধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলও অন্তর্ভু ক্ত।

মেইল সংগ্রহ:

ডাক বিভাগ রাসত্মার ধারের পোস্ট বক্স থেকে মেইল সংগ্রহ কওে থাকে যা খুব গুরম্নত্বপূর্ণ একটি কাজ। লেটার বক্স গুলো শহর ও গ্রামের মূল এরাকায় স্থাপন করা হয়েছে।

মেইল সর্টি ং

মেইল সর্টিং ম্যানুয়েল বা সনাতন পদ্ধতিতে করা হয়। বিভিন্ন পোস্ট অফিসে ৬৬ জন সর্টার মেইল সর্টিং করে থাকে। ঢাকায় একটি লেটার সর্টিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। যা ব্যস্ত সময়ে মেইল সর্টিং এর কাজে ব্যহৃত হয়।

পোস্ট কোড:

সর্টিং কাজকে সহজতর করার জন্য ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পোস্ট কোড ব্যবস্থা চালু করা হয়। চার ডিজিটের পোস্ট কোড ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে সারা দেশকে ৪টি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রথম দুই ডিজিট জেলার পরিচায়ক এবং শেষ দুই ডিজিট ডেলিভারি অফিসের পরিচায়ক। প্রতিটি হেড অফিসের শেষ দুই ডিজিট ০০। পোস্ট কোড ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর তা সর্টারদেও জন্য সুবিধাজনক হয়েছে। যদিও বৃহৎ অংশ জনগণ পোস্ট কোড ব্যবহার করছেন না কিন্তু এটা দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে।

আর্ন্তজাতিক মেইল:

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ইসরায়েল ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সাথে সাধারণ এবং রেজিস্টার্ড মেইল সার্ভিস চালু রেখেছে। ফরেন পোস্ট ঢাকা ও চট্টগ্রাম, এয়ারপোর্ট সর্টিং অফিস হযরত শাহজালাল (রঃ) এয়ারপোর্টের মাধ্যমে বিদেশি মেইল বিনিময় হয়। অধিকন্তু, ঢাকা ফরেন পোস্ট আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার এবং ইউকের রেমিটেন্স সংগ্রহ করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ ৪৭ টি দেশের এয়ার মেইল ব্যাগ বন্ধন করে থাকে। অপরদিকে বাংলাদেশ ৭৬টি দেশের ব্যাগ গ্রহণ করে থাকে।

মৌলিক ডাক সার্ভিস:

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পোস্টাল সার্ভিসের উন্নয়ণের জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে অভ্যন্তরীণ ডাকের জন্য জিইপি এবং আন্তর্জাতিক ডাকের জন্য ইএমএস কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে কাউন্টার সার্ভিসের উন্নয়ন সাধনও হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শহরে ডাক ডেলিভারি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে ডাক ডেলিভারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস ইন্টেলপোস্ট প্রবর্তন করেছে। তারপরও জনগণের চাহিদার কথা মনে রেখে ডাক বিভাগ সেবা প্রদান করার প্রচেষ্টা নিয়ে যাচ্ছে।

ডেলিভারী তথ্য : গ্রাহককে এই সেবার মাধ্যমে একটি লিখিত প্রমাণ দেয়া হয়। এটা একটি একদর সেবা , যা গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোস্ট , এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস, নিবন্ধনকৃত পত্র এবং নিবন্ধনকৃত পার্শলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সেবার মূল্য শুধুমাত্র ৪ টাকা।

পোস্টিং সংক্রান্ত সার্টি ফিকেটঃএটা চিঠি পত্র পোস্ট করার সপক্ষে সার্টি ফিকেশন সেবা যা গ্রাহকের ডাকদ্রব্য ডাকঘরে পোস্টিং সম্পর্কে একটি নিশ্চয়তা প্রদান করে। পোস্টিং সার্টি ফিকেটের জন্য খরচ২ টাকা; প্রতি ৩ চিঠির জন্য।

অন্ধদের জন্য সাহিত্যঃ যে কোন ধরণের, সাময়িকী ও বই " ব্রেইল ", বা অন্ধদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য বিশেষ ধরনের অঙ্কিত কাগজপত্র, যেমন "অন্ধ সাহিত্য " প্যাকেটকৃতভাবে ডাকযোগে প্রেরণ করা যাবে। ৪০০০ গ্রাম পর্য ন্ত ওজনের সরবরাহ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

ই-পোস্টঃ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৬ আগস্ট ২০০০ ইং থেকে ই- পোস্ট সেবা চালু করে। এ সেবার মাধ্যমে দেশের মানুষ পোস্ট অফিস থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে বার্তা বা স্ক্যান করা ইমেজ পাঠাতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। ই - পোস্ট নামে ইলেক্ট্রনিক মেইল সার্ভিস চালু করার কারনে দেশে প্রথমবারের মতো মানুষ যারা স্বাভাবিকভাবে ইন্টারনেট এক্সেস পাচ্ছে না, তারাও একটি ই- মেইল আইডি রাখার সুযোগ পাবে। যার ফলে পাবলিক যোগাযোগ অঞ্চলে ডিজিটাল ডিভাইড ছাড়া ই-মেইল বার্তা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে৷

ব্যবসায়ীক জবাবি কুপনঃ "বিজনেস রিপ্লাই কাড" এবং "বিজনেস রিপ্লাই খামের " ডাকমাসুল, প্রাপকের নিকট থেকে বিলিকালীন সময়ে নগদ সংগ্রহ করা হয়। একটি বিজনেস রিপ্লাই খামের মূল্য: অনধিক ১০ গ্রাম ২ টাকা , এবং প্রতি ১০ গ্রাম বা ভগ্নাংশের জন্য অতিরিক্ত ২ টাকা এবং বিজনেস রিপ্লাই কাডের মূল্য ১ টাকা হারে চার্জ প্রযোজ্য হবে।

পোস্ট রিস্তান্ত আর্টি কেলপ্রাপক না আসা পর্য ন্ত বা দাবী না করা পযর্ন্ত তাহার নামে প্রেরিত চিঠিপত্রাদি ডাকঘরের হেফাজতে রাখার যে সেবা প্রচলিত সেটিকে পোস্ট রেস্ট্যান্ট বলে । সাধারনত আগন্তুক কিংবা ভ্রমণকারীরা এধরনের সেবা গ্রহন করে থাকেন। তিন মাসের জন্য অনুরুপ সেবা প্রদান করা হয় এবং প্রয়োজনে এ সেবা আরও তিনমাস বাড়ানো যায় ।। সমস্ত দ্রব্যাদির উপর "আগমনের জন্য অপেক্ষা করুন " অথবা , কোন অনুরূপ ভাবে, সুরাহা না হওয়া পর্য ন্ত অথবা প্রাপক ডাকঘরে না আসা পর্য ন্ত তাহার নামে প্রেরিত চিঠিপত্রাদি রাখার জন্য ডাকঘরের পিএম বরাবরে আবেদন করতে হয় "।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যাবলী

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যাবলীকে মূলত৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক) মৌলিক কার্যাবলী;

খ) এজেন্সী কার্যাবলী এবং

গ) ডিজিটাল সেবাসমূহ।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মৌলিক কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সাধারণচিঠিপত্র, রেজিস্টার্ড চিঠিপত্র অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সেল, বীমা সার্ভিস, ভ্যালু পেয়েবল সার্ভিসেস, মানি অর্ডার, গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোস্ট (জিইপি), এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ইএমএস), ইন্টেল পোস্ট ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের এজেন্সী কার্যাবলীর মধ্যেরয়েছে পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র, ডাক জীবন বীমা, প্রাইজবন্ড, রাজস্ব স্ট্যাম্পস বিক্রয়, এক্সাইজ স্ট্যাম্পস বিক্রয়, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পস বিক্রয় এবং ব্যান্ডারোল বিক্রয় ও নন পোস্টাল মজুদ সরবরাহ বিতরন ব্যবস্থা।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার(মোবাইল মানি অর্ডার) সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন রেমিটেন্স, পোস্ট-ই-সেন্টার, পোস্ট-ই-পেমেন্ট, পোস্ট কল সেন্টার, আন্তর্জাতিক ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস (আইএফএস) এবং ইউরো জাইরো রেমিটেন্স সার্ভিস ইত্যাদি।

সারণী -৫ ; বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যাবলী

মেইল সেবা	**ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক**	**আর্থিক সেবা**
চিঠি প্রেরণ পার্সেল প্রেরণ এক্সপ্রেস মেইল চালান সংক্রান্ত উপদেশ পোস্টিং সংক্রান্ত সার্টিফিকেট অন্ধদের জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ ই-পোস্ট ব্যবসায়ীক জবাবী কুপন পোস্ট রিস্তান্তে আর্টিকেল	সাধারণ হিসাব দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব সঞ্চয় পত্র প্রাইজ বন্ড বিভাগ	মানি অর্ডার ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার ফরেন মানি অর্ডার পোস্টাল ক্যাশ কার্ড পোস্টাল অর্ডার ওয়েস্টান ইউনিয়নের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ
ডাক জীবন বীমা	**অন্যান্য সেবা**	**পোস্টাল স্টেশনারী**
আজীবন বীমা মেয়াদী বীমা শিক্ষা বীমা বিবাহ বীমা দুর্ঘটনা বীমা নন মেডিকেল পলিসি পোস্ট অফিস বার্ষিক বৃত্তি গ্রুপ বীমা	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ই-সেন্টার ই-কমার্স পোস্টাল বক্স পোস্টাল রেজিস্ট্রেশান ফ্রাংকিং মেশিন ভাড়া সাবেক টিঅ্যান্ডটি কর্মচারী পেনশন পেমেন্ট	এমবসড খাম পোস্টাল কার্ড শক্ত কাগজে প্যাকিং করা মানি অর্ডার পোস্ট কোড পুস্তিকা আই,আর,সি এরোগ্রাম
	স্ট্যাম্প (পোস্টাল ও নন পোস্টাল) সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট	**গ্রাহক সেবা**
	সব ধরনের সরকারী স্ট্যাম্প পোস্টাল, নন পোস্টাল (জুডিসিয়াল ও নন জুডিসিয়াল), স্ট্যাম্প, রেভিনিউ স্ট্যাম্প, পেনডেণ্ট ইত্যাদি মুদ্রণ অর্ডার সাপ্লাই ও সারা দেশে বিতরণ। ডাকটিকেট-সংগ্রহ ব্যুরো	আন্তর্জাতিক কল সেন্টার ট্র্যাক ও ট্রেস সিস্টেম রাগবি সিস্টেম (আই,বি,আই,এস) স্থানীয় তদন্ত তথ্য অধিকার

উপরে বর্ণি তপরিষেবাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি কোর পরিষেবা এবং অন্যটি এজেন্সী সেবা।

বাংলাদেশ পোস্ট-এর নিজস্ব (কোর) সার্ভিস গুলো হলো-
মেইল সার্ভিস
মানি অর্ডার
পোস্টাল ক্যাশ কার্ড
পোস্ট বক্স
পোস্টাল রেজিস্ট্রেশান
ফ্রাঙ্কিং মেশিন ভাড়া
গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ই- সেন্টার
ই-কমার্স
ডাকটিকেট-সংগ্রহ ব্যুরো
পোস্টাল অর্ডার
বীমা পরিষেবা

নিম্নবর্ণি ত সেবাগুলো এজেন্সী সেবা এবং এগুলো বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারীসংস্থার মালিকানাধীন।

বাংলাদেশ ডাকের এজেন্সী সেবা
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক
ডাক জীবন বীমা
স্ট্যাম্প সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এবং নন পোস্টাল স্ট্যাম্প বিক্রয়
প্রাইজ বন্ড
ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়নের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত Agency Functions সমূহের কমিশন নিম্নরূপ :

সারণী -৬; বাংলাদেশ ডাক বিভাগের **Agency Functions** সমূহের কমিশন

ক্রমিক নং	এজেন্সী কার্যে র বিবরণ	কমিশনের হার
১	শুল্ক কর আদায়ঃ	৮% এবং যোগ (+) বৈদেশিক ডাকঘরের কাষ্টম সংক্রান্ত খরচ
২	আবগারী শুল্ক স্ট্যাম্প (সিইআর/টিএআর)	১%
৩	সেলস ট্যাক্স আদায় বাবদ	১%
৪	ক) প্রাইজবন্ড (নূতন বিক্রি)	১%
	খ) পুরাতন বন্ড ভাঙ্গানো এবং পুন: বিক্রি	প্রতি ক্ষেত্রে ১%
৫	আইটি ফর্ম বিক্রি	সম্পূর্ণ বিক্রয়লদ্ধ টাকা(বর্তমানে বন্ধ)
৬	সঞ্চয় ব্যাংক	
	ক) সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ হিসাব)	২.০০ টাকা। প্রতি লেনদেন জমা, উঠানো ও বদলী
	খ) সঞ্চয় ব্যাংক (মেয়াদী হিসাব)	০.৫০% মোট জমার উপর
৭	সঞ্চয়পত্র	০.৫০% মোট বিক্রিত টাকার উপর
৮	টিএন্ডটি বোর্ডে র তার বার্ত	০.৮৫ পয়সা প্রতি বার্তার জন্য (সিএসওসহ)
৯	নন-পোস্টাল স্ট্যাম্পের মুদ্রণ খরচ এবং স্ট্যাম্প অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ	নন-পোস্টাল স্ট্যাম্প এর মুদ্রণ খরচ এবং স্ট্যাম্প অফিস এর পরিমানমত প্রাতিষ্ঠানিক খরচ এর অংশ।
১০	ডাক জীবন বীমার ব্যবস্থাপনা ব্যয়	ডাক জীবন বীমার সম্পর্ণূ খরচ এবং নুতন প্রতিটি বীমার জন্য ২.০০ টাকা এবং পুরাতন বীমার জন্য ১.০০ টাকা।
১১	মটর ভেহিকেল ট্যাক্স আদায়	৩% আদায়কৃত টাকার উপর (বর্তমানে বন্ধ)
১২	মোটর ভেহিকেলস এর উপর অনুমতি আয়কর আদায়	২% (বর্তমানে বন্ধ)
১৩	পে-ফোন কার্ডে র বিক্রিত টাকার উপর সার্ভি স চার্জ	২% (বর্তমানে বন্ধ)
১৪	এয়ার টিকেট স্ট্যাম্প বিক্রয়	প্রতি হাজার স্ট্যাম্প বিক্রয়ের উপর ২৮/- টাকা (বর্তমানে বন্ধ)।
১৫	ব্যান্ডারোল বিক্রয়	বিক্রয়লদ্ধ টাকার উপর ২%
১৬	নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পস বিক্রয়	৫০.০০ টাকা পর্য ন্ত৩.৬৫% পর্য ন্ত ৫০.০০ টাকার উর্দ্ধে ১০০.০০ টাকা ১.৪০% ১০০.০০ টাকার উর্দ্ধে ১% বিক্রয়লবদ্ধ টাকার উপর।

৭. ডাক সেবাসমুহ পর্য ালোচনা

দেশে বিদেশে ডাক দ্রব্য আদান প্রদান ও অন্যান্য ডাক সেবা প্রদানের জন্য ডাক বিভাগের বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। আমরা, গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে উন্নত সেবা প্রদান করতে এবং বিনিয়োগের উপর যৌক্তিক রাজস্ব আয় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সারা পৃথিবীর সকল ডাক প্রতিষ্ঠানের মতো বাংলাদেশ ডাক বিভাগের জন্য বর্তমানে এটি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

বাণিজ্যিক ভাবে বিশ্লেষণের নিমিত্তে পৃথিবীর অন্য সব ডাক প্রতিষ্ঠানের মতন বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সব ধরনের সেবা তথা মৌলিক সেবা,এজেন্সী সেবা ও অন্যান্য সেবাসমূহকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হলো।

সারণী- ৭ ;বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সেবাসমূহের সমূহের বাণিজ্যিক শ্রেণীবিভাগ

ক্রমিক নং	ডাক সেবার ধরন	ডাক সেবা সমুহ
১	চিঠি পত্র সেবা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক	সাধারণ চিঠিপত্র, রেজিস্টার্ড চিঠিপত্র, নিবন্ধিত বীমা পত্র নিবন্ধনকৃত ভি,পি পত্র গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোস্ট (জিইপি)
২	পার্সেল সেব ও লজিস্টিকস অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক	নিবন্ধনকৃত সাধারণ পার্সেল, নিবন্ধনকৃত বীমা পার্সেল, নিবন্ধনকৃত, ভ্যালু পেয়েবল পার্সেল, এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস(ইএমএস)
৩	আর্থিক সেব	পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র, ডাক জীবন বীমা, প্রাইজবন্ড বিক্রয়, সাধারন মানি অর্ডার
৪	ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য	ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার(মোবাইল মানি অর্ডার) সার্ভিস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন রেমিটেন্স, পোস্ট-ই-সেন্টার, পোস্ট-ই-পেমেন্ট, ইন্টেল পোস্ট, পোস্ট কল সেন্টার, আন্তর্জাতিক ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস(আইএফএস) এবং ইউরো জাইরো রেমিটেন্স সার্ভিস ইত্যাদি। সারা দেশে নন পোস্টাল স্ট্যাম্পস মজুদ সরবরাহ বিতরন ব্যবস্থা , রাজস্ব স্ট্যাম্পস বিক্রয়, এক্সাইজ স্ট্যাম্পস বিক্রয়, নন পোস্টাল স্ট্যাম্পস বিক্রয় এবং ব্যান্ডারোল বিক্রয়।

পোস্টাল ট্রাফিক :

আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তিগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রচলিত ডাক সেবাসমূহ সারা বিশ্বে নিম্নমুখী ধারায় প্রবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে প্রতিনিয়ত সেবাসমূহের বহুমাত্রিকিকরণ ও বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা প্রবর্তন, বিদ্যমান সেবাসমূহকে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিকরণ ডাক সেবাকে চলমান ধারার সঙ্গে টিকে থাকার কার্য করী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নূতন নূতন সেবাসমূহ চালু করার পূর্বে বিদ্যমান ডাক সেবাসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বাণিজ্যিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ জরুরী। সঠিক পরিকল্পনার লক্ষ্যে বিদ্যমান ডাক সেবাসমূহের স্বাধীনত্তর সময় হতে বর্তমান সময় পর্য ন্ত ধারা বিশ্লেষণ, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ প্রয়োজন। নিম্নে প্রচলিত ডাক সেবাসমূহ ওনিকট অতীতে গৃহীত নূতন সেবাসমূহের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হলো ।

চিঠি পত্র সেবা (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) , পার্সেল স্বো (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) ও প্রচলিত মানি অর্ডার একত্রিতভাবে পোস্টাল ট্রাফিক মান প্রকাশ করে। নিম্নে বর্তমান হতে বিগত ৫ বছরের পোস্টাল ট্রাফিক প্রদর্শিত হলো।

সারণী- ৮ ;বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিগত ৫ বছরের পোস্টাল ট্রাফিক

পোস্টাল ট্রাফিক মোট সংখ্যা		
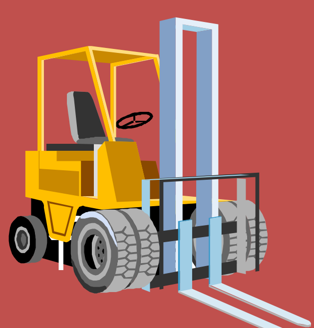	২০১২-১৩ ইং	৮৯৯৭৩০৫০
	২০১৩-১৪ ইং	৬৯৫৬৯২৪৪
	২০১৪-১৫ ইং	৬৮৬০১৭৭৮
	২০১৬-১৭ ইং	৬০১০১৬০৪
	২০১৭-১৮ ইং	৮৯৫৯৩৭৮

চিত্র - ৩ ; ডাক বিভাগের ২০১২ হতে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের মোট পোস্টাল ট্রাফিক (সংখ্যাগত পরিমাণ)

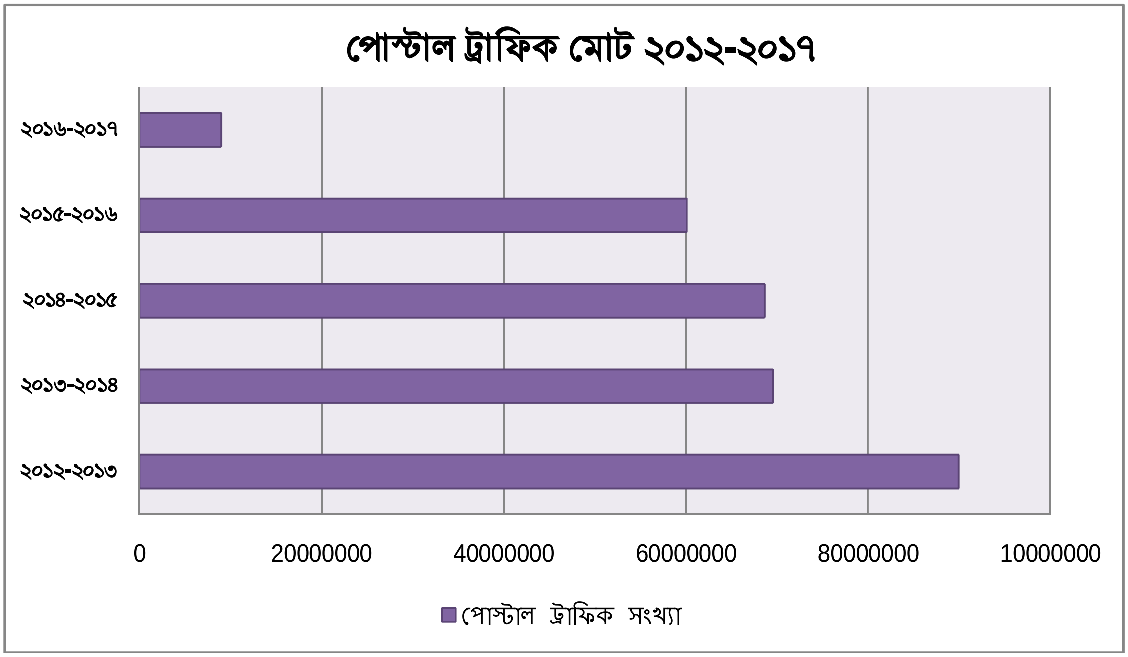

চিত্র - ৪ ; ১৯৭২ সাল হতে ২০১৮ পর্য ন্ত সময়ে মোট পোস্টাল ট্রাফিকের ধারা বিশ্লেষণ

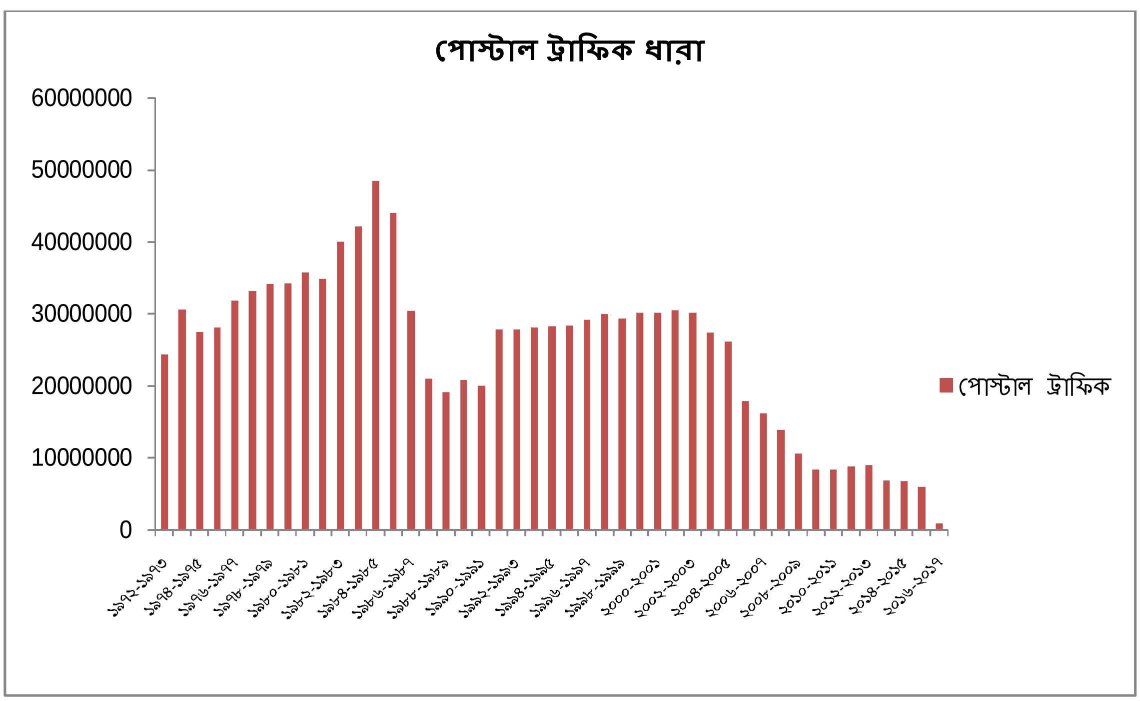

চিঠি পত্র সেবা (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ গ্রাহকদের বিস্তৃত চিঠি আদান প্রদানের সেবা প্রদান করে। এর সর্বোচ্চ ওজন সীমা ২ কিলোগ্রামের। গ্রাহকবৃন্দ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সেবা গ্রহন করতে পারেন।

সাধারণ পত্র	• দ্রুত এবং সস্তা যোগাযোগ পদ্ধতি • প্রথম শ্রেণীর মেইল হিসেবে গণ্য করা হয় • মাত্র ৪ টাকা থেকে সেবার সুবিধা • দেশের ভেতরে এবং বাইরে
রেজিস্টারড পত্র	• অচপল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রান্সমিশন • বিশেষ ট্রান্সমিশন • অনুরোধক্রমে ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম • বিলির সপক্ষে লিখিত প্রমাণ বিধান • হারিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণের বিধান • দেশের ভেতরে এবং বাইরে সেবা • রিকল ও পুনঃ দিকনির্দেশ বিধান
বুক পোস্ট	• বই পাঠানোর সর্বোত্তম পন্থা • বিশেষ ট্রান্সমিশন • অতি সামান্য মূল্য • নির্ভরযোগ্য বিলি ব্যবস্থা
রেজিস্টারড সংবাদপত্র	• কম খরচে খবরের কাগজ বিতরণ সেবা • অতি স্বল্প মূল্য, ০.৫০ টাকা থেকে শুরু • নির্ভরযোগ্য বিলি ব্যবস্থা
মূল্য পরিশোধযোগ্য পত্র	• পত্র ও মানি অর্ডারের সংযুক্তি বিশেষ ট্রান্সমিশন • অনুরোধক্রমে ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম • সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য • হারিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণের বিধান

চিঠিপত্র সেবার অন্তর্ভুক্ত প্রচলিত সকল প্রকার ডাক সেবার বিগত ৫ বছরের সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপন ও মোট আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র সেবার পরিমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হলো:

সারণী- ৯ ;ডাক বিভাগের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র সেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য

	ক্রমিক নং	ডাক দ্রব্যের ধরণ	২০১২ - ১৩	২০১৩ - ১৪	২০১৪ - ১৫	২০১৫ - ১৬	২০১৬ - ১৭
চিঠি পত্র সেবা			(সংখ্যা)	(সংখ্যা)	(সংখ্যা)	(সংখ্যা)	(সংখ্যা)
	১	রেজিস্টাড সাধারণ পত্র	৮৪,৬১,১৭৩	৭৩,৬৫,৯০৮	৭৬,৮৬,৬৮৯	৭৮,৯৪,৭৫১	৭৪,৪১,৩০৬
	২	রেজিস্টার্ড বীমা পত্র	১২,২৭৮	৬১৬২	২৭২৬	২,২০৭	৫৩৯১
	৩	রেজিস্টার্ড ভিপি পত্র	১,৫৮,১৭৫	১,২২,৭৮৬	১,৩৪,১১৪	২,১৪,১৫৭	১,৯৯,৬১৯
	৫	পেইড লেটার	৬,৭১,০৩,৬০৮	৫,১৩,১২,৮৭২	৪,৬৬,৯২,৯৩২	৪,১২,৭১,৪১২	*2,73,31,928*
	৬	আন পেইড লেটার	৫,৮৮,৬৯২	৭,১০,২১৬	৭,০২,০৫২	৭,৩৭,৬২০	*6,76,104*
	৪	পোস্ট কার্ড	৩৩,৮৯,৮৮০	১৩,১৪,৭৬৮	৯,০৬,৬৭২	১৫,৫১,৪৭২	*11,18,052*
	৭	রেজিস্টার্ড নিউজ পেপার	২৮,৭৬,৮৪৮	২৭,৯৬,০১৬	৫৩,৯৮,৯৫২	৩৪,২৮,৫১৬	*22,03,656*
	৮	জিইপি সার্ভিস:	২০,৭৭,৪০৯	১৯,৮৯,০০৮	২৩,০১,৩৮৪	*24,15,447*	*26,95,638*
	মোট চিঠি পত্র সেবা অভ্যন্তরীণ		**৮,৪৬,৬৮,০৬৩**	**৬,৫৬,১৭,৭৩৬**	**৬,৩৮,২৫,৫২১**	***5,75,15,582***	***4,16,71,694***
	৯	বৈদেশিক রেজিস্টার্ড পত্র (প্রাপ্ত)	২,৯৭,১৪৬	১,২২,১০২	১,০৪,২০১	৮৮,৪৪৫	৬৭,০৭৩
	১০	বৈদেশিক রেজিস্টার্ড পত্র (প্রেরিত)	১,৩৬,৩২২	৮৯,৭৭৭	৭৫,২৪৬	৫৯,৯২৭	৪২,৩৪৮
	মোট চিঠি পত্র সেবা আন্তর্জাতিক		**৪,৩৩,৪৬৮**	**২,১১,৮৭৯**	**১,৭৯,৪৪৭**	**১,৪৮,৩৭২**	**১,০৯,৪২১**
	সর্ব মোট চিঠি পত্র সেব		**৮,৫১,০১,৫৩১**	**৬,৫৮,২৯,৬১৫**	**৬,৪০,০৪,৯৬৮**	**৫,৫৪,৩৮,৩১০**	***4,17,81,115***

চিত্র - ৫; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেমোট চিঠিপত্র সেবায় শ্রেণিভিত্তিক আনুপাতিক হার

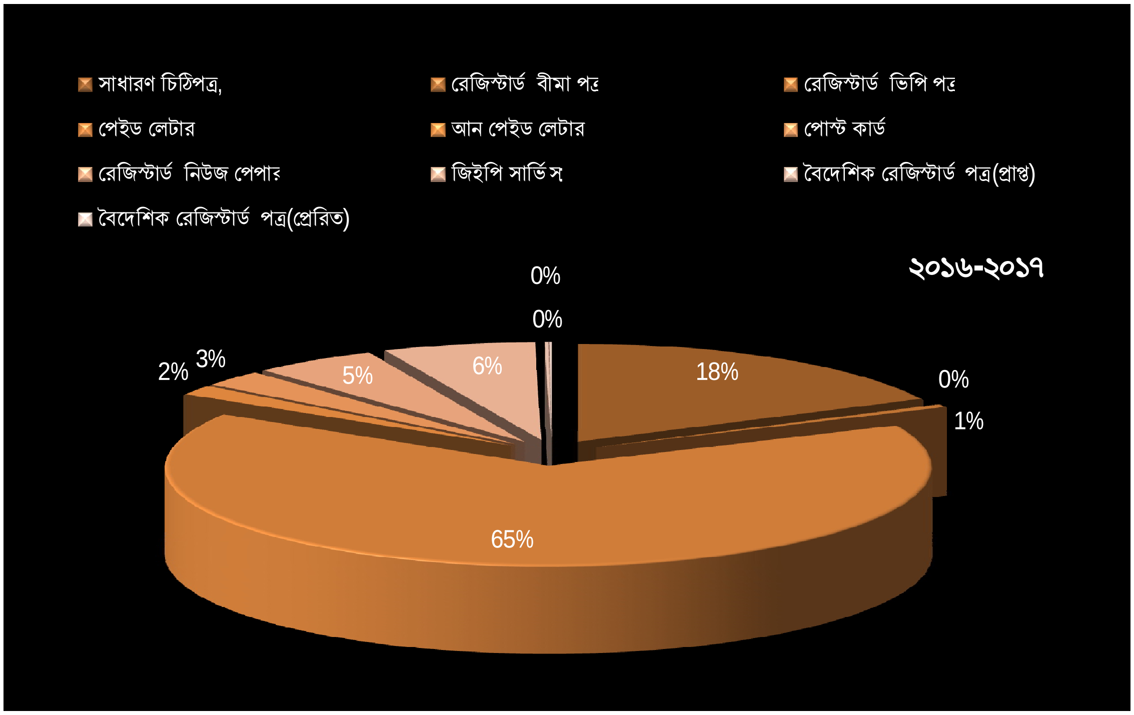

চিত্র -৬; ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত১০ বছর অন্তর শ্রেণিভিত্তিক চিঠিপত্র সেবার আনুপাতিক বিশ্লেষণ

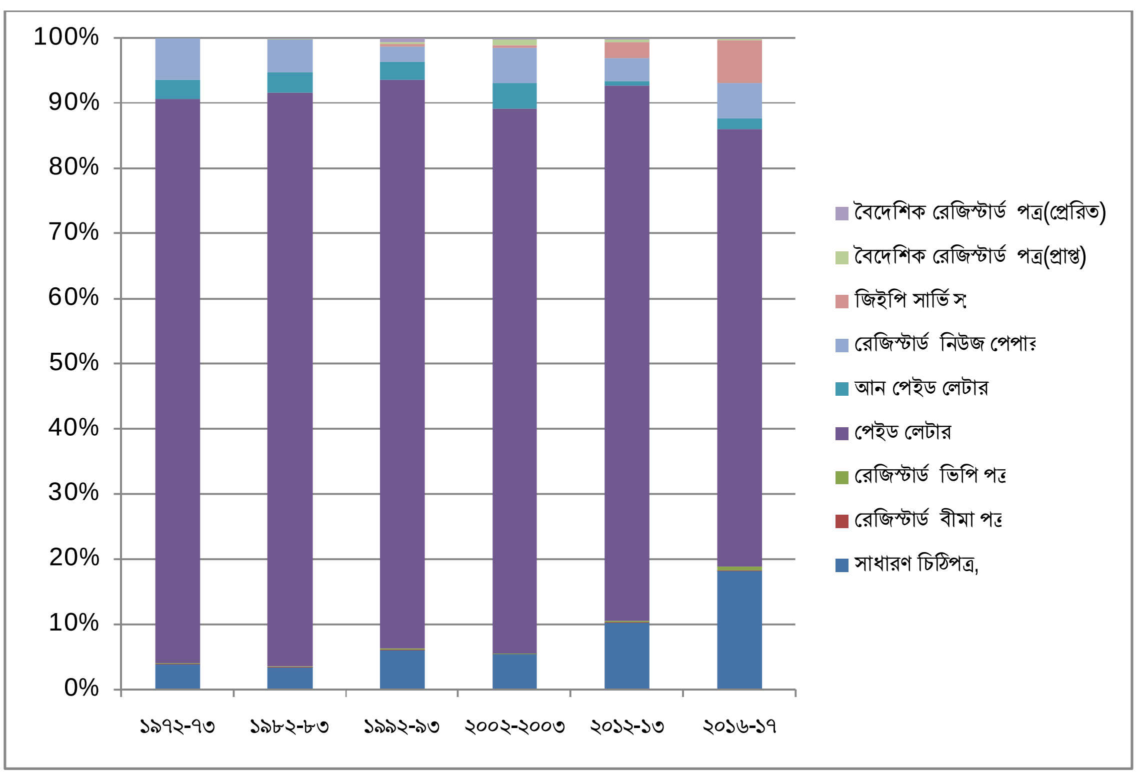

চিত্র -৭; ২০১৭-১৮   অর্থ বছরে মোট চিঠিপত্র সেবায়আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠির অনুপাত

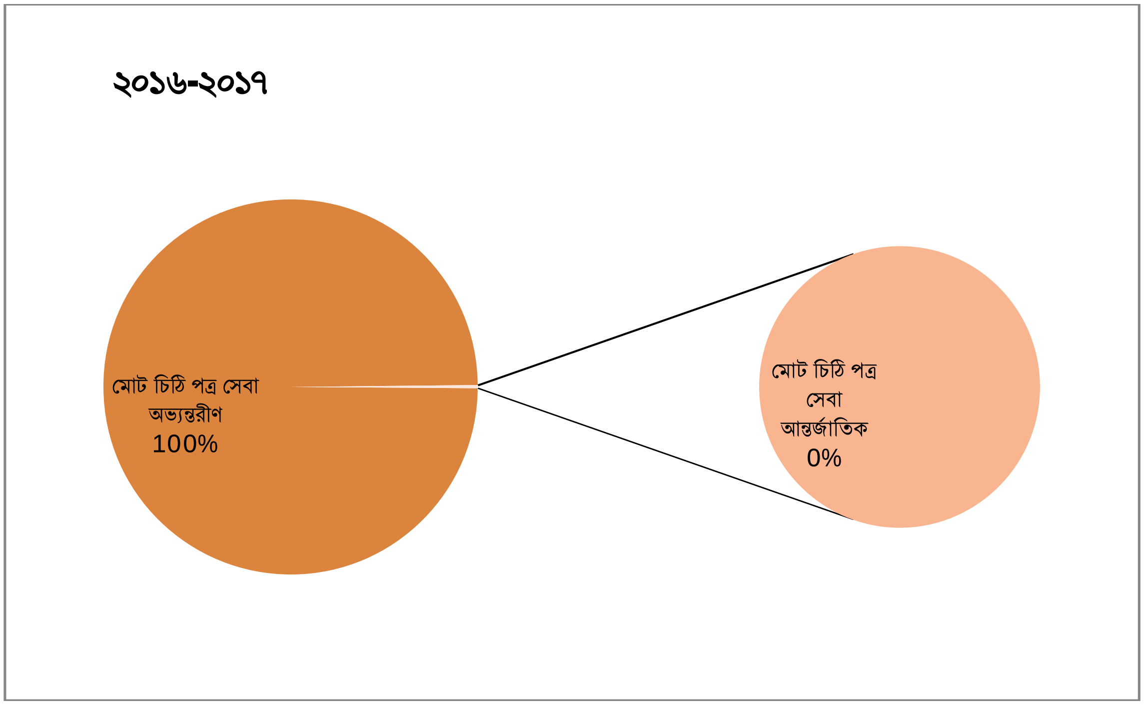

চিত্র -৯; ১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ন্ত আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র সেবার ধারা

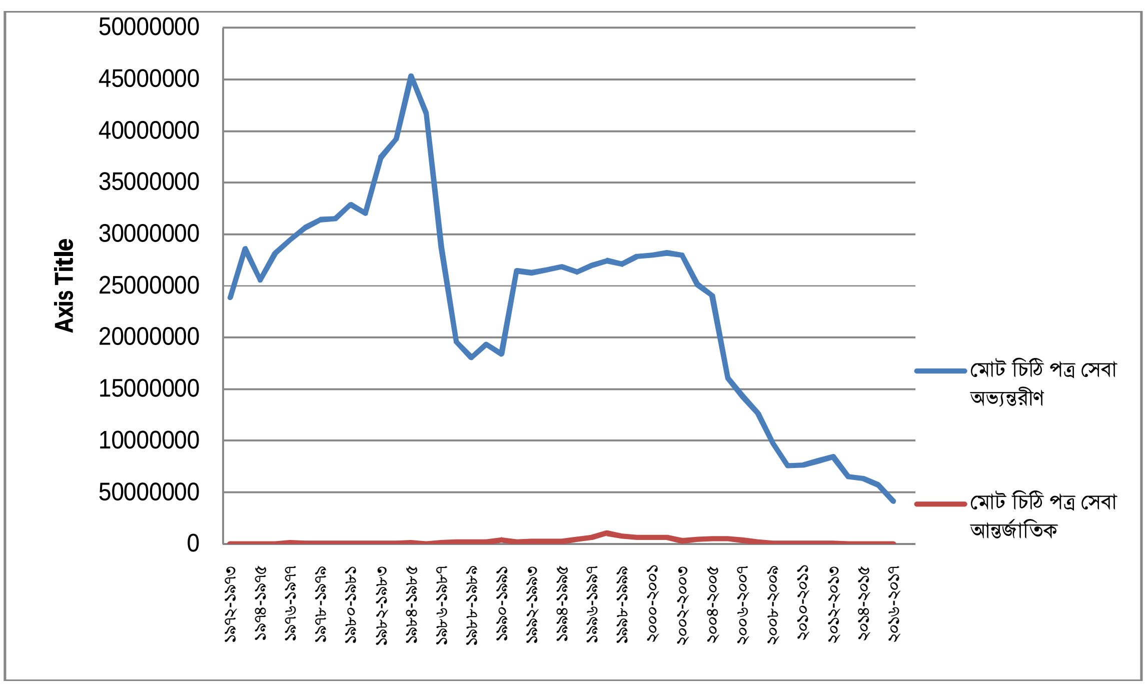

সারা পৃথিবীতে চিঠিপত্র সেবা প্রচলিত ডাক সেবার মধ্যে অন্যতম সেবা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত বৈপস্নবিক পরিবর্তনের ফলে চিঠিপত্র সেবার স্থান দখল করে নিয়েছে ইলেকট্রনিক মেইল ও অন্যান্য প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ মাধ্যম সমূহ। যার কারণে সময়ের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমিক হারে চিঠিপত্র সেবার ধারা সারা পৃথিবীতে নিমণমূখী। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি বিপস্নবের একই প্রভাবের কারণে বাংলাদেশেও চিঠিপত্র সেবার ধারা বছরওয়ারী নিমণমূখী।

উপরের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বে মোট চিঠিপত্রের সেবার ৯৯% অভ্যন্তরীণ সেবা এবং ০১% আন্তর্জাতিক সেবা। একই রকম হার বাংলাদেশের চিঠিপত্রের সেবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের চিঠিপত্র সেবার ধারা ও প্রবৃদ্ধির ধারা নিন্মমূখী।

সুনির্দি ষ্ট সময় অমত্মর বাৎসরিক তথ্যবিশ্লেষণে চিঠিপত্র সেবার শ্রেণিভিত্তিক সেবাসমূহ প্রত্যেকটির নিমণমূখী ধারা প্রদর্শিত হচ্ছে। এক্সপ্রেস সার্ভিস সমূহ যথা জিইপি সার্ভিস প্রবর্তিত হওয়ার সময়ে গ্রাহকের নিকট উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেলেও তাও সময়ের সাথে সাথে নিমণমূখী ধারায় নিমজ্জিত হয়েছে।
তথাপিও ব্যক্তিগত চিঠির পরিবর্তে বাণিজ্যিক চিঠির বাজার এখনও বিদ্যমান যা বর্তমান চিঠিপত্র সেবাকে ধরে রেখেছে। এমতাবস্থায়, এক্সপ্রেস সার্ভিস সমূহের উন্নতমান নিশ্চিতকরণ ও সেবার বিশ্বসত্মতা অর্জন পুনরায় বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের বিতরণ বাজারকে চিঠিপত্র সেবার অমত্মর্ভূক্ত করণে সম্ভাবনা বিদ্যমান।

পার্সেল সেবা (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ গ্রাহকদের অতি নির্ভরযোগ্য, সস্তা ও নিরাপদ পার্সেল সেবাপ্রদান করে ।

সাধারণ পার্সেল	• সস্তা • বিশেষ ট্রান্সমিশন • দেশে এবং বিদেশে
নিবন্ধনকৃত পার্সেল	• অবিচলিত এবং নির্ভরযোগ্য ট্রান্সমিশন • বিশেষ ট্রান্সমিশন • অনুরোধক্রমে ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম • বন্টনের লিখিত প্রমাণ বিধান • ক্ষতিপূরণের বিধান • দেশে এবং বিদেশে সেবা
মূল্য পরিশোধযোগ্য পার্সেল	• পার্সেলএবং মানি অর্ডার এর সংমিশ্রণ বিশেষ ট্রান্সমিশন • অনুরোধক্রমে ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম • সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য • হারিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণের বিধান

এক্সপ্রেস মেইল ব্যবস্থা: ....

গ্যারান্টিযুক্ত এক্সপ্রেস পোস্ট	• ইনল্যান্ড গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস • জেলা হেড কোয়ার্টারের পৌছাতে২৪ ঘণ্টা সময় লাগেপোস্টিং এর পরের দিন সকালে থেকে সময় , গণনাশুরু • বিলির সপক্ষে লিখিত প্রমাণ প্রদানের বিধান • অনুরোধক্রমে ম্যানুয়াল ট্র্যাকিং সিস্টেম • পরিবহনের দ্রুততম মাধ্যম ব্যবহার করুন • খরচ মাত্র ১০ টাকা থেকে শুরু • হারিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণের বিধান • রিকল ও পুনঃ দিক নির্দেশের সুবিধা বিদ্যমান
এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস	• বিদেশের জন্য এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস. • আন্তঃর্জাতিক মানদন্ড • অটোমেটেড ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং সুবিধা • সর্বোচ্চ ওজন সীমা১০ থেকে ২০ কিলোগ্রাম • স্বয়ংক্রিয় তদন্ত সিস্টেম • সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য

সারণী- ১০ ;ডাক বিভাগের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সেলসেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য

	ক্রমিক নং	ডাক দ্রব্যের ধরণ	২০১২ - ১৩ (সংখ্যা)	২০১৩ - ১৪ (সংখ্যা)	২০১৪ - ১৫ (সংখ্যা)	২০১৫ - ১৬ (সংখ্যা)	২০১৬ - ১৭ (সংখ্যা)
পার্সেল সেবা	১	রেজিস্টার্ড বীমা পার্সেল	৪,১১,৩১২	৩,৭৯,৮৪২	৩,৯৪,৭৬৫	৪,৩১,৯৫২	৬,৪৭,৪৪৭
	২	রেজিস্টার্ড ভিপি পার্সেল	৮৩,৬৬৮	৭১,২২৩	৫৫,৭৭০	৫৩,৯৩৪	৪১,২০৭
	৩	সাধারণ রেজিস্টার্ড পার্সেল	৮,২৩,২৩৬	৪,৩৭,০১২	৫,৪৩,৬৬৫	৫,১৬,৩৩৭	৪,৫৯,১৫৬
	৫	সাধারণ বুক প্যাকেটস	১৫,০৯,৪৫৬	১৫,৭৮,২০০	২১,৮৯,৩৫৬	২১,০৫,৮৯৬	*17,93,584*
	৬	সাধারণ অরেজিস্ট্রিকৃত পার্সেল	১১,৭৭,৬৯৬	৬,৪৮,০৭৬	৮,৪২,৪৫২	৯,৫২,৫৩৬	*5,67,996*
	মোট পার্সেল সেবা অভ্যন্তরীণ		**৪০,০৫,৩৬৮**	**৩১,১৪,৩৫৩**	**৪০,২৬,০০৮**	**৪০,৬০,৬৫৫**	**৩৫,০৯,৩৯০**
	৯	বৈদেশিক রেজিস্টার্ড পার্সেল(প্রাপ্ত)	১৯,০৬৯	৯৭৪৫	১৪,৩৪৩	১৬,০৩০	১৩,৪৮৩
	১০	বৈদেশিক রেজিস্টার্ড পার্সেল(প্রেরিত)	৮,১৫৫	৩২৪৪	৪৩১৫	৫৯৯২৭	৪২৩৪৮
		এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস)(প্রাপ্ত)(	৪৭,২৯১	৫২,৪৩০	৫০,৫৮৬	৫৪,৭১৫	৫৪,৭৩২
		এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (প্রেরিত)	৭১,৭৪৭	৬৩২৩১	৬৯,৫৭৩	৬৫,০৪১	৫৫৬৮৯
	মোট পার্সেল সেবা আন্তর্জাতিক		**১,৪৬,২৬২**	**১,২৮,৬৫০**	**১,৩৮,৮১৭**	**১,৯৫,৭১৩**	**১৬৬২৫২**
	সর্ব মোট পার্সেল সে		**৪১,৫১,৬৩০**	**৩২,৪৩,০০৩**	**৪১,৬৪,৮২৫**	**৪২,৫৬,৩৬৮**	***36,75,642***

চিত্র -১৩; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেমোট পার্সেলসেবায় বিভিন্ন ডাক সেবার শ্রেণিভিত্তিক অনুপাত

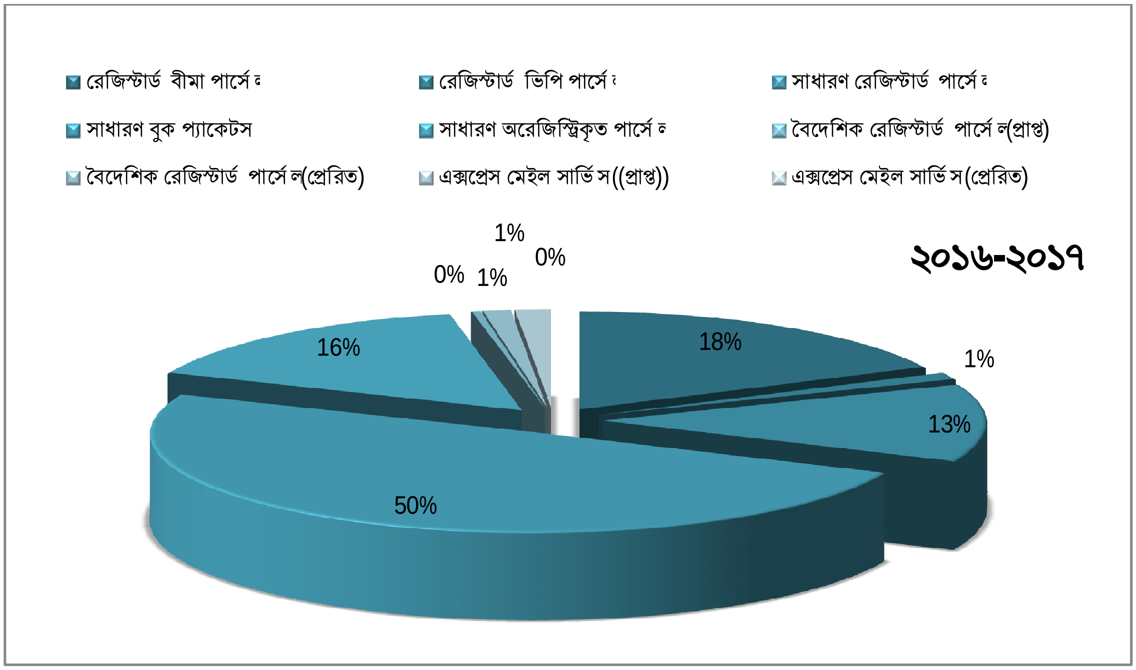

চিত্র -১৪; ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত১০ বছর অন্তর শ্রেণিভিত্তিক পার্সেলসেবারঅনুপাত

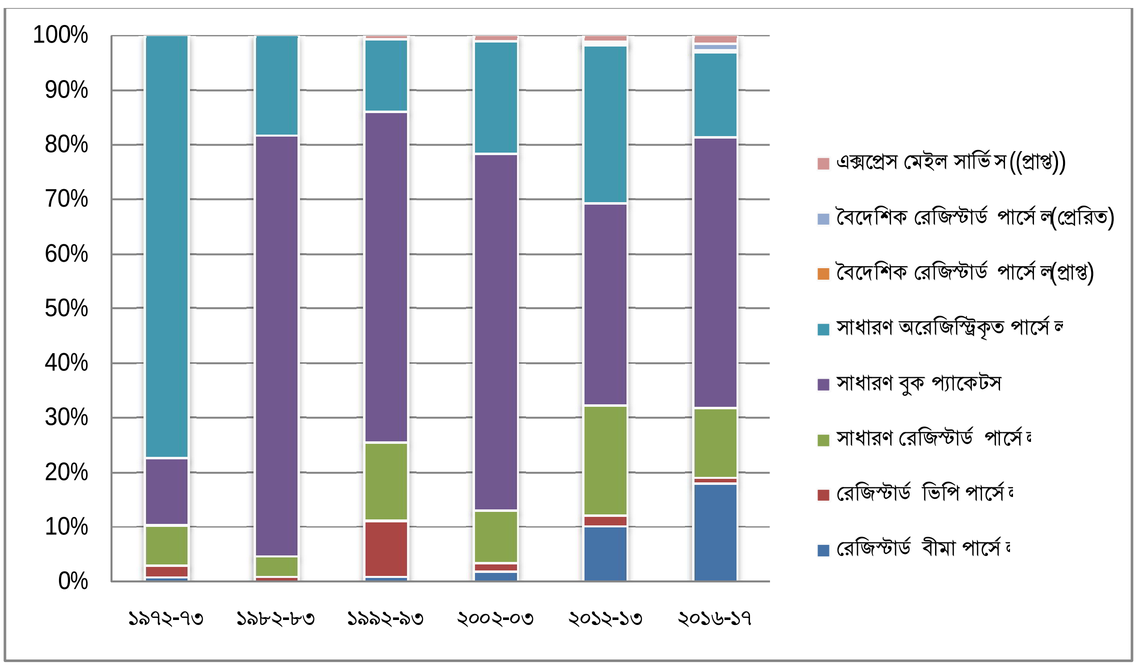

চিত্র -১৫; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেমোট পার্সে লসেবায় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে লরঅনুপাত

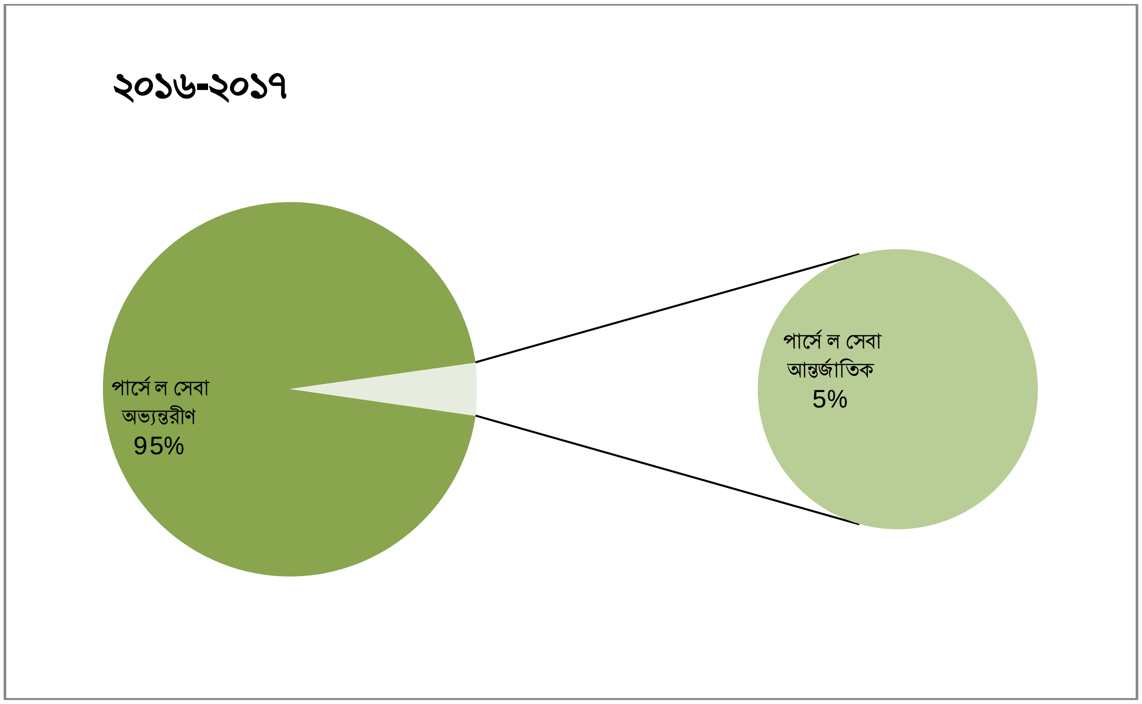

চিত্র -১৬; ১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ন্তআভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সে লসেবার ধারা চিত্র

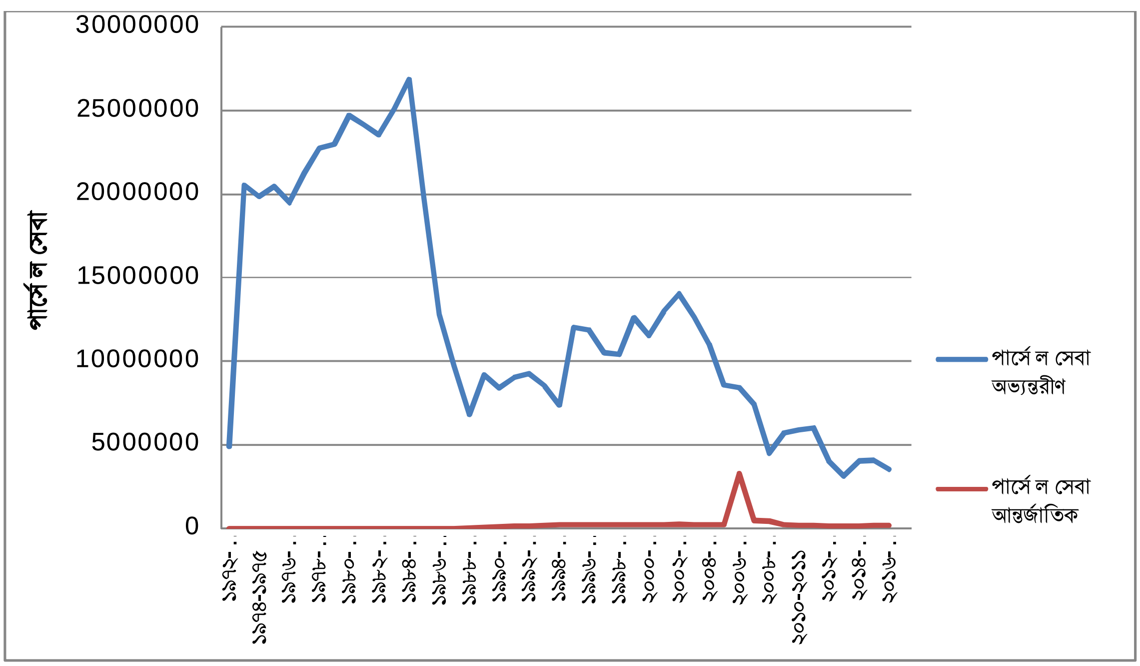

পার্সেল সার্ভিস ইউপিইউ এর একটিসহায়ক (Supplimentary) সার্ভিস হিসেবে ১৯২টি সদস্যদেশে প্রচলিত থাকলেও বিগত পাচ বছরের ধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় অভ্যন্তরীন পার্সেলসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বৈদেশিক পার্সেল হ্রাস পেয়েছে। পার্সেল সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হলোএকই দিনে বিলি না করা, গ্রাহক চাহিদা মাফিক সময়মত বিলি না করা এবং স্টেশন বিলি সেন্টার না থাকা। সাধারণ চিঠি পত্রের চাহিদা যেখানে ক্রমহ্রাসমান সেখানে পুঁজিবাজার অর্থনীতির প্রয়োজনে পার্সেলের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-২০১৮ সালের অভ্যমন্তরীন পার্সেল ভলিউম পর্যালোচনায় দেখা যায় সর্বাধিক পরিমান রেজিস্টার্ড বীমা পার্সেল(৪৯%) বিলি হয়েছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, পার্সেলের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক। অন্যদিকে ১৯৭২ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্য নিদিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক অংকিত গ্রাফ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সাধারন পার্সেলের সংখ্যা ক্রমন্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে এক্সপ্রেস এবং রেজিস্টার্ড বীমা পার্সেল বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক Value added services পেতে অধিক অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী যা ডাক বিভাগের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া ২০১৬-২০১৮ অর্থ বছরে সেই পার্সেলের৯৫% অভ্যমন্তরীন এবং মাত্র ৫% বৈদেশিক। কম পরিমান বৈদেশিক পার্সেলের মূল কারণআগত পার্সেলেরপ্রান্তিক পর্যায় পর্যন্তবিলি তথ্য পাওয়ার অনলাইন ভিত্তিক সুব্যবস্থা না থাকা । এর ফলে একদিকে যেমন বৈদেশিক পার্সেলের ভলিউম কম অন্যদিকেILR (Inward Land Rate) বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না। একারনে বাংলাদেশ বিদেশী ডাক প্রসাশনের নিকট হতে একদিকে কম পরিমান ডেলিভারী চার্জ পায় অন্যদিকে অধিক পরিমান চার্জ বিদেশী ডাক প্রশাসনকে প্রদান করতে হয়। বর্তমানে ১৭৮টি দেশের সাথে বাংলাদেশের এয়ার পার্সেল এবং১৮১টি দেশের সাথে সারফেস পার্সেল সার্ভিস চালু রয়েছে। ইউপিইউপরিসংখান অনুযায়ী বিশ্ব পার্সেলএর প্রবৃদ্ধি ৬.৫% যা বিশ্বব্যাপী পার্সেল প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক প্রকাশ করে।১৯৭২ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পার্সেল সংখ্যা নিম্নগামী হলেও ১৯৯২-২০১৫ এর ক্ষেত্রেও এ ধারা উর্দ্ধমূখী। প্রযুক্তি ব্যবহার, গ্রাহক চাহিদা অনুযায়ী ডেলিভারী পলিসি নির্ধারণ এবং Trace and Tracking পূর্ণ রূপেচালু করা হলে পার্সেল ভলিউম বৃদ্ধি পাবে।

আর্থিক সেবা

মানি অর্ডার

মানি অর্ডার দেশের একটি জনপ্রিয় সেবা। এটা সরকারের গ্যারান্টি এবং আইনি পরিচয় দিয়ে টাকা পাঠাতে পরিবাহী সুযোগ প্রদান করে। বাংলাদেশ পোস্ট অফিস মানি অর্ডার তিন ধরনের;

- ইনল্যান্ড মানি অর্ডার
- ফরেন মানি অর্ডার(অভ্যন্তরস্থ শুধুমাত্র)
- ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস(ইএমটিএস)

ইনল্যান্ড মানি অর্ডার

কাভারেজ	বাংলাদেশের সীমানা জুড়ে
মূল্য	**প্রথম ১০০ টাকার জন্য ৫ টাকা। পরবর্তী ১০০ টাকা থেকে ২ টাকা হারে**
একটি মানি অর্ডারের সর্বচ্চ মূল্য	**সাধারণ জনগনের জন্য ১০,০০০ টাঁকা** **আর্মড ফোর্সের সদস্যদের জন্য১৫,০০০ টাকা**

ফরেন মানি অর্ডার

কাভারেজ	১৪ টি দেশে
মূল্য	৫০ ইউ এস ডলার পর্য ন্ত- ৬০.০০ টাকা ৫১ – ২০০ইউ এস ডলার পর্য ন্ত – ১০০ টাকা ২০১ – ৫০০ ২০০ইউ এস ডলার পর্য ন্ত– ১৫০ টাকা ৫০১ – ১০০০ ২০০ইউ এস ডলার পর্য ন্ত – ২০০ টাকা ১০০১ – ১৫০০ ২০০ইউ এস ডলার পর্য ন্ত – ২৫০ টাকা ১৫০১ – ২০০০ ২০০ইউ এস ডলার পর্য ন্ত– ৩০০ টাকা
একটি মানি অর্ড ার এর সর্ব চ্চ মূল্য	২০০০ ইউ এস ডলার

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি অর্ড ার

কাভারেজ	পৃথিবী জুড়ে ২০০ টি দেশে দেশ জুড়ে (৫৫০ পোস্ট অফিসে)
মূল্য	দেশ ভেদে ভিন্ন
একটি এম,ও র সর্ব চ্চ লিমিট	২৫০০ ইউ এস ডলার
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	দ্রুত নগদ এবং দ্রুত বেতন
প্রয়োজনীয় দলিল	ফর্ম পুরন্ পাসপোর্ট এর কপি্ জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্ম নিবন্ধন, ছবি।

পোস্টাল সাভিংস ব্যাংক

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়। এ সেবা এক শতাব্দীর আগে চালু করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পোস্টাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে যা আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান করে।

সাধারণ অ্যাকাউন্ট

মুনাফার হার	৭.৫% (সাধারণ হার)
সর্বোচ্চ সীমা	এককভাবে ৩০ লক্ষ ও যৌথভাবে ৬০ লক্ষ
যে বিনিয়গ করতে পারবেন	বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার নাগরিক
প্রয়োজনীয় দলিল	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ পাসপোর্ট / নাগরিকত্ব সনদ / জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি

মেয়াদী অ্যাকাউন্ট

মুনাফার হার	১১.২৮%
সর্বোচ্চ সীমা	এক নামে ৩০ লক্ষ ও যৌথ নামে ৬০ লক্ষ
যে বিনিয়গ করতে পারবেন	বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার নাগরিক। নাবালকদের পক্ষে অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব।
প্রয়োজনীয় দলিল	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ পাসপোর্ট / নাগরিকত্ব সনদ / জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি

সঞ্চয়পত্র

৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

পরিমান	মূল্যমান – ১০, ১৫,১০০, ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০০০০, ২৫০০০, ৫০০০০, ১০০০০০, ৫০০০০০, ১০০০০০০
মুনাফার হাঁর	১১.২৭% (পরিপক্কতার পর ৫৩,৫৮০ টাকা)
সর্ব চ্চ সীমা	এককভাবে ৩০ লক্ষ ও যৌথভাবে ৬০ লক্ষ
যে বিনিয়গ করতে পারবেন	- বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার নাগরিক - নাবালকদের পক্ষে অ্যাকাউন্ট খোলা সম্বব - আয়কর আইন ১৯৮৪ (অংশ ২) , রুল ৪৯ সাব রুল (২) সংজ্ঞায়িত প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন, ১৯২৫ প্রভিডেন্ট ফান্ড অনুসৃত - আয়কর অধ্যাদেশ -১৯৮৪, ষষ্ঠ পার্ট, রুল 34 অনুসৃত মাছ খামার, পোল্ট্রি ফার্ম, বীজ উৎপাদন , স্থানীয় বীজ প্রচারের , দুধ উত্পাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষি , নার্স ারি প্রকল্প, ফলমূল ও শাকসবজি চাষ কৃষি যার আয় ডিসি ট্যাক্স দ্বারা প্রত্যয়িত হয়।
প্রয়োজনীয় দলিল	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ পাসপোর্ট / নাগরিকত্ব সনদ / জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি
পরিপক্কতার সময়কাল	০৫ বছর
মুনাফা পরিশোধের সময়	পরিপক্কতার সময়কাল শেষ হলে

৩ মাস মেয়াদী সঞ্চয়পত্র

পরিমান	মূল্য – ১০০০০০, ২০০০০০, ৫০০০০০, ১০০০০০০
মুনাফার হার	১১.০৪% (প্রতি ৩ মাসে ২৬২২ টাকা)
সর্ব চ্চ সীমা	একক নামে ৩০ লক্ষ ও যৌথ নামে ৬০ লক্ষ
যে বিনিয়গ করতে পারবেন	বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণী বা পেশার নাগরিক
প্রয়োজনীয় নথি	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ পাসপোর্ট / নাগরিকত্ব সনদ / জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি
পরিপক্কতার সময়কাল	০৩ বছর
মুনাফা প্রদানের সময়	০৩ মাস পর

পেনশন সঞ্চয়পত্র

পরিমান	মূল্য – ১০০০০০, ২০০০০০, ৫০০০০০, ১০০০০০০
মুনাফার হার	১১.৭৬% (প্রতি ৩ মাসে ২৭২২ টাকা)
সর্ব চ্চ সীমা	একক নামে ৫০ লাখ (গ্র্যাচুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর নির্ভরশীল)
যে বিনিয়গ করতে পারবে	বাংলাদেশী
প্রয়োজনীয় দলিল	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ পাসপোর্ট / নাগরিকত্ব সনদ / জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি
পরিপক্কতার সময়কাল	০৫ বছর
মুনাফা প্রদানের সময়	০৩ মাস পর

পরিবার সঞ্চয়পত্র

পরিমান	— ১০০০০০, ২০০০০০, ৫০০০০০, ১০০০০০০
মুনাফার হার	১১.৫২%
সর্ব চ্চ সীমা	একক নামে ৪৫ লক্ষ
যে বিনিয়গ করতে পারবেন	- ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী নারী - ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী (পুরুষ বা নারী) জনগন - যে কোন বিকলাঙ্গ বাংলাদেশী জনগন (পুরুষ বা নারী)
প্রয়োজনীয় দলিল	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ পাসপোর্ট / নাগরিকত্ব সনদ / জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি
পরিপক্কতার সময়কাল	০৫ বছর
মুনাফা প্রদানের সময়	মাসিক

পোস্টাল লাইফ ইন্সুরেন্স (পি,এল,আই)

পোস্টাল লাইফ ইন্সুরেন্স প্রথমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের কল্যাণকল্পে চালু হয়। এর পর এটি সকল সরকারী করমকরতাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এখন ১৯-৫৫ বছর বয়সী যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক, যার নিয়মিত আয়ের উৎস আছে, তিনি পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স স্কিম এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

বিভিন্ন ধরনের ডাক জীবন বীমা এর আওতায় চালু আছে। যেমনঃ আজীবন বীমা, মেয়াদী বীমা, শিক্ষা বীমা, বিবাহ বীমা। জনগন তার ইচ্ছেমত যে কোন ধরনের স্কিম এর জন্য আবেদন করতে পারেন।

পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স একটি সরকারী উদ্যোগ যা "না লাভ না ক্ষতি" আর্থি ক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। খুব স্বল্প কিস্তিতে অধিক লাভের জন্য এটি খুব জনপ্রিয়।

পলিসির নাম	সারা জীবনের নিশ্চয়তা বিবাহ এনডাউমেন্ট পলিসি এনডাউমেন্ট নিশ্চিতকরণ নন মেডিকেল পলিসি শিক্ষা এনডাউমেন্ট পলিসি দুর্ঘ টনা বীমা গ্রুপ বীমা পোস্ট অফিস বার্ষি কবৃত্তি
প্রিমিয়াম হার	নীতি, মান এবং বয়সের ওপর নির্ভ র করে
সর্বে াচ্চ	১০ লক্ষ
যেকোন একটি অথবা একাধিক বীমা গ্রহণ করতে পারেন	১৯ থেকে ৫৫ বছর বয়সী বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সকল বাংলাদেশী নাগরিক।
প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ পাসপোর্ট / নাগরিকত্ব সনদ / জন্ম নিবন্ধন, নমিনীর ছবি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা রিপোর্ট (প্রয়োজন হলে)

সারণী- ১১ ;ডাক বিভাগের আর্থিক সেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য

	ক্রমিক নং	সেবার ধরণ	২০১২ – ২০১৩	২০১৩ – ২০১৪	২০১৪ – ২০১৫	২০১৫ – ২০১৬	২০১৬ – ২০১৮
আর্থিক সেবা			টাকার পরিমান	টাকার পরিমান	টাকার পরিমান	টাকার পরিমান	টাকার পরিমান
	১	সাধারণ হিসাব (জমা)	১১৭৭৩৯৯৯৪৮৬	১২৩৬০৬৭৩৮৬৮	১৩৩৭১৫৫৬৬৯৮	১৭২৭৮৫৩০৬৮১	২৩৫৫৭০১০৭৭২
	২	সাধারণ হিসাব (উত্তোলন)	১১৭৬০৫৭১১৮২	১১১৫৬৪১২৯৫৮	১২১৫২১২৭৭৯১	১৪৯৭৮১৬৭৮৫২	১৯৩৬৩০৮৮৪৩৪
	৩	মেয়াদী হিসাব	৩৮৮৩৬২৮২৫১০	৩৭৮৪৩১৯০৫৭৫	৫২০৯৩৭৭৬৮১৪	৭০৭৩৮১৩০০৬৮	৩৫৮৬৭০০১৬২
	৫	মেয়াদী হিসাব (উত্তোলন)	৪৫৯৯০৪৯৬২১৩	৩৩০৯৪০৪০২৫৭	৩০৯২৬৩০৫৭২০	৩৫৫৩৩৭২৩২৯৪	৪০৭৩৭৪৭০৭৮৫
		ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সেবা মোট লেনদেন	১০৮৩৬১৩৪৯৩৯১	৯৪৪৫৪৩১৭৬৫৮	১০৮৫৪৩৭৬৭০২৩	১৩৮৫২৮৫৫১৮৯৫	৮৭২৪৪২৭০১৫৩
	৬	সঞ্চয় পত্র (জমা)	৬৯৪৮৮৯৪৩৩২০	৭১১৩১১৬০৩৪৫	১৩৮৯৯৩৬০৯০০২	১১১৪৫৭২০০০০	২৮৪২৬৬০১২০৫০
	৪	সঞ্চয় পত্র (উত্তোলন)	৪৬৬৮৬৭৮৫৬১৮	২৩২৯১০২২২০৭	২৫৪৮৩৪৬০৩৪২	৫২৫২০৯১১৬৯	৬৯৫৬৯৭৭৫৫২১
		সঞ্চয় পত্র সেবা মোট লেনদেন	১১৬১৭৫৭২৮৯৩৮	৯৪৪২২১৮২৫৫২	১৬৪৪৭৭০৬৯৩৪৪	১৬৩৯৭৮১১১৬৯	৩৫৩৮৩৫৭৮৭৫৭১
	৫	ডাক জীবন বীমা (জমা)	৯১৩৭০০০০০	৮৬১৭০০০০০	৮২১৯০০০০০	৭৭২৯০০০০০	৭৩২০০০০০০
	৬	ডাক জীবন বীমা (উত্তোলন)	৩৯৬২০০০০০	৫৪৮৯০০০০০	৬৬৯২০০০০০	৭৯৪৩০০০০০	৯৬১২০০০০০
		ডাক জীবন বীমা সেবা মোট লেনদেন	১৩০৯৯০০০০০	১৪১০৬০০০০০	১৪৯১১০০০০০	১৫৬৭২০০০০০	১৬৯৩২০০০০০
		অভ্যান্তরীন মনিঅর্ডারের ইস্যু	২,১৭৩,২৫৪,৩৮৫	১৪৮,১৮,৫১,৪৩০	৯২৯,০৪৮,৩৭৮	৯৮৪৩২৩৯৩২	৯৪৬৫১৬০৭২
		বৈদেশিক মনিঅর্ডারের পরিশোধিত	২৩৩৩২৩৬৯	১৭৭৮৭৫৬৫	৮০৩২৫৮০	৭	০
		মনিঅর্ডার মোট লেনদেন	২,১৯৬,৫৮৬,৭৫৪	১,৪৯৯,৬৩৮,৯৯৫	৯৩৭,০৮০,৯৫৮	৯৮,৪৩,৮০,৮৩১	৯৪,৬৫,১৬,০৭২
		আর্থিক সেবা	২২৮০৪৩৫৬৫০৮৩	১৯১৭৮৬৭৩৯২০৫	২৭৫৪৪৯০১৭৩২৫	১৫৭৪৭৭৯৪৩৮৯৫	৪৪৩৭১৯৭৭৩৭৯৬

চিত্র -২১ ; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট আর্থি ক সেবায় বিভিন্ন ডাক সেবার শ্রেণিভিত্তিক অনুপাত

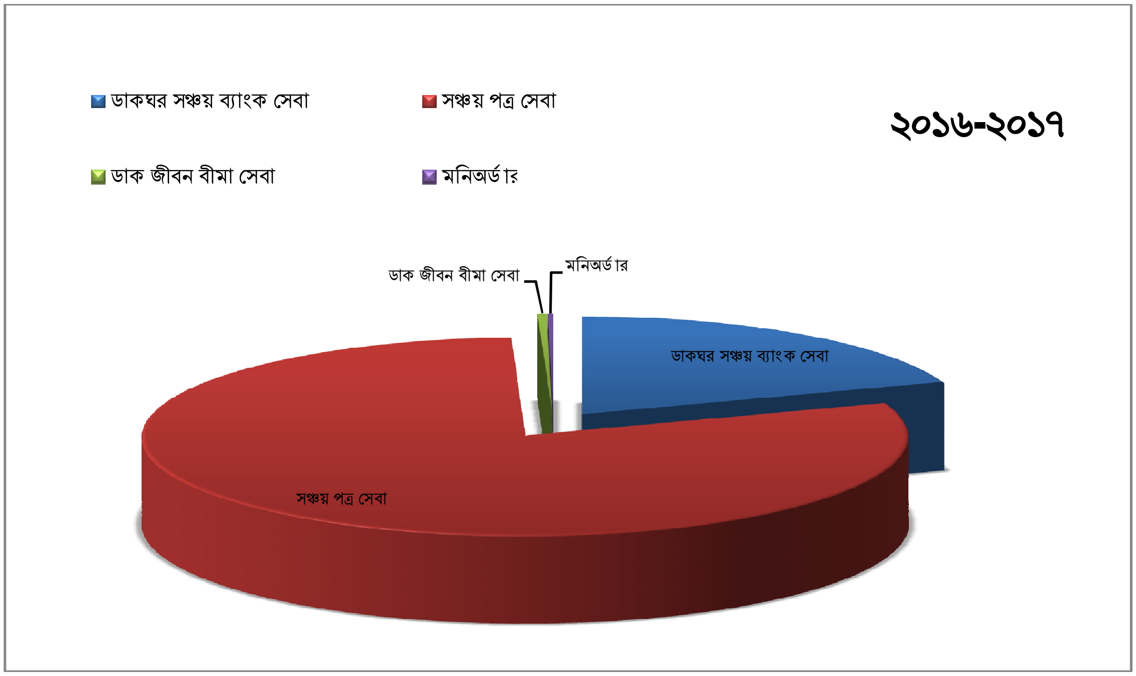

চিত্র -২২ ; ১৯৭২-৭৩ সাল হতে ২০১৭-১৮ সাল পর্য ন্ত১০ বছর অন্তর শ্রেণিভিত্তিক আর্থি ক সেবার অনুপাত

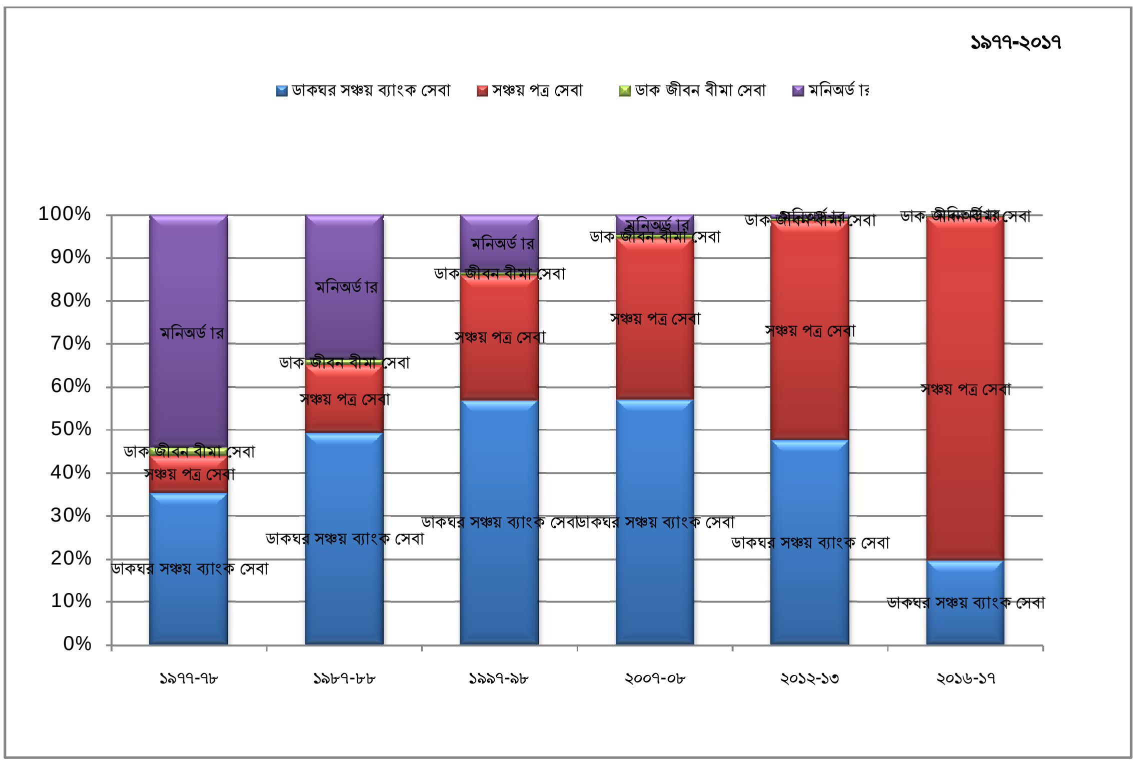

চিত্র -২৩ ; ১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ন্তআর্থি কসেবার ধারা চিত্র

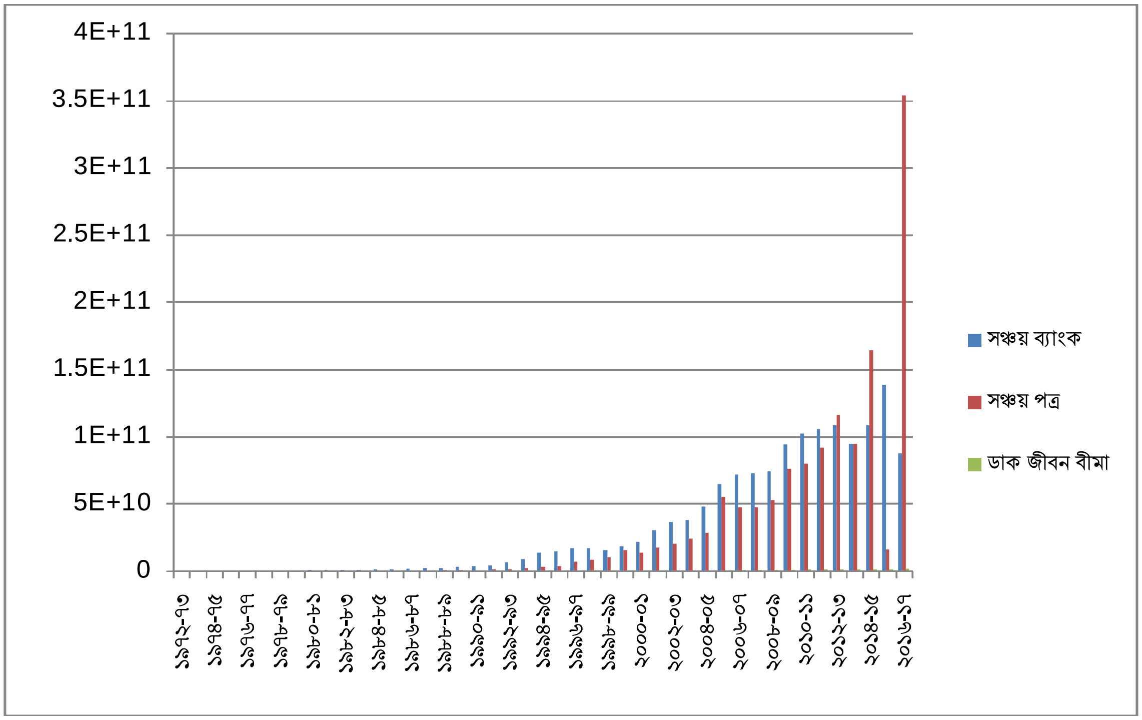

চিত্র -২৫ ; ১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ন্তসঞ্চয় ব্যাংক সেবার ধারা চিত্র

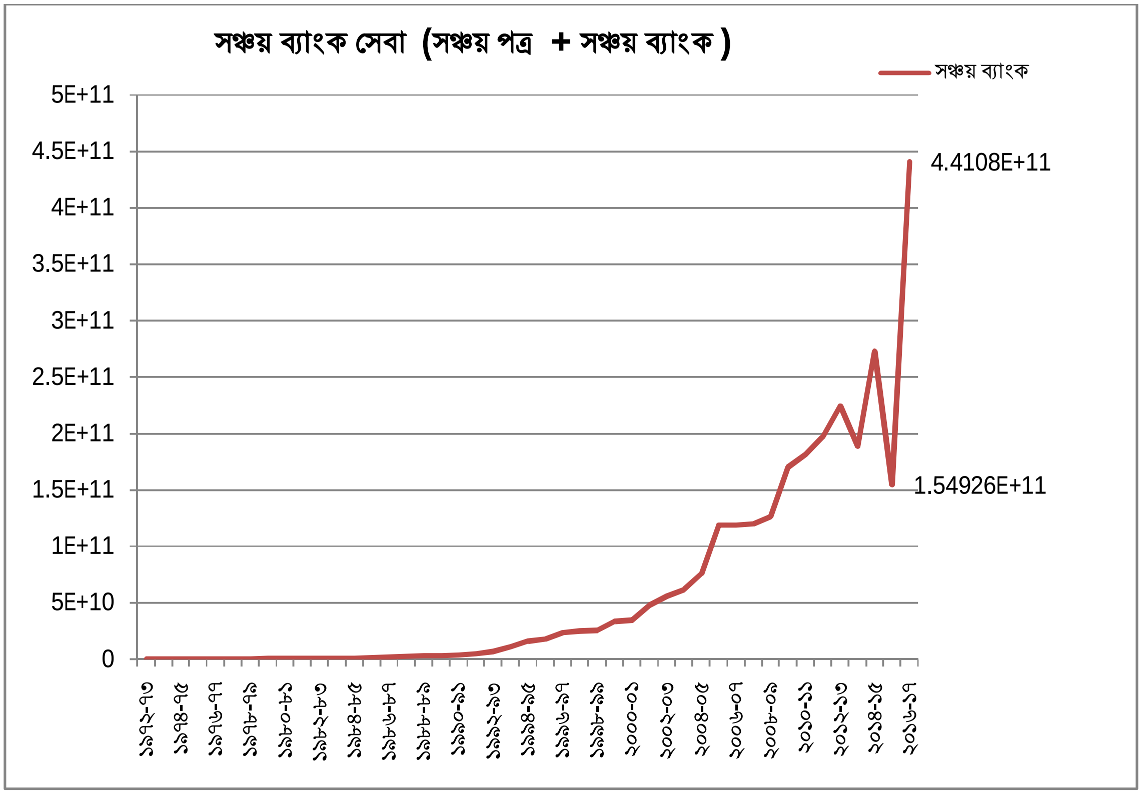

চিত্র -২৬ ; ১৯৭২ সাল হতে অদ্যাবধি পর্য ন্তডাক জীবন বীমা সেবার ধারা চিত্র

গত ৭ বছরের পোস্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্সের অগ্রগতি নিচে তুলে ধরা হলঃ

সাল	bZzb msMÖnxZ cwjwm msL¨v	Pjgvb cwjwm msL¨v	wcwgqvg Av`vq	`vex wb®úwË
২০১০-১১	*17,624*	*2,44,329*	*935900000*	***233100000***
২০১১-১২	*14,075*	*2,43,491*	*919300000*	***357300000***
২০১২-১৩	*8,998*	*2,37,615*	*913700000*	***396200000***
২০১৩-১৪	*6,024*	*2,26,337*	*861700000*	***548900000***
২০১৪-১৫	*5,276*	*2,14,301*	*821900000*	***669200000***
২০১৬-১৭	*5,071*	*2,01,287*	*772900000*	***794300000***
২০১৭-১৮	*6,001*	*1,92,874*	*732000000*	***961200000***

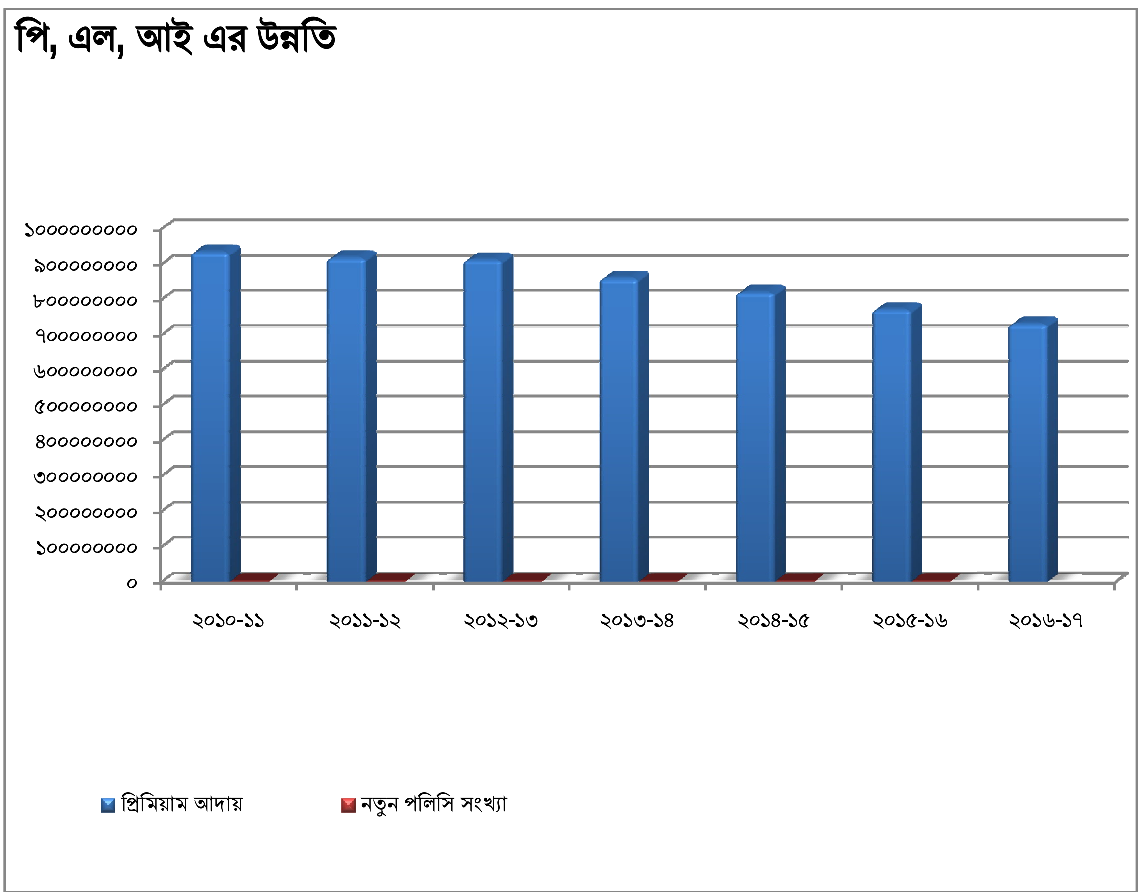

ডাক সেবা প্রদানের পাশাপাশি ডাক বিভাগ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এজেন্সী সেবা হিসেবে আর্থিক সেবা প্রদান করে আসছে। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক, বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় পত্র, ডাক জীবন বীমা, মনি অর্ডার সার্ভিস অন্যতম আর্থিক সেবা হিসেবে পরিগনিত। বিগত২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-২০১৮ অর্থ বছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের মেয়াদী ও সাধারন হিসাবের (জমা-উত্তোলনের) লেনদেনকৃত অর্থের বার্ষিক উচচ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি সঞ্চয় পত্র সেবা এবং ডাক জীবন বীমার ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত সুবিধাজনক মুনাফার হার, ডাক বিভাগ কর্তৃক কোনো প্রকার অপ্রকাশিত চার্জ ব্যতীত সহজতর উপায়ে ফ্রি সেবা প্রদান এবং ডাক জীবন বীমার ক্ষেত্রেও স্বল্প প্রিমিয়াম চার্জ ও অধিক মুনাফা সম্মলিত স্কীমের কারণেই এসব ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে মনি অর্ডারেরক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক। অভ্যন্তরীণ মনি অর্ডারেরক্ষেত্রেও কমিশন কমানোর উদ্যেগ্য গ্রহণ করাসহ এজেন্সি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ মনি অর্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মনি অর্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষে ইতোমধ্যে ৩টি দেশের (কাতার, মালয়েশিয়া ও মরিশাস) সাথে ইউপিইউ এর IFS গাইডলাইন অনুসরণ করে দিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। আরো কয়েকটি দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। Financial Inclusion এর ক্ষেত্রেও এসব আর্থিক সেবা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ২০১৭-১৮ সালে আর্থিক পরিসেবার মধ্যে সঞ্চয়পত্র সেবার মাধ্যমে সর্বাধিক

রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৭৭ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত নিদিষ্ট সময় ভিত্তিক লেখাচিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সঞ্চয় ব্যাংকের পরিসেবা ক্রমন্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। তবে সঞ্চয় পত্র সেবার প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে উক্ত সময়ে ডাক জীবন বীমা ও মনি অর্ডার পরিসেবা প্রবৃদ্ধি অনিয়মিত। এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় পত্রের মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিক মুনাফা উত্তোলনের সুযোগ সহ সুবিধাজনক মুনাফা হারই সঞ্চয় পত্র সেবার ডাক প্রবৃদ্ধির কারণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭২ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সঞ্চয় ব্যাংক, সঞ্চয় পত্র ও ডাক জীবন বীমা প্রতিটি শ্রেণী ভিত্তিক আর্থিক পরিসেবার একক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক।এই ক্ষেত্রেও একক পরিসেবা হিসেবে একইভাবে সঞ্চয় পত্রের প্রবৃদ্ধি সর্বাধিক।১৯৮০ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত ইউপিইউ এর শিল্প উন্নত সদস্য দেশগুলোতে Saving account এ অনেকটা সমহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও এ প্রকৃতির হার অত্যন্ত উচ্চ। ১৯৮০ সালে এ হার শিল্প উন্নত দেশ হতে কম হলেও পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নতি হয়। একই ভাবে Postal Giro এবং Deposit account উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে ১৯৮০ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রায় সমহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও ২০০৪ সালে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। অন্যদিকে শিল্প উন্নত দেশের ক্ষেত্রে ২০০০ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও২০০০ এর পর ক্রমহ্রাসমান হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

৭.৫ ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য সেবা

সারণী- ১২ ;ডাক বিভাগের **ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য** সেবার বিগত ৫ বছরের তথ্য

	ক্রমিক নং	সেবার ধরণ	২০১২ – ২০১৩	২০১৩ – ২০১৪	২০১৪ – ২০১৫	২০১৫ – ২০১৬	২০১৬ – ২০১৮
ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য সেবা			টাকার পরিমান লক্ষ	টাকার পরিমান লক্ষ	টাকার পরিমান লক্ষ	টাকার পরিমান লক্ষ	টাকার পরিমান লক্ষ
	১	ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস (মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস)	২১৬১.৪৯	১০৬১.৬১	৫৪৩.৫৭	২৬১.৫৪	১১৮.২২
	২	পোস্টাল ক্যাশ কার্ড	১৭.৭০	২৭.০২	৭.৪০	৩.৫৮	৪.৩২
	৩	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি অর্ডার	১৮০২	১০৮৭	৯৪৭	৫৫১	২১৬
	৫	পোস্ট-ই-সেন্টার				৩৩৫.১২	১২৫০.৪৮

	ডিজিটালসেবা মোট লেনদেন					
	৬ ৪ রাজস্ব স্ট্যাম্পস মজুদ সরবরাহ বিতরন ব্যবস্থা	১০৯০১০.৬৪	১০৬৪২৬.০৩	১২৩৬২১.১১	১৩৬৪৮৬.৬৪	১৬৬০৪৫.২৬
	অন্যান্য সেবা মোট লেনদেন	১০৯০১০.৬৪	১০৬৪২৬.০৩	১২৩৬২১.১১	১৩৬৪৮৬.৬৪	১৬৬০৪৫.২৬

ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস (মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস)

বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো ডাকঘরগুলোতে ইলেক্ট্রনিক/মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস প্রবর্তন, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২৬ মার্চ, ২০১০ খ্রি: তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার ন্যায় এজেন্সি প্রদানের মাধ্যমে এ সার্ভিসটিকে ব্যাপকভাবে জনসম্পৃক্ত করার উদ্যোগ ডাক বিভাগ গ্রহণ করেছে। মে, ২০১০ হতে এ সার্ভিসটির কার্যক্রম বাণিজ্যিকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭৫০ টি বিভিন্ন শ্রেণীর ডাকঘরে (সকল জেলার প্রধান ডাকঘর, সকল উপজেলা ডাকঘর ও নির্বাচিত কিছু উপ ডাকঘরে) এ সার্ভিসটি চালু রয়েছে। উক্ত সার্ভিসটি ইতোমধ্যে জনসাধারণের নিকট হতে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে, যা সার্ভিসটির সার্বজনীন জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। উল্লেখ্য ২০১১ সালে এ সার্ভিসটি জাতীয়ভাবে E-Finance ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে National Digital Award লাভ করেছে।

কাভারেজ	দেশ জুড়ে ২৭৫০ পোস্ট অফিসে ও লক্ষাধিক এজেন্ট আউটলেটে এ
মূল্য	**সরবনিম্ন কমিশন ১৫ টাকা** **পরবর্তি যেকোনো পরিমান ইস্যু এর জন্য কমিশন – ১.৮৫%** ।
একটি মানি অর্ডার এর সর্বোচ্চ পরিমান	**৫০০০০ টাকা**
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	**জমাকৃত টাকা দেশের যেকোনো পোস্ট অফিস থেকে তোলা যাবে**

সারণী- ১৩ ; অর্থ-বছর ওয়ারী ইএমটিএস এর সাকুল্য হিসাব

বৎসর	ইএমটিএস সম্প্রসারিত অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জিত)	ইএমটিএস ইস্যু সংখ্যা (লক্ষ)	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	ইএমটিএস বিলি সংখ্যা (লক্ষ)	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০০৯-২০১০	৬০৮	০.১৩	৪.৪৫	০.১৩	০৪.৩৫
২০১০-২০১১	১১৪২	১৭.৯৯	৭১১.৯৪	১৭.৯৬	৭১০.৭৫
২০১১-২০১২	৮৭৮	৪৮.৮০	২২৬৪.৬৫	৪৮.৭৬	২২৬৩.৮১
২০১২-২০১৩	২৭৫০	৩৯.০৩	২১৬১.৪৯	৩৯.০৩	২১১৬.১৮
২০১৩-২০১৪	২৭৫০	১২.৮৬৪৮৬	১০৬১.৬১	১২.৮৭৫০২	১০৬২.১৫
২০১৪-২০১৫	২৭৫০	৫.৪৪০৮২	৫৪৩.৫৭	৫.৪৪০৩৭	৫৪৩.৭০
২০১৫-২০১৬	২৭৫০	২.৭১৯৬৮	২৬১.৫৪	২৭০৯৯৪.	২৬১.৭৪
২০১৬-২০১৮	২৭৫০	৫.৮৪১৭১	১১৮.২২	৫.৮১৫৯৬	১১৮.০১

চিত্র -২৮ ; ২০০৯ হতে ২০১৮ পর্য ন্তইএমটিএস ইস্যু ও বিলি বিশ্লেষণ চিত্র ;

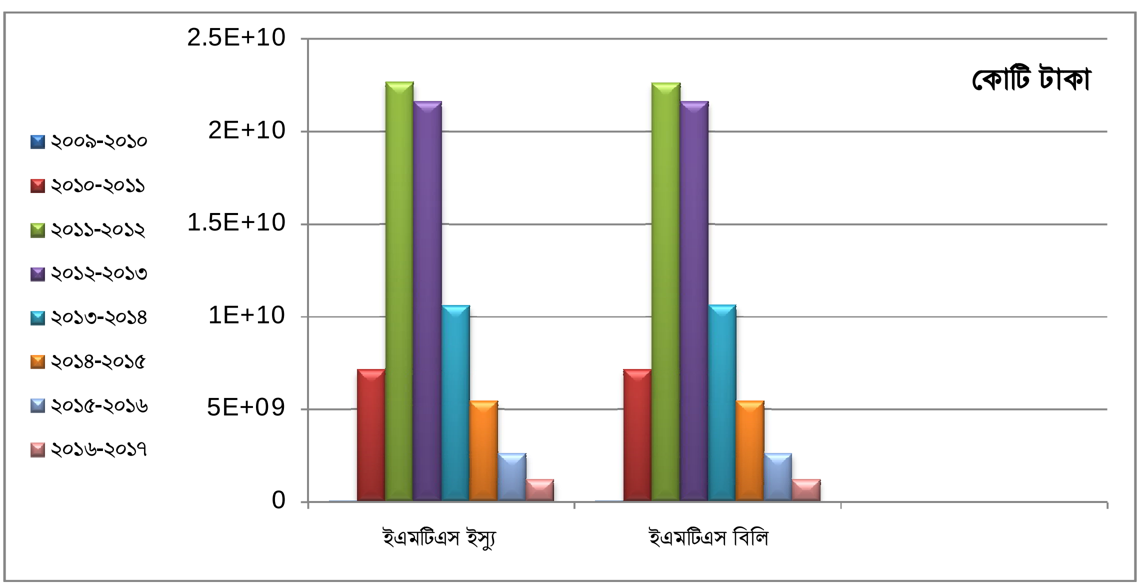

চিত্র -২৯ ; ২০০৯ হতে ২০১৮ পর্য ন্তইএমটিএস ইস্যু এর প্রবৃদ্ধি ধারা

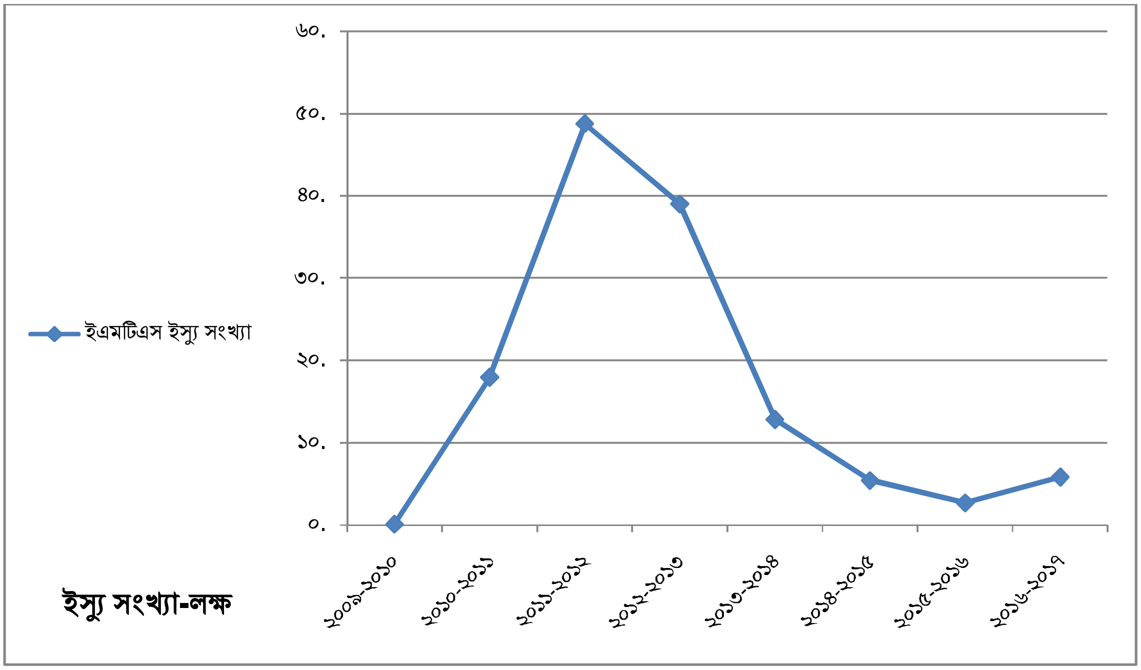

পোস্টাল ক্যাশ কার্ড

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' এর বাস্তবায়নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে ডাক বিভাগ ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড চালু করেছে এবং ১ লা জুলাই ২০১১ থেকে ক্যাশ কার্ডের বানিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ITCL Limited নামক IT Firm এর সহিত যুগ্মভাবে এ সার্ভিস পরিচালনা করছে। পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে দেশব্যাপী সোশ্যাল সেফটি নেটের আওতাভুক্ত প্রায়৩০ লক্ষ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নিকট সরকারের বিভিন্ন সহায়তা/ভাতা পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইহাছাড়া, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কে এটিএম ডেবিট কার্ডের ন্যায় বিভিন্ন শপিং সেন্টার/ডিপার্ট মেন্টাল স্টোরে কেনাকাটার পর বিল পরিশোধ, ইউটিলিটি বিল (যথাঃ গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদি) পরিশোধের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন ভাতা যথা- বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ ভাতা, ছাত্রবৃত্তি, উপবৃত্তি, শিক্ষা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, ত্রাণের টাকা, কৃষি ঋণ, কৃষি ভর্তুকিসহ জনগণকে প্রদেয় সরকারের যাবতীয় আর্থিক সুবিধা পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এই কার্ডের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন, ভাতা, মাসিক পেনশন ইত্যাদিও পরিশোধ করা সম্ভব হবে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ১৪,১২৭টি অতি দরিদ্র পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করছে। এ কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় দশ হাজার ডাকঘরের POS মেশিন, ফিক্সড ও মোবাইল এটিএম বুথের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত নেটওয়ার্কভুক্ত এটিএম বুথের মাধ্যমে টাকা জমা দেয়া, উত্তোলন ও কার্ড থেকে কার্ডে ট্রান্সফারের সুযোগ রয়েছে। উক্ত পদ্ধতিতে টাকা উত্তোলনের বিষয়টি সহজলভ্য হওয়ায় জনগণের মাঝে ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা হ্রাস পাবে অর্থাৎ Geographical Mobility বৃদ্ধি পাবে। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমগ্র অর্থনীতিতে এ কার্ডের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে মধ্যস্বত্বভোগীদের

দৌরাত্মের অবসান হবে, অর্থ আত্মসাতের ঘটনা হ্রাস পাবে লেনদেনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, কালো টাকা সনাক্ত করা সহজ হবে, সরকারের রাজস্বের ভিত্তি যথা: Tax Base বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে ৫২ হাজার ক্যাশ কার্ড বিক্রি হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশের সকল জেলা, উপজেলা সহ ৮৫০০ টি ডাকঘরে এই সেবা চালু রয়েছে।

পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের চার্জের পরিমাণ

যেকোন অংকের অর্থ প্রেরণের জন্য প্রেরণ কৃত অর্থের ১% অথবা ১০ টাকা, এদের মধ্যে যেটি বেশী সেই পরিমাণ চার্জ প্রযোজ্য হবে এবং প্রেরণ চার্জ হবে ৫ টাকা; অর্থাৎ কার্ড থেকে কার্ডে অর্থ পাঠানোর জন্য গ্রাহককে মোট পাঠানো অর্থের ১% অথবা ১০ টাকা যা বেশী তা এবং অতিরিক্ত ৫ টাকা চার্জ প্রযোজ্য হবে। যেমন কোন ব্যক্তি ৮০০ টাকা কার্ড থেকে কার্ডে পাঠালে মোট চার্জ হবে ১০+৫=১৫/- টাকা (এ ক্ষেত্রে ৮০০ টাকার ১% ৮ টাকা যা ১০ টাকার চেয়ে কম)। উল্লেখ্য, এই চার্জ প্রেরণকারীর কার্ড থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্তন হয়ে থাকে।

কাভারেজ	সারা দেশজুড়ে (৮৫০০ পোস্ট অফিস এ)
মূল্য	৪৫ টাকাই কার্ড, প্রতি লেনদেন – ৫ টাকা কার্ড থেকে কার্ড– ১০ টাকা
লেনদেন এর সর্বোচ্চ পরিমান	সর্বোচ্চ পরিমান৫০০,০০০ (জমা – ২ লক্ষ্য করে দিনে ২ বার, ওঠানো – ১ লক্ষ্য করে দিনে ২ বার)
বিশেষ বৈশিষ্ট্য	এটিএম বুথ থেকে উত্তলন
প্রয়োজনীয় দলিল	ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র

চিত্র -৩০ ; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবায় মোট আয়ে বিভিন্ন অংশের শ্রেণিভিত্তিক অনুপাত

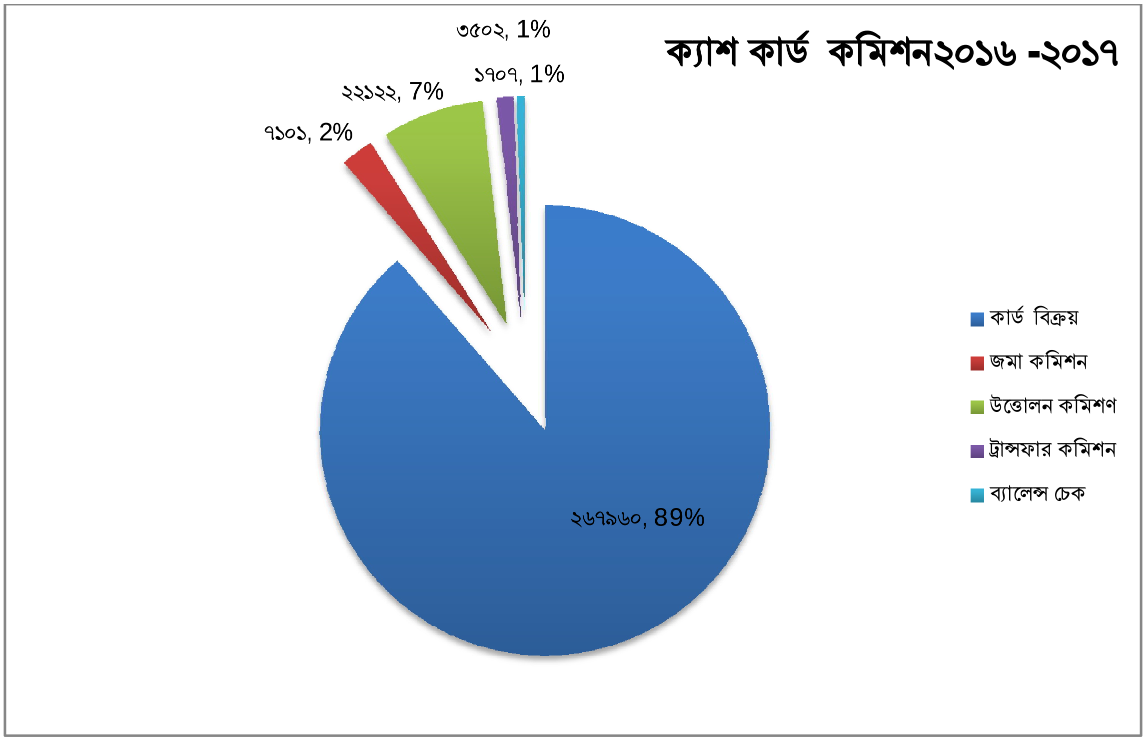

সারণী- ১৪ ; অর্থ-বছর ওয়ারী বিগত ৫ বছরের পোস্টাল ক্যাশ কার্ডে রকমিশন

সাল	মোট কমিশন (বাংলাদেশি টাকা লাখ এ)
২০১১-১২	১৭.৭০
২০১২-১৩	২৭.০২
২০১৩-১৪	৭.৪০
২০১৪-১৫	৩.৫৮
২০১৬-১৭	৪.৩২
২০১৭-১৮	৩.০৩

চিত্র -৩১ ; ২০১১ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কমিশন এর প্রবৃদ্ধি ধারা

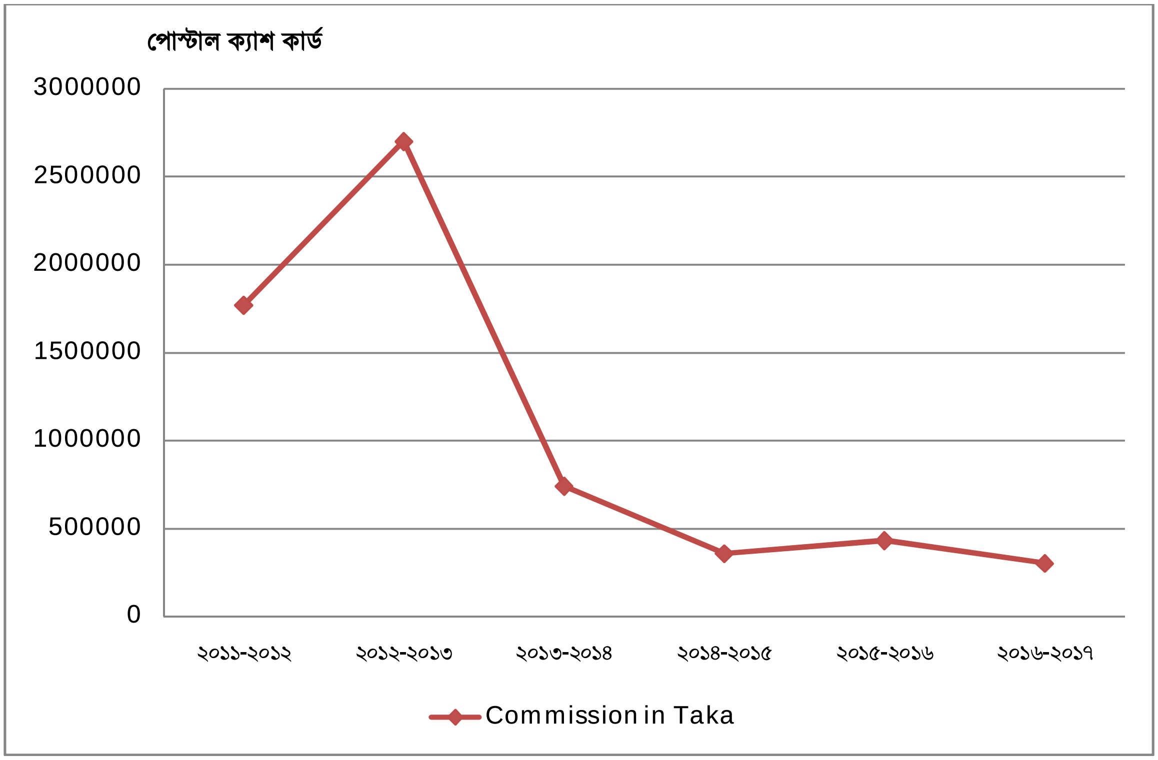

পোস্ট-ই-সেন্টার

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)ঃ রূপকল্প ২০২১ বাসত্মবে রূপায়ন''-এ ডাক সেবা উন্নয়ন অংশে বিধৃত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে সঙ্গতি বিধান, দেশের সকল ডাকঘরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান, স্বল্প-সুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিসত্মার, উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে শহর ও গ্রামের মধ্যকার অসংগতি দূরীকরণে ডাক বিভাগ পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত এবং মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৮ । পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি প্রকল্পে ৫৪০ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় পূর্ব কমোট ৮৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপামত্মরিত করা হয়েছে এবং পোস্ট ই-সেন্টার হতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে।

পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-কর্ম সংস্থান ও মহিলাদের আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি ই-সেন্টারে একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। পোস্ট ই-সেন্টার হতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বয়সীরা কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষন গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

পোস্ট ই-সেন্টারে প্রদত্ত সেবাসমূহ

* কম্পিউটার কম্পোজ * প্রিন্টিং * স্ক্যানিং * ছবি প্রিন্ট * ই-মেইল * ইন্টারনেট ব্রাউজিং* আর্থি ক সেবা * ই-কমার্স * বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সি ং * কম্পিউটার প্রশিক্ষণ * এজেন্ট ব্যাংকিং	* ইন্টারনেটের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও পরীক্ষার ফলাফল * সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতা প্রদান * দেশে-বিদেশে ভিডিও কনফারেন্স
পোস্ট ই-সেন্টারে সরবরাহকৃত উপকরণ	
ল্যাপটপ-৩টি, কম্পিউটার-২টি, প্রিন্টার-১টি, স্ক্যানার-১টি, ফটো প্রিন্টার-১টি, পিওএস মেশিন-২টি, ফিংগার ভেইন মেশিন-১টি, ইন্টারনেট মডেম-১টি, ওয়েবক্যাম-১টি	ফার্নি চা- ১টি কম্পিউটার টেবিল, ১টি কম্পিউটার চেয়ার এবং ২টি ভিজিটরস চেয়ার

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্ম াণে পোস্ট ইসেন্টারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য	
* কম্পিটারের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	* আউটসোর্সি ং এর মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
* ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান।	* ই-কমার্সে র সেবা প্রদান
* প্রামিন্থক জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতা প্রদান	* বীমা পলিসি বিক্রয় এবং প্রিমিয়াম আহরণ ও বিতরণ
* ই-বিজনেস এর সম্প্রসারণ।	* টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান।
* কৃষি তথ্য সেবা, বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেবা প্রদান।	* অন্যান্য ই-সেবা প্রদান।

সারণী- ১৫ ;পোস্ট ই-সেন্টারের জেলা ভিত্তিক সংখ্যা

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ই-সেন্টারের সংখ্যা	ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ই-সেন্টারের সংখ্যা
১.	ঢাকা বিভাগ	৪০৮	১৩.	রাজশাহী বিভাগ	৪৬১
২.	টাঙ্গাইল বিভাগ	২১২	১৪.	পাবনা বিভাগ	৪০৯
৩.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৪৮৯	১৫.	বগুড়া বিভাগ	৩৯৯
৪.	জামালপুর বিভাগ	২৫৯	১৬.	রংপুর বিভাগ	৪০১
৫.	কিশোরগঞ্জ বিভাগ	২০৯	১৭.	দিনাজপুর বিভাগ	৪০১
৬.	চট্টগ্রাম বিভাগ	২৫৮	১৮.	খুলনা বিভাগ	৬০০
৭.	কুমিল্লা বিভাগ	৭৮২	১৯.	বরিশাল বিভাগ	৫৮৩
৮.	নোয়াখালী বিভাগ	৩৮৬	২০.	পটুয়াখালী বিভাগ	৩৬৩
৯.	হবিগঞ্জ বিভাগ	২০৮	২১.	ফরিদপুর বিভাগ	৪৭৩
১০.	সিলেট বিভাগ	২১৭	২২.	কুষ্টিয়া বিভাগ	২৭৯
১১.	রাঙ্গামাটি বিভাগ	৯৪	২৩.	যশোর বিভাগ	৪৬২
১২.	বান্দরবান বিভাগ	১৪৭	মোট		৮,৫০০

চিত্র -৩২ ; পোস্ট ই-সেন্টারের জেলা ভিত্তিক সংখ্যাচিত্র

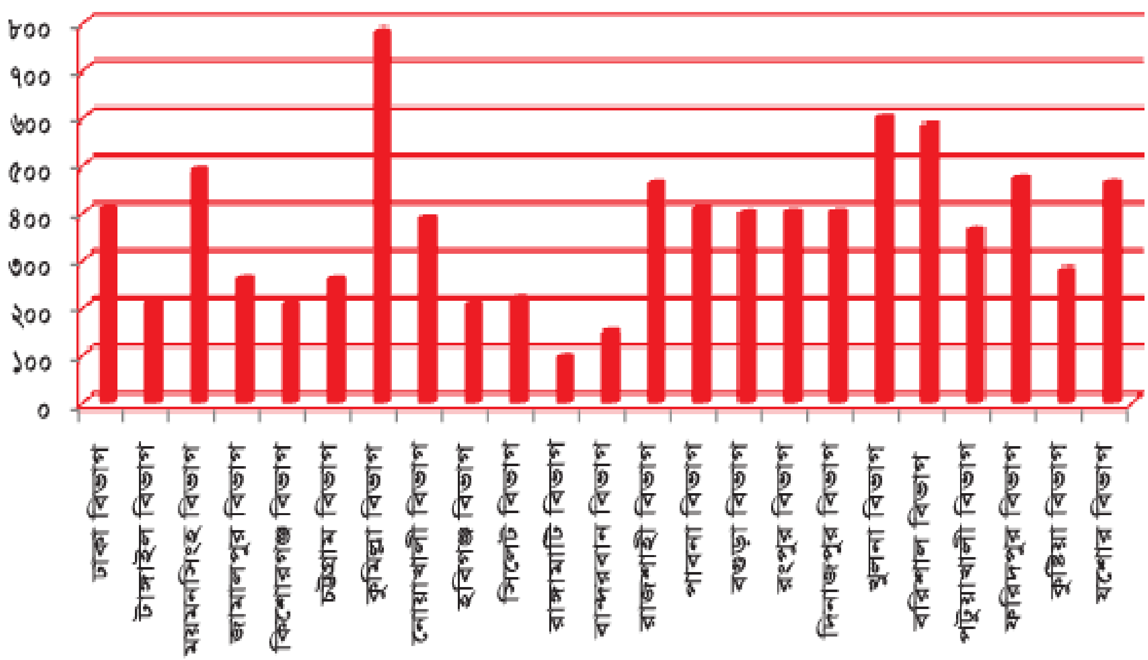

পোস্ট ই-সেন্টার পরিচালনা পদ্ধতি

প্রতিটি পোস্ট ই-সেন্টার ১ জন পুরুষ ও ১ জন নারী উদ্যোক্তার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উদ্যোক্তাগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি পাশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন। ডাক বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় উদ্যমী ও কর্মঠ উদ্যোক্তাদের নিয়োগ করে থাকেন। উদ্যোক্তা নির্বাচনে গ্রামীণ ডাকঘরের পোস্টমাস্টার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। প্রতিবন্ধী ও নারীকে উদ্যোক্তা নির্বাচনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

পোস্ট ই-সেন্টারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- পোস্ট ই-সেন্টার থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১৯৭৬৬ জন বিভিন্ন বয়সী প্রশিক্ষণার্থী কম্পিউটারের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে; পোস্ট ই-সেন্টার হতে ১৫ দিন হতে ৬ মাস মেয়াদি বিভিন্ন কোর্স চালু আছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পোস্টাল একাডেমী রাজশাহী হতে সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- ৫৫০০টি পোস্ট ই-সেন্টারে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস এবং পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়এর প্রকল্পের মাধ্যমে ৯,৯৮৭ জন অতিদরিদ্রদের মাঝে ৮,১১,৫৪,০০০ টাকা ভাতা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- জাতিসংঘের এর অর্থায়নে বন বিভাগের ২,২৫৩ জন সুবিধাভোগিকে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ৪,২০,৯৬,৯৭৫ টাকা ভাতা প্রদান চালু রয়েছে।
- ইউএনডিপি'র অর্থায়নে প্রকল্পের মাধ্যমে ২১৬ জনকে সর্ব মোট ৪০,৩৪,৮৮০ টাকা পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৪,৮৭৩ জন বয়স্ক-প্রতিবন্ধী-বিধবাদের মাঝে ১১,৭৮,২০,৮০০ টাকা ভাতা পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ চলমান রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষ হতদরিদ্র গর্ভবতী ও সদ্যোজাত শিশু সমত্মানের মায়েদের মাঝে ২,১০০ কোটি টাকা ভাতা প্রদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে।
- জার্মান রেডক্রস-এর অর্থায়নে ১,৭২২ জন দরিদ্র বন্যাদুর্গত ব্যক্তিদেরকে ২,৩১,৬৩,৩১৩ টাকা ভাতা পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র -৩৩ ; পোস্ট ই-সেন্টার হতে আয়ের ও ডাক বিভাগের কমিশন এর মাস ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

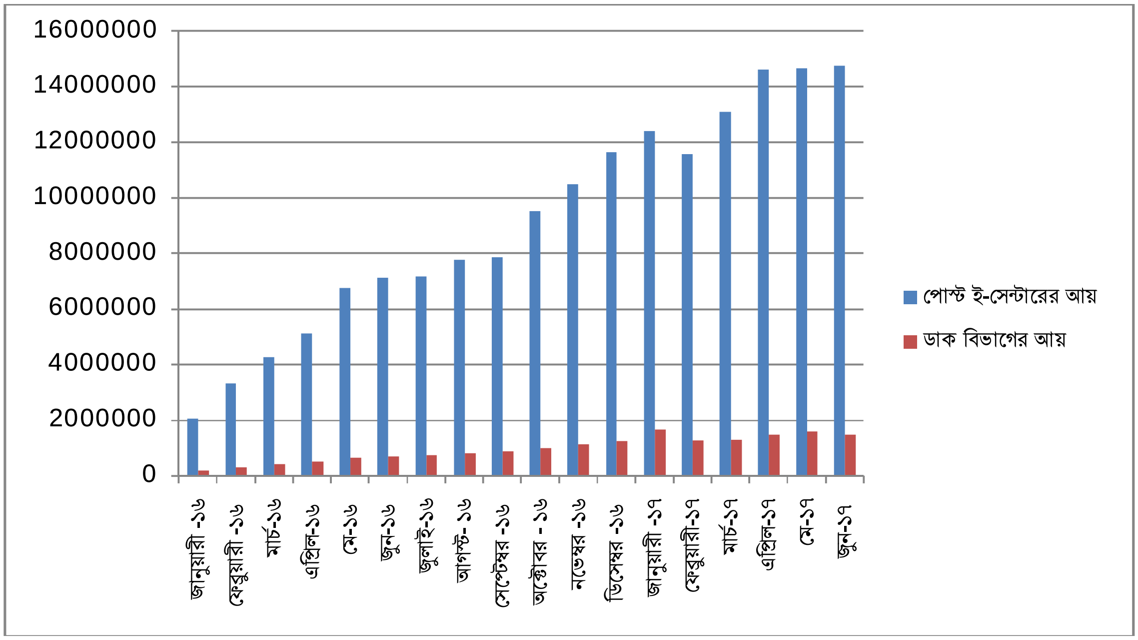

ই-কর্মাস

২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পাইলটিং ভিত্তিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২০টি ডাকঘরে ই-কমার্স সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই সেবাটি শুধুমাত্র ঢাকা শহরে শুরু করা হলেও অচিরেই তা দেশের ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। সে লক্ষ্যে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ইলেকট্রিনক ডিভাইস সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ই-কমার্স চালু করার জন্য www.dakbazar.com ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে যা বর্তমানে পরিক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পেজের সাথে সংযোগ প্রদানের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংযোগ প্রদানের পর সার্বিকভাবে বাণিজ্যিকীকরণ করা হবে।এছাড়াও ই-কমার্স সেবাকে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের সাথে সংযোজনের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইলেকট্রিনক পেমেন্ট গেটওয়ে মাস্টারকার্ড এবং ই-কমার্স জায়ান্ট আমাজন ও আলীবাবা ডট কম এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সরকারি স্ট্যাম্পস মজুদ সরবরাহ বিতরন ব্যবস্থা

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সরকারী রাজস্ব, কর,লেভি, চার্জ ও বিভিন্ন আরোপিত কর সংগ্রহের জন্য উপকরণ হিসেবে স্ট্যাম্প সরবরাহের কাজে নিয়োজিত। দেশের সব ধরনের স্ট্যাম্প এর সরবরাহ ডাক বিভাগের মাধ্যমে ঘটে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ নিরলসভাবে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাম্প এর চাহিদার পরিমান নিরূপণ করছে এবং চাহিদা অনুযায়ী স্ট্যাম্পপ্রিন্ট করে সারা দেশে ৬৪টি জেলা ট্রেজারিতে বিতরন করছে। বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাম্প সরবরাহে সু-শৃঙ্খল প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যান্তরীন সম্পদ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত ট্যাক্স বা জরিমানা আদায়ের জন্য এসব স্ট্যাম্প রাজস্ব সংগ্রহে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ রাজস্ব সংগ্রহের নেটওয়ার্ক হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

সারণী- ১৬ ; বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত সকল প্রকার স্ট্যাম্প

পোস্টাল	**নন পোস্টাল**	
• সার্ভি স স্ট্যাম্প **Denomination (05p to 20 tk)** • পাবলিক স্ট্যাম্প **Denomination (05p to 20 tk)** • স্মারক স্ট্যাম্প **Denomination (different type)** • পোস্টাল খাম • পোস্ট কার্ড	**জাতীয় রাজস্ব বোর্ড** রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যান্ডরোল (বিড়ি তে ব্যবহ্রিত)	**অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ** নন জুডিসিয়াল, জুডিসিয়াল, সকল আবগারী স্ট্যাম্প, অন্যান্য স্ট্যাম্প
অন্যান্য স্ট্যাম্প	**জুডিশিয়াল**	**নন জুডিশিয়াল**
• বীমা (ইন্সুরেন্স) স্ট্যাম্প **Denomination (01 to 100)** • বীমা ফি স্ট্যাম্প **Denomination (01 to 200)** • ইঞ্জিন চালিত বাহনের জরিমানা **Denomination (10 to 100)** • ফরেন বিল স্ট্যাম্প **Denomination (05 to 100)** • এক্সসাইজ ডিউটি স্ট্যাম্প • শেয়ার হস্তান্তর স্ট্যাম্প **Denomination (50 to 100)**	• আঠাল কোর্ট-ফি স্ট্যাম্প **Denomination (01 to 20)** • ইম্প্রেসড কোর্ট ফি স্ট্যাম্প **denomination (25 to 5000)** • নোটারি স্ট্যাম্প **denomination (20 to 100)** • কপি স্ট্যাম্প এবং সাধারণ	• সকল ধরনের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প **Denomination (05, 10, 20,25, 30, 40,50, 75, 100** • বিশেষ আঠাল স্ট্যাম্প **Denomination (01-1000)**

সারা দেশে নন পোস্টাল স্ট্যাম্প বিতরণ ও সরবরাহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রিন্টিং, বিতরণ ও অন্যান্য খরচ বাবদ কমিশন গ্রহন করা হয়েছ যার বিগত ৫ বছরের হিসাব নিচে দেওয়া হলঃ

সারণী- ১৭ ; বাৎসরিক নন পোস্টাল স্ট্যাম্প সরবরাহ ও কমিশন

অর্থ বছর	সর্ব মোট সাপ্লাই পরিমা (টাকা) সংগ্রহকৃত রেভিনিউ	আয়কৃত কমিশন (টাকা)
২০০৯-১০	৭২৩২৮৯০০০০	২১৫৯৮৬৭০০
২০১০-১১	৮১২১৪৬৫০০০	২৪৩৬৪৩৯৫০
২০১১-১২	৭২৩৩৮৫৩৫০০	২১৭০১৫৬০৫
২০১২-১৩	১০৯০১০৬৪০০০	৩২৭০৩১৯২০
২০১৩-১৪	১০৬৪২৬০৩৪০০	৩১৯২৭৮১০২
২০১৪-১৫	১২৩৬২১১০৯০০	৩৭০৮৬৩৩২৭
২০১৬-১৭	১৩৬৪৮৬৬৪০০০	৪০৯৪৫৯৯২০
২০১৭-১৮	১৬৬০৪৫২৬১০০	৪৯৮১৩৫৭৮৩

চিত্র -৩৪ ; স্ট্যাম্প সরবরাহ প্রবৃদ্ধি চিত্র

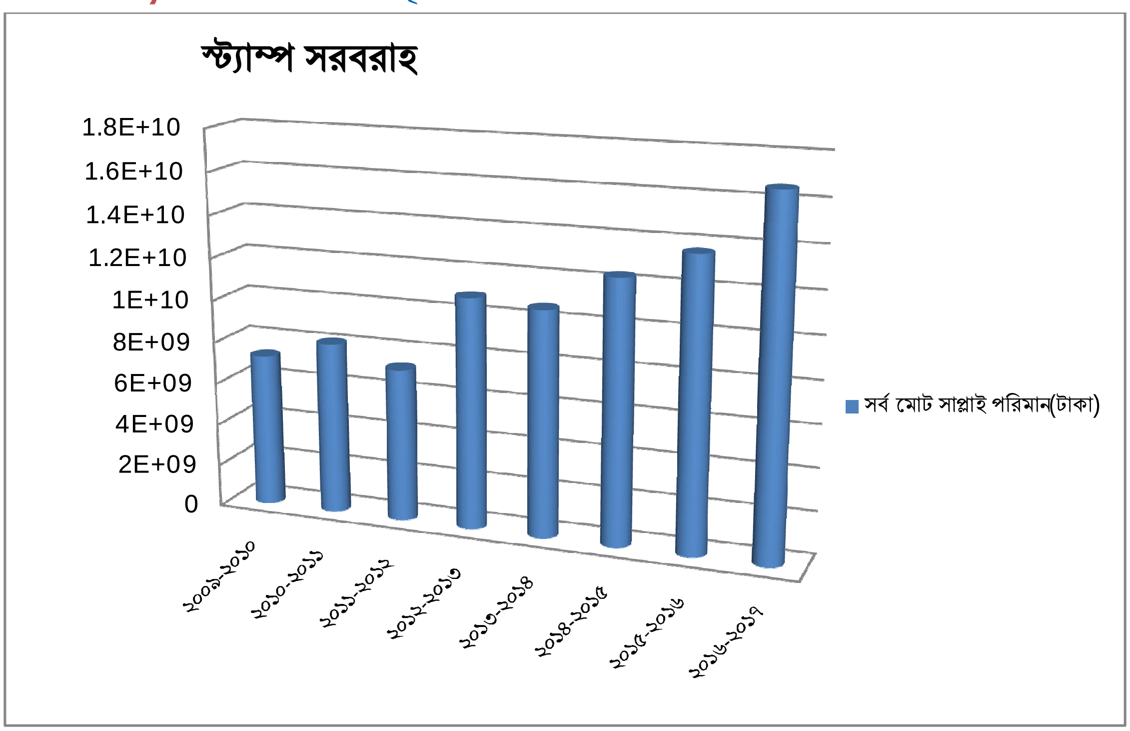

চিত্র -৩৫ ; স্ট্যাম্প সরবরাহ হতে প্রাপ্ত কমিশন এর প্রবৃদ্ধি ধারা

উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর ইলেকট্রনিক ডাক সেবা

প্রযুক্তির প্রভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল বাজার ব্যবস্থায় সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ডাক প্রশাসন নুতন নুতন প্রযুক্তি নির্ভর ডাক সেবার প্রবর্তন ঘটিয়ে সেবার বাজারে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা চলছে। এই লক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ডাক প্রশাসন বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডাক সেবার উদ্বাবন করে। কোনো কোনো ইলেকট্রনিক সেবা প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন দেশের ডাক প্রশাসন কম বেশি ইলেকট্রিক ডাক সেবাগুলোর বাস্তবায়ন করেছে।

মূল ৪টি ক্যাটাগরী-

- E post and e-government
- E-commerce
- Digital Financial and Payment Service
- Support Services

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ মূল ৪টি ক্যাটাগরী অল্প কিছু ই-ডাক সেবার আংশিক বাস্তবায়ন করেছে। নিম্নের ছকে তা প্রদর্শিত হল। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অন্যান্য ই-ডাক সেবাসমুহ বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে যা সম্ভাবনাময় বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

সারণী- ১৮ ইলেকট্রনিক ডাক সেবাসমুহ ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কতৃক গৃহীত ই- ডাক সেবা

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কতৃক বাস্তবায়িত ডিজিটাল ডাক সেবাসমুহ লাল বর্ণে চিহ্নিত	
	ডিজিটাল ডাক সেবাসমুহ
E-Post and e-government Through Post E Center	Postal electronic mailbox
	E-health services
	E-administration
E-Commerce	Integration of postal web services with e-merchants' sites
Digital Financial and Payment Services	Online account management
	Electronic remittances
	Payment solutions
	Online bill payment
	Escrow services for e-commerce
Support Services	Public Internet access point in post offices
	Online information on services and tariffs
	Track and trace

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০১০ সাল হতে ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে ডাক বিভাগ ইএমটিএস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন মানি ট্রান্সফার সেবা, পোস্ট ই-সেন্টার শীর্ষক ইত্যাদি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পরিসেবা চালু করেছে। এসব সেবা গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনসহ শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। জনগন দোরগোড়ায় ডিজিটাল ডাক সেবা পেয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা ভোগ করতে পারছে। ২০১০ সালে প্রবর্তন করার পর ইএমটিএস এর সংখ্যা ২০১২-২০১৩ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নিত হলে পরবর্তীতে তা নিম্নমুখী হয়। এক্ষেত্রেও বাজারে তীব্র প্রতিযোগীতাই অনেকাংশে দায়ী। অন্যদিকে Banking for unbankded People এ ব্রতকে ধারণ করে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড চালু করা হয়। উক্ত ক্যাশ কার্ড বর্তমানে ইউপিইউ এর ঘোষিত লক্ষ অনুযায়ী Cashless Society সৃষ্টিতে অভূতপূর্ব অবদান রাখছে।২০১৭-১৮ সালে ক্যাশ কার্ড হতে অর্জিত আয়ের সিংহভাগ (৮৯%) অর্জিত হয় কার্ড বিক্রয় হতে। এর সাথে জমা কমিশন, উত্তোলন কমিশন, ট্রান্সফার কমিশন ও ব্যালেন্স চেক হতেও রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।

সম্প্রতি ডিজিটাল সেবা হিসেবে পোস্ট ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ৮,৫০০ পোস্ট ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে। প্রতিটি ই-সেন্টার ল্যাপটপ-৩টি, কম্পিউটার-২টি, প্রিন্টার-১টি, স্ক্যানার-১টি, ফটো প্রিন্টার-১টি, পিওএস মেশিন-২টি, ফিংগার ভেইন মেশিন-১টি, ইন্টারনেট মডেম-১টি, ওয়েবক্যাম-১টি সরবরাহ করা হয়েছে। এসব ই ডিভাইসের মাধ্যমে এস মধ্যে কম্পিউটার কম্পোজ * প্রিন্টিং * স্ক্যানিং * ছবি প্রিন্ট ,ই-মেইল * ইন্টারনেট ব্রাউজিং* আর্থিক সেবা, ই-কমার্স * বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ * এজেন্ট ব্যাংকিং, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও পরীক্ষার ফলাফল ,সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতা প্রদান, দেশে-বিদেশে ভিডিও কনফারেন্স ইত্যাদি পরিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে ডাক বিভাগের অর্জিত হতে অধিক হারে রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। পাশাপাশি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পস সরবরাহ হতে প্রাপ্ত কমিশন বাবদ ২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত অর্জিত রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক।

আন্তর্জাতিক পরিসেবা পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০০১ হতে ২০১১ পর্যন্ত লেটার পোস্ট হতে সর্বাধিক রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। এর পরই রয়েছে পোস্টাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের অবস্থান। তবে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্বে ই-সার্ভিসের বাজার প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত এবং পরির্তনশীল ও উদ্ভাবনী পণ্যের ক্রমাগত বাজারে প্রবেশ এখনো এই খাতে উচ্চমুখী আয় প্রবৃদ্ধি না আনলেও তা সকল ডাক প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনে প্রকৃত মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা রাখছে । প্রযুক্তগত পরির্তনশীল প্রভাবে পুরাতন সেবা সমুহ অচল হয়ে যাওয়ায় বিশ্ব পরিক্রমায় ই-সার্ভিসের Potentiality এখনও সর্বাধিক বলে প্রতিয়মান হয়।

অর্থ নৈতিকচিত্র

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

সারণী- ১৯; ১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৬ - ১৭ পর্য ন্তুলনামূলক অর্থ নৈতিক চিত্রঃ

বছর	সর্ব মোট রাজস্ব (কোটিতে)	সর্ব মোট ব্যয় (কোটিতে)
১৯৭১ - ৭২	১.১১২	২.৭১
১৯৭২ - ৭৩	২.৭৮৫	৫.৯২
১৯৭৩ - ৭৪	২.৯৮	৬.৯৭
১৯৭৪ - ৭৫	৫.৬৯	৯.০২
১৯৭৫ - ৭৬	৫.৮৭	৯.৯৭
১৯৭৬ - ৭৭	৬.৯৬	১২.৭৬
১৯৭৭ – ৭৮	৭.৮৮	১৪.৬৬
১৯৭৮ - ৭৯	৯.৭৫	১৬.০২
১৯৭৯ - ৮০	১১.৭	১৭.১৫
১৯৮০ – ৮১	১৪.৫৩	২০.৫৩
১৯৮১ - ৮২	১৫.৪৯	২২.৫৩
১৯৮২ - ৮৩	১৫.০৪	২৮.২৭
১৯৮৩ - ৮৪	১১.৫২	৩৫.৭৫
১৯৮৪ - ৮৫	২৩.৫৫	৪০.৯৬
১৯৮৫ - ৮৬	৩৮.৭	৫৯.০৬
১৯৮৬ - ৮৭	৩৪.৮২	৬০.৪
১৯৮৭ - ৮৮	৪৬.৫৬	৭০.২৪
১৯৮৮ - ৮৯	৪৪.৯৬	৭৬.৭৫
১৯৮৯ - ৯০	৫৯.৩৪	৮৫.১৮
১৯৯০ - ৯১	৫৫.২	৮৪.৬
১৯৯১ - ৯২	৬৫.০৭	৯৫.২৬
১৯৯২ - ৯৩	৭৩.৪৪	১১০.০১
১৯৯৩ - ৯৪	১০১.১১	১২৮.৭

বছর	সর্ব মোট রাজস্ব আ (কোটিতে)	সর্ব মোট ব্য (কোটিতে)
১৯৯৪ - ৯৫	৫৯.৩৫	১৩৫.৬৮
১৯৯৫ - ৯৬	১০৭.৮৫	১৪৪.১১
১৯৯৬ - ৯৭	১১৩.৩৪	১৪৬.৫৫
১৯৯৭ - ৯৮	১১১.৫	১৬৬.৮২
১৯৯৮ - ৯৯	১০৭.৮৯	১৭৯.৩১
১৯৯৯ - ২০০০	১১৬.০৯	১৯৪.১৫
২০০০ - ২০০১	১১৯.৭২	১৯৬.৪৭
২০০১ - ২০০২	১২৫.৬৮	২০৭.৬২
২০০২ - ২০০৩	১২৬.১৫	২১৩.৬৭
২০০৩ - ২০০৪	১০৬.৯	২৩২.৬৯
২০০৪ - ২০০৫	১২৬.৯৬	২৩১.১৫
২০০৫ - ২০০৬	১১৯.২৪	২৬২.০৮
২০০৬ - ২০০৭	১২৩.৮৮	২৫৪.০৪
২০০৭ - ২০০৮	১৪৩.২৮	৩০৯.৪৭
২০০৮ - ২০০৯	১৭১.৫৩	৩১৪.১৫
২০০৯ - ২০১০	২৩৬.৪২	৩৩০.৮৫
২০১০ - ২০১১	২১৭.২০	৩৯১.০৬
২০১১ - ২০১২	২২০.৭৭	৪২১.৪৬
২০১২ - ২০১৩	২৪১.২৬	৪১৮.৩৯
২০১৩ - ২০১৪	২১৯.১৩	৪৪৮.৪৬
২০১৪ - ২০১৫	২৫৩.১৭	৪৮৭.৭২
২০১৫ - ২০১৬	৩০১.১৮	৬৬৫.৪৭
২০১৬ - ২০১৮	৩৭৪.২২৮	৮৩৬.৬০

চিত্র -৪০; ১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৬ - ১৭ পর্য ন্তরাজস্ব আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি

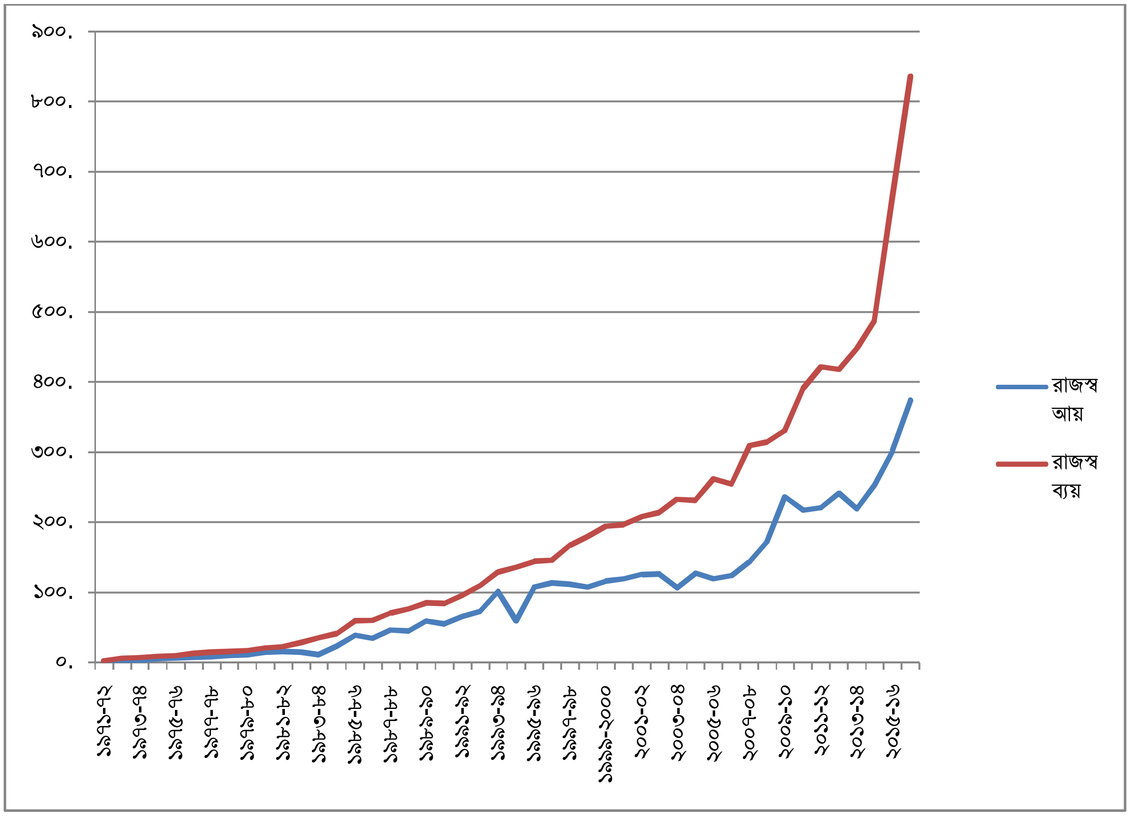

চিত্র -৪১ ; ১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৬ - ১৭ পর্য ন্তরাজস্ব আয় বৃদ্ধির ধারা

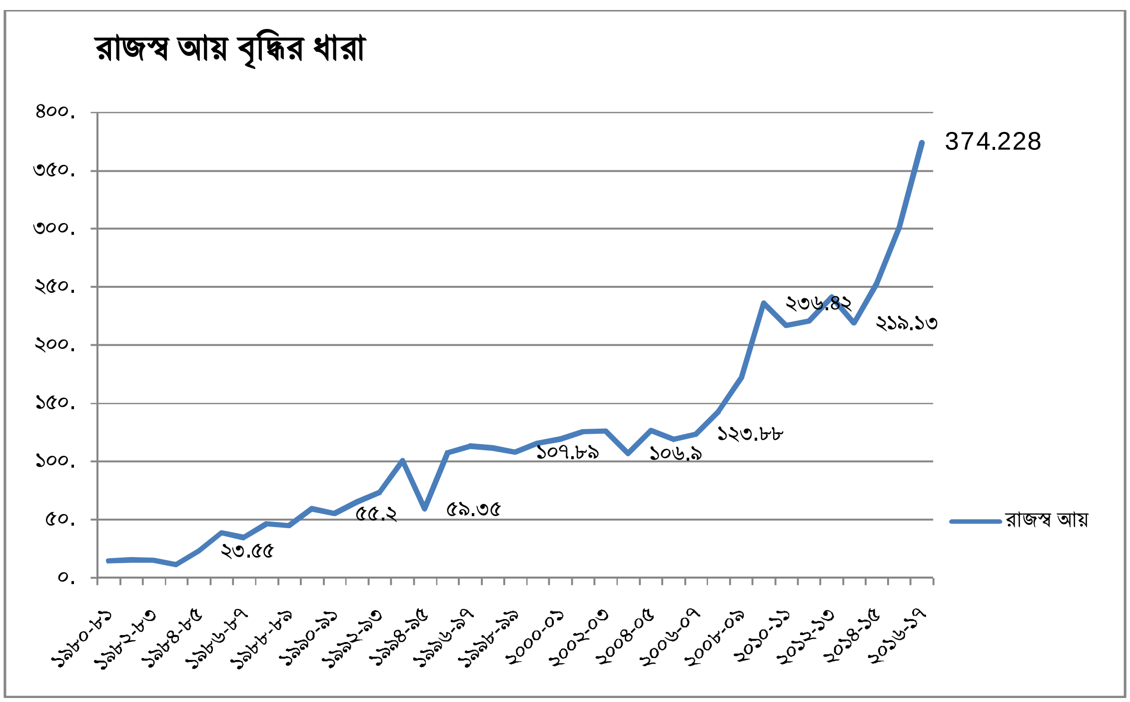

চিত্র -৪৩ ; ১৯৭১ - ৭২ হতে ২০১৬ - ১৭ পর্য ন্তরাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ধারা

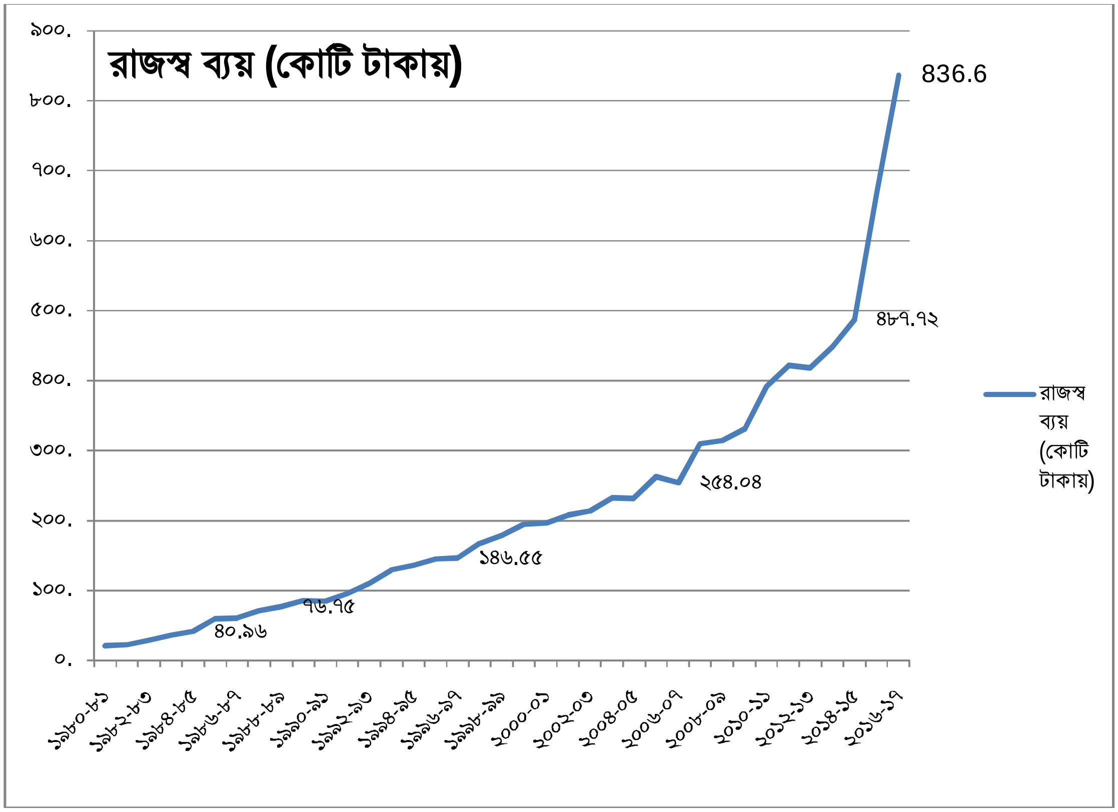

স্বাধীনতা উত্তর সময় হতে বর্তমান ২০১৮ খ্রিঃ পর্য ন্ত বাংলাদেশ ডাক বিভাগের রাজস্ব আয় ও ব্যয় পর্য ালোচনায় উভয় অংশের ক্রম উর্ধ্বমুখী ধারা পাওয়া গেলেও আয় ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার রয়েছে বিস্তর পার্থ ক্য। ব্যয়ের উর্ধ্বমুখীতা তথা প্রবৃদ্ধি আয় প্রবৃদ্ধির দ্বিগুণ হওয়ায় ক্রমাগত আয় ব্যয়ের পার্থ ক্য বেড়ে যাচ্ছেএবং ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত প্রভাবজনিত কারণে ক্রমাগত ডাক সেবা বাণিজ্যের রাজস্ব প্রবৃদ্ধি সারা পৃথিবীতে মন্দা অবস্থা বিরাজ করলেও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতার বৈশ্বিক ধারা উর্ধ্বমুখী নয়। সারা বিশ্বে ২০০২ সাল পর্য ন্ত ক্রমউর্ধ্বমুখী ব্যয়ের ধারা পরবর্তীতে স্থিতিশীল ক্রম নিম্নমুখী ধারায় অবনিত হয়েছে। বৈশ্বিক ব্যয়ের নিম্নমুখী ধারা মূলতঃ পরিবর্তিত বিশ্ব ডাক বাজারের আয় ব্যয়ের পার্থ ক্যকে স্থিতিশীল ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। মূলত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বাজারে নিত্য নুতন ইলেকট্রনিক ডাক সেবা অতরকির্তে চোখে পড়ার মতন ভূমিকা না রাখলেও তা প্রচলিত ডাক সেবার পরিচালন ব্যয় কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। যার ফলে আয় ব্যয়ের পার্থ ক্যটুকু সহনশীল পর্য ায়ে থাকছে।

রাজস্ব আয় পর্য ালোচনা

সারণী- ২০ ; বিগত ০৭ বছরের খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়ের তথ্য

কোটিতে পরিমান (বাংলাদেশী টাকায়)

শ্রেণী	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১০-১১
সাধারণ ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়	২২.৭২	২০.০৮	২০.৬৬	১৮.৯৬	২১.৭৬	২১.১২	২০.৪১
সার্ভি স ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়	৭.০৫	৭.০৩	৭.১৪	৭.৯৪	৭.৬৩	৭.৭১	৭.৩
ডাকমাশুল নগদ আদায়	২৩.২	২৫.৪৭	২৮.৫৫	২৬.৫৮	৮১.২৪	৩৭.১৬	৩৫.২৪
এম, ও এবং পি,ও কমিশন	৩.৩৮	৫.৪৫	৮.৪২	১৫.০২	৩০.৫৩	৩৫.২২	১৭.৯৩
পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কমিশন	০.০০৮	০.০১	.০১	.০২	.০১		
অন্যান্য ডাক প্রশাসন থেকে প্রাপ্তি	৬.০১	৪.৯১	৫.৫৮	৮.৪৭	৯.২৩	৪.২৩	১৪.৩৭
এজেন্সি সার্ভি স থেকে প্রাপ্ত কমিশন	২৯৫.০৪	২২১.৩৮	১৭৫.৫১	১৩৫.২৪	১৩৪.৭২	১১১.২৯	১১৬.৯৫
অন্যান্য সার্ভি স থেকে প্রাপ্তি	১৬.৮২	১৬.৮৫	৭.৩০	৬.৯০	৬.১৪	৪.০৪	৫
সর্ব মোট আয়	৩৭৪.২২৮	৩০১.১৮	২৫৩.১৭	২১৯.১৩	২৪১.২৬	২২০.৭৭	২১৭.২০

চিত্র -৪৫ ; ২০১৭-১৮   অর্থ বছরেমোট রাজস্ব আয়ে বিভিন্ন ডাক সেবার খাতভিত্তিক অনুপাত

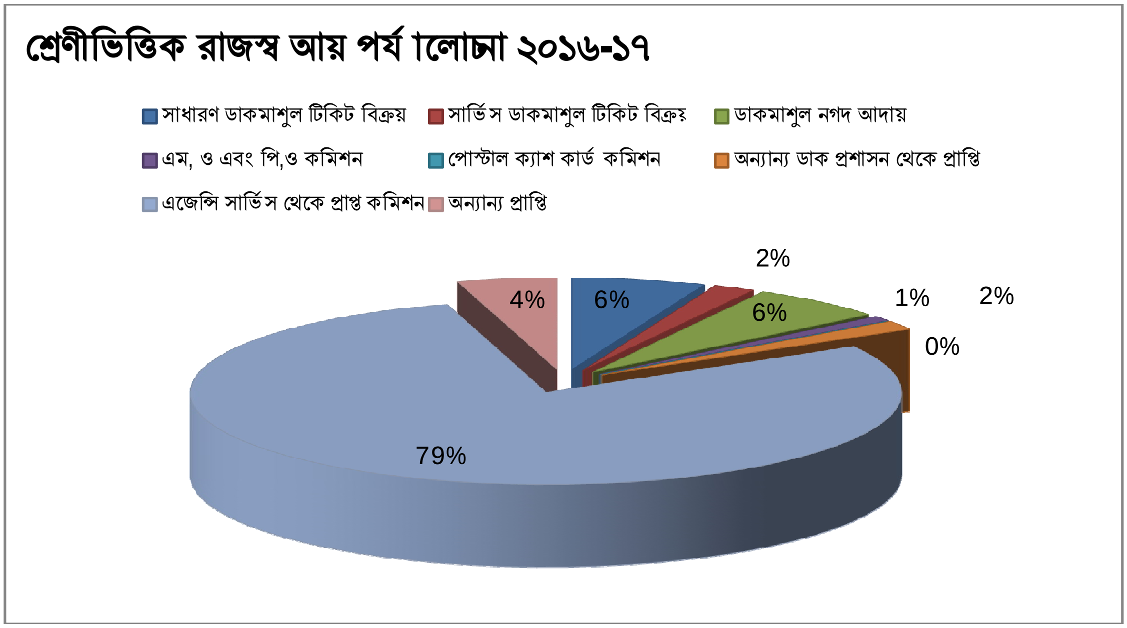

বাণিজ্যিক ভাবে বিশ্লেষণের নিমিত্তে পৃথিবীর অন্য সব ডাক প্রতিষ্ঠানের মতন বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আয় চারটি সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য আয়ের দারা ভাগ করে দেখানো হলো।

সারণী- ২১ ; রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক সেবার ধরনের তথ্য

ক্রমিক নং	ডাক সেবার ধরন	আয়ের খাত সমুহ
১	চিঠি পত্র সেবা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক	সাধারণ ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়,সার্ভিস ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়
২	পার্সে ল সেবাও লজিস্টিকস অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক	ডাকমাশুল নগদ আদায়, অন্যান্য ডাক প্রশাসন থেকে প্রাপ্তি
৩	আর্থি ক সেবা	এজেন্সি সার্ভি স থেকে প্রাপ্ত কমিশন
৪	ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য সেবা	পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কমিশন, এম ,এমও কমিশন,ও এবং পি ,, অন্যান্য সেবা হতে প্রাপ্তি

সারণী- ২২ ; ২০০০ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত৫ বছর অন্তর খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়ের তথ্য

	ক্রমিক নং	সেবার ধরণ	২০০০-২০০১	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
রাজস্ব আয় পর্যালোচনা			টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)
	১	সাধারণ ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়	**৪৩.৮৬**	**১৮.৮৩**	**২০.৪১**	**২০.০৮**	**২২.৭২**
	২	সার্ভি স ডাকমাশুল টিকিট বিক্রয়	**২.৪৪**	**৪.৯৩**	**৭.৩**	**৭.০৩**	**৭.০৫**
		চিঠি পত্র সেবা (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) হতে আয়	**৪৬.৩**	**২৩.৭৬**	**২৭.৭১**	**২৭.১১**	**২৯.৭৭**
	৩	ডাকমাশুল নগদ আদায়	**৩১.৫১**	**২৫.০১**	**৩৫.২৪**	**২৫.৪৭**	**২৩.২**
	৪	অন্যান্য ডাক প্রশাসন থেকে প্রাপ্তি	**৩.০১**	**৩.৮২**	**১৪.৩৭**	**৪.৯১**	**৬.০১**
		পার্সে ল সেবা ও লজিস্টিকস (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) হতে আয়	**৩৪.৫২**	**২৮.৮৩**	**৪৯.৬১**	**৩০.৩৮**	**২৯.২১**
	৫	এজেন্সি সার্ভি স থেকে প্রাপ্ত কমিশন	**২৭.৪৪**	**৫০.৬১**	**১১৬.৯৫**	**২২১.৩৮**	**২৯৫.০৪**
		আর্থি ক সেবা হতে আয়	**২৭.৪৪**	**৫০.৬১**	**১১৬.৯৫**	**২২১.৩৮**	**২৯৫.০৪**
	৬	পোস্টাল ক্যাশ কার্ড কমিশন,	**০**	**০**	**০**	**০.০১**	**০.০০৮**
	৭	এম ,এমও এবং , ও কমিশন,পি	**৮.৩১**	**১৩.৩১**	**১৭.৯৩**	**৫.৪৫**	**৩.৩৮**
	৮	অন্যান্য সেবা হতে প্রাপ্তি	**৩.১৫**	**২.৭৩**	**৫**	**১৬.৮৫**	**১৬.৮২**
		ডিজিটাল সেবা ও অন্যান্য সেবা হতে আয়	**১১.৪৬**	**১৬.০৪**	**২২.৯৩**	**২২.৩১**	**২০.২০৮**
		সর্ব মোট আ	**১১৯.৭২**	**১১৯.২৪**	**২১৭.২০**	**৩০১.১৮**	**৩৭৪.২২৮**

চিত্র -৪৮ ; ২০০০ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত হ্রাস বৃদ্ধি

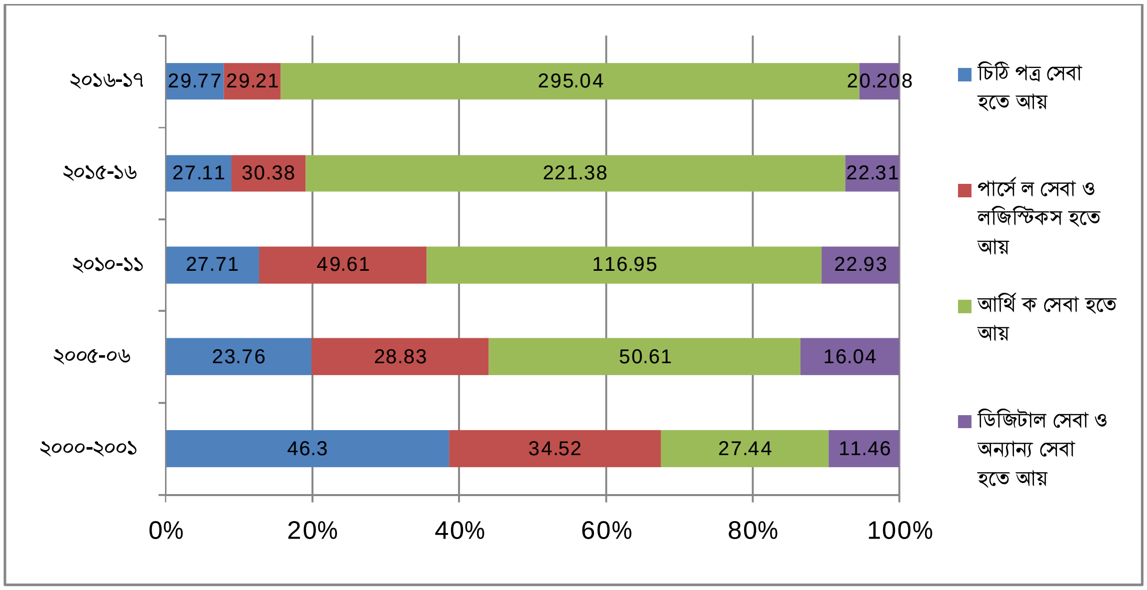

চিত্র -৪৬ ; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেমোট রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত

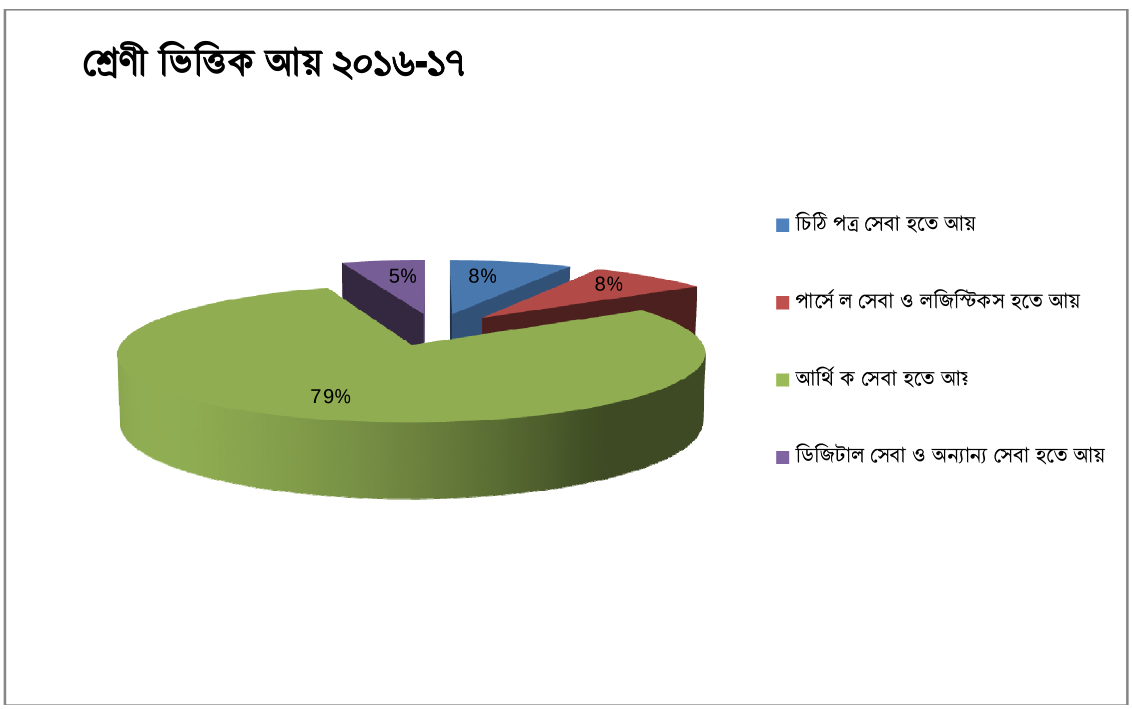

ডাক বিভাগের আয়ের খাতওয়ারী বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় বর্তমানে ডাক বিভাগের আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই আর্থিক সেবা খাত তথা এজেন্সী সেবা খাত হতে আসে। মূল ডাক সেবা তথা চিঠিপত্র ও পার্সেল সেবা হতে শুধুমাত্র ১৬ শতাংশ আয় অর্জিত হয়।

সারা পৃথিবীতে প্রচলিত ডাক সেবা হতে আয় কমলেও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এখনও ৬০ শতাংশ আয় মূল ডাক সার্ভিস হতে এবং আর্থিক খাত হতে৩৫ শতাংশ ও অন্যান্য নুতন সেবাসমূহ হতে ৫ শতাংশ আয় অর্জিত হয়। বিগত ১৭ বছরে খাতওয়ারী বিশ্লেষণে দেখা যায় কেবল আর্থিক খাত ব্যতীত অন্য সকল খাতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আয়ের অংশ ক্রমাগত কমছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চিঠিপত্র সেবার ক্ষেত্রে আয়ের অংশ কমলেও পার্সেল লজিস্টিক সেবায় তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ছে, যা গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশক। আর্থিক সেবা ও অন্যান্য সেবার আয়ের অংশানুপাত ও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯.৩ রাজস্ব ব্যয় পর্য ালোচনা

সারণী- ২৩ ; বিগত ০৭ বছরের খাতভিত্তিক রাজস্ব ব্যয়ের তথ্য

কোটিতে পরিমান (বাংলাদেশী টাকায়)

শ্রেণী	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১০-১১
বেতন ব্যয়	২৮৪.৩২	২৪৬.২৪	১৬০.৫১	১৫১.৬৯	১৪৬.০০	১৫৫.৬০	১৪২.৮০
ভাতা	২১৭.৩৬	১৬১.৬২	১৫০.৮৩	১৪৬.৩১	১১৬.১১	১১৮.৯৩	১১২.৯১
সরবরাহ ব্যয়	৫০.৭৪	৫৬.৩২	৫২.২২	৪৭.৬৫	৪৭.৭৮	৩২.৫৩	৩১.৬৩
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৭.৮৪	৮.৯৭	৬.৯২	৬.৪৫	৪.৮৫	৩.৪৮	৪.৪৯
কল্যাণ ব্যয়	১.৪১	১.৪৭	১.০০	.৯১	.৮২	০.৭৯	০.৭৮
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা	১.৪৩	১.৪১	১.৫৪	১.৭১	১.২৯	১.২৪	১.২৫
পেনসন ও আনুতোষিক ব্যয়	২৬৯.৩৪	১৮৫.২৮	১০৮.৩১	৮৬.৯১	৯৬.৫৯	১০৩.৭১	৯০.৪৫
সম্পদ ক্রয়	০.৭৮	০.৭২	.৬০	.২৬	.২০	০.১৮	১.৭৫
আন্তর্জাতিক ডাক প্রশাসনের দায়	৩.৩৮	৩.৪৪	৫.৭৯	৬.৫৬	৪.৭৫	৫	৫
মোট ব্যয়	৮৩৬.৬	৬৬৫.৪৭	৪৮৭.৭০	৪৪৮.৪৫	৪১৮.৯৩	৪২১.৪৬	৩৯১.০৬

চিত্র -৫১ ; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেমোট রাজস্ব ব্যয়ে বিভিন্ন ডাক সেবার খাতভিত্তিক অনুপাত

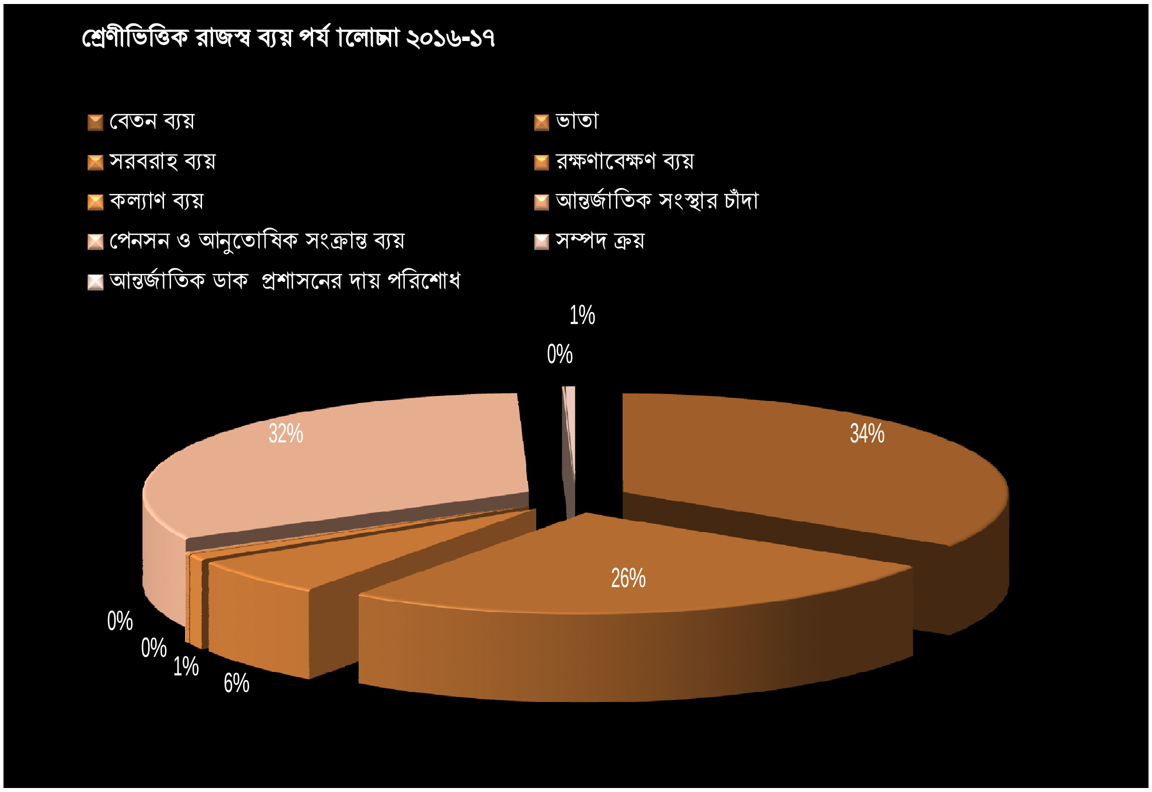

বাণিজ্যিক বিশ্লেষণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ব্যায় মুল দুটো অংশে ভাগ করে দেখানো হলো।

সারণী- ২৪ ; রাজস্ব ব্যয়ের খাতভিত্তিক সেবার ধরনের তথ্য

ক্রমিক নং	ব্যয়ের ধরন	ব্যয়ের খাত সমুহ
১	কর্মী ব্যবস্থাপনা ব্যয়	বেতন ব্যয়, ভাতা, কল্যাণ ব্যয়, পেনসন ও আনুতোষিক
২	ডাক সেবার মুল পরিচালন ব্যয়	সরবরাহ ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা, সম্পদ ক্রয়, আন্তর্জাতিক ডাক প্রশাসনের দায় পরিশোধ

সারণী- ২৫ ; ২০০০ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত৫ বছর অন্তর খাতভিত্তিক রাজস্ব ব্যয়ের তথ্য

	ক্রমিক নং	সেবার ধরণ	২০০০-২০০১	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
রাজস্ব ব্যয় পর্য ালোচনা			টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)	টাকার পরিমান (কোটিতে)
	১	বেতন ব্যয়	৬৮.৭৭	৯৭.৯২	১৪২.৮	২৪৬.২৪	২৮৪.৩২
	২	ভাতা	৫৩.৪৬	৫৯.০৯	১১২.৯১	১৬১.৬২	২১৭.৩৬
	৩	কল্যাণ ব্যয়	২৬.০৭	৪৯.৩৮	৯০.৪৫	১৮৫.২৮	২৬৯.৩৪
	৪	পেনসন ও আনুতোষিক ব্যয়	০.৪৭	০.৬২	০.৭৮	১.৪৭	১.৪১
		কর্মী ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১৪৮.৭৭	২০৭.০১	৩৪৬.৯৪	৫৯৪.৬১	৭৭২.৪৩
	৫	সরবরাহ ব্যয়	২৪.৪৬	২৪.১৩	৩১.৬৩	৫৬.৩২	৫০.৭৪
	৬	রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	২.২৬	৩.১৫	৪.৪৯	৮.৯৭	৭.৮৪
		আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা	০.৮	০.৭৮	১.২৫	১.৪১	১.৪৩
	৭	সম্পদ ক্রয়	০	০.১	১.৭৫	০.৭২	০.৭৮
	৮	আন্তর্জাতিক ডাক প্রশাসনের দায় পরিশোধ	২০.১৮	২৬.৯১	৫	৩.৪৪	৩.৩৮
		ডাক সেবার মুল পরিচালন ব্যয়	৪৭.৭	৫৫.০৭	৪৪.১২	৭০.৮৬	৬৪.১৭
		সর্ব মোটব্যয়	১৯৬.৪৭	২৬২.০৮	৩৯১.০৬	৬৬৫.৪৭	৮৩৬.৬

চিত্র -৫২ ; ২০১৭-১৮ অর্থ বছরেমোট রাজস্ব আয়ে শ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত

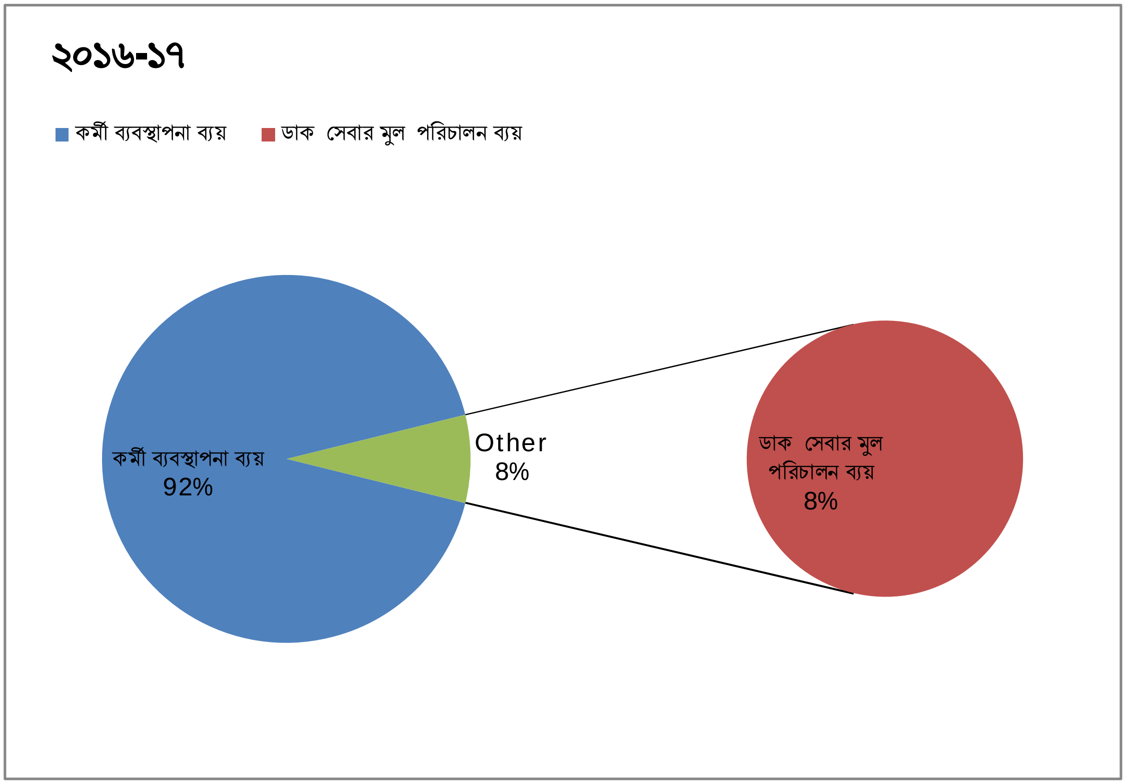

চিত্র -৫৩ ; ২০০০ হতে ২০১৮ পর্য ন্ত রাজস্ব ব্যয়েশ্রেণিভিত্তিক ডাক সেবার অনুপাত হ্রাস বৃদ্ধি

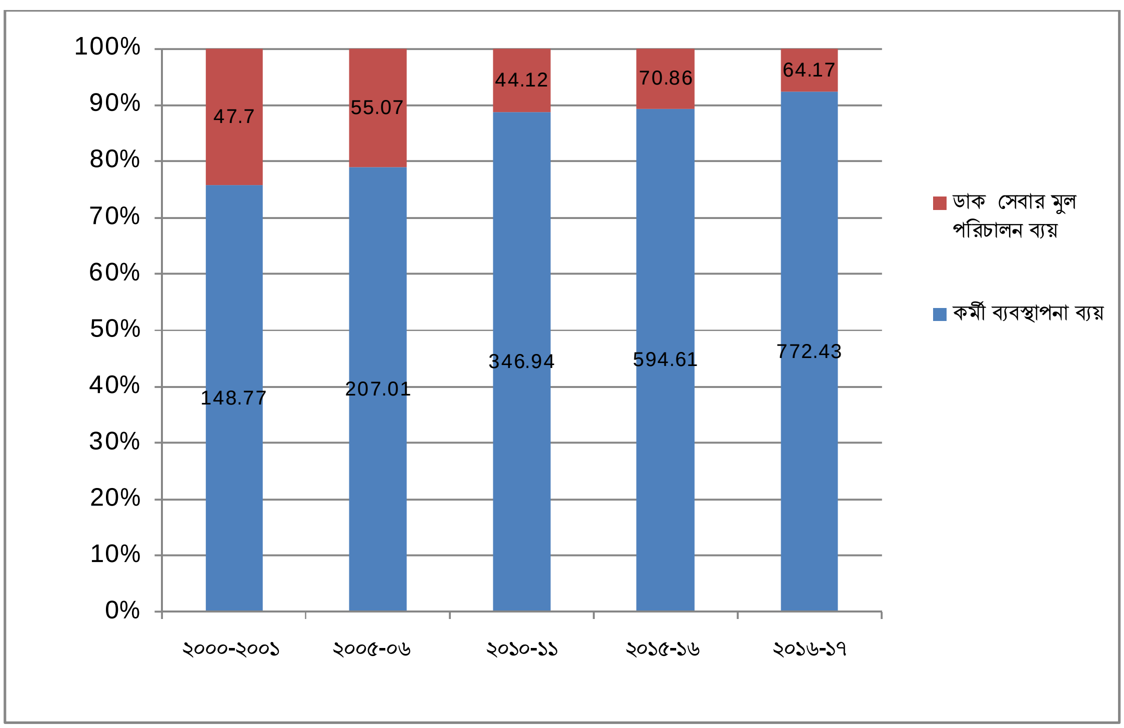

ডাক বিভাগের ব্যয়ের খাতওয়ারী বিশ্লেষণে সকল খাতকে দুটো প্রধান খাতে ভাগ করে গুরুত্বপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সমগ্র ব্যয়ের ৯২ শতাংশই কর্মীব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় হয়। উক্ত ব্যয় বিগত ২০ বছরে ক্রমবর্ধ মান। এই বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য একটি দিক চিহ্নিত করে, যা ডাক বিভাগের আয় ব্যয়ের অসঙ্গাতির অন্যতম কারণ তথা ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উক্ত ব্যয় তথা কর্মী ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং ক্রমবর্ধ মান।

কর্মী ব্যবস্থাপনা ব্যয় প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমহারে কালের আয় প্রবৃদ্ধির হার সে হারে বাড়ছে না, যা অসামঞ্জ্যসতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত অবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নুতন প্রযুক্তির সেবা আয় বৃদ্ধিতে বৃহৎ অবদান না রাখলেও ব্যয় কমানোতে (জনবল প্রয়োজন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডাক বিভাগের কর্মী ব্যবস্থাপনা ব্যয় সরকারের কেন্দ্রীয় নীতির সংগে সম্পৃক্ত বিধায় এই ব্যয় ডাক প্রতিষ্ঠানের নিকট অনিয়ন্ত্রিত নিয়ামক। ব্যয়ের ৯২ শতাংশ এই খাতে হওয়ায় পুরো ব্যয় ব্যবস্থাই অনিয়ন্ত্রণযোগ্য হিসেবে ধরা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের প্রত্যেকটি সেবার আয় অনুপাত আপাততঃ ক্রম বর্ধ মান হলেও মূল সেবা তথা চিঠিপত্র ও পার্সেল সেবা হতে আয় প্রবৃদ্ধির ক্রম নিম্নমুখী। উল্লেখ্য স্বাধীনতা উত্তর সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত এই সেবাসমূহের তথা ডাক মাসুল পরিবর্তনের সময়,পরিবর্তিত রূপ ও পরিবর্তন হার প্রদান করা হলো।

১৯৭১ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত ডাক সেবা মাশুল পরিবর্তনের তথ্য দেখান হল

সারণী- ২৬ ১৯৭১ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত সেবাভিত্তিক মাশুল পরিবর্তনের তথ্য

	ক্রমিক নং	ডাক সেবার ধরণ	০১/০৭/১৯৭৩	০১/০৭/১৯৭৮	০১/০৭/১৯৮৪	০১/০৭/১৯৮৯	০১/০১/২০০৮
ডাক সেবার মাশুল পরিবর্তন			টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	১	সাধারণ পত্র	০.২৫	০.৪০	১.০০	২.০০	০৩
	২	রেজিস্টার্ড ফি	০.৭৫	১.০০	২.০০	৪.০০	৪.০০
	৩	বীমা ফি	০.৫০	১.০০	২.০০	৫.০	১০
	৪	ভিপি পত্র ফি	০.১৫	০.১৫	০.২৫	০২	০২
	৫	পোস্ট কার্ড	০.১০	০.২৫	০.৫০	১.০০	১.৫০
	৬	রেজিস্টার্ড নিউজ পেপার	০.০২	০.০৫	০.১০	০.১৫	০.৫০
	৮	সাধারণ পার্সেল	০.৭৫	১.০০	২.০০	৪.০০	১০
	১০	সাধারণ বুক প্যাকেটস	০.১০	০.২৫	০.৫০	১.০০	০২
	সর্ব মোট সেবা মাশুল		**২.৬২**	**৪.১০**	**৮.৩৫**	**১৯.১৫**	**৩৩.০০**
	প্রবৃদ্ধি			**৫৬.৪৯ %**	**১০৩.৬৬ %**	**১২৯.৩৪ %**	**৭২.৩২ %**

এই পরিবর্তন চার্ট স্পষ্টতই প্রকাশ করে যে স্বাধীনতা উত্তর সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত সেবা মাসুল পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র পাঁচ বার এবং এই বৃদ্ধির হার একই সময়ে বেতন বৃদ্ধির অনুপাতে নগণ্য, যা সেবা আয়ের হারকে একই ধারায় রাখতে সমর্থ হয়নি।

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য চিত্র সেবা মাসুল বৃদ্ধির হারে প্রকৃত অবস্থা উপস্থাপন করছে। সেবা মাসুল বৃদ্ধি ডাক প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক প্রস্তাবের বিপরীতে সরকারের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়, যা সহজে পরিবর্তযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে সেবা মান উন্নতকরণ প্রধান শর্ত। সেবার মানের ক্রম উন্নয়ন ও সেবা মাসুলে ক্রম পরিবর্তনের সাথে সহজ সমানুপাতিক নয়। সরকারের সেবা নীতি ও অন্যান্য প্রভাবক এখানে বিবেচ্য। তাই সেবা মাসুল বৃদ্ধিও ডাক প্রতিষ্ঠানের ঈষৎ অনিয়ন্ত্রিত নিয়ামক। সর্বশেষ বিশ্লেষণে তাই রাজস্ব আয় ব্যয়ের পার্থক্য সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় আনয়নের জন্য সেবার পরিমাণ ও পরিধি বিস্তার একমাত্র খোলা হল। একই সঙ্গে যৌক্তিক পর্যায়ে সেবা মাসুল বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান সার্ভিসসমূহে Value Add করা জরুরী বিবেচ্য। উভয় ব্যবস্থার জন্য অর্থাৎ বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের উন্নত মান নিশ্চিতকরণ এবং সেবা পরিধি বৃদ্ধি ও নুতন সেবা তথা প্রযুক্তিগত প্রভাবে পরিবর্তনশীল বাজারে ডিজিটাল সেবাসমূহের প্রবর্তন ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্য উন্নয়ন বিনিয়োগ আবশ্যক।

এই ক্ষেত্রে সেবার মান উন্নয়নে যথাযথ হস্তক্ষেপ চিঠি সার্ভিস ও পার্সেল সেবার মান উন্নয়নে দ্রুত বিলি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান মেইল পরিবহন কাঠামো, অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের বিশ্লেষণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ করা যেতে পারে। মেইল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো মেইল পরিবহনের ধরণ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো।

সারণী- ২৮ ১৯৭২ সাল হতে ২০১৮ পর্য ন্তমেইল পরিবহনের ধরণ পরিবর্তনের তথ্য

মেইল পরিবহন - প্রতিদিন কি.মি. পরিমাণ						
পরিবহণের ধরণ	**১৯৭২-৭৩**	**১৯৭৯-৮০**	**১৯৮৯-৯০**	**১৯৯১-৯২**	**১৯৯৮-৯৯**	**২০১৭-১৮**
রানার ও প্যাকারের মাধ্যমে	১৭৮৮৪	১৬০৭৪	২৮৬৩৫	৩২৮৮১	৩০৭২৫	**৪৫,৩৩৪**
রেলওয়ের মাধ্যমে	২১৭১	৬১৪৯	৩৮২১	৫০৩৭	৪৫৪১	**৪,৪৭৬**
স্টিমার	২০৬৪	১৯৯৬	৩১৫৫	২৪০১	২৪৯৮	**২,৪৯৮**
মেইল মোটর সার্ভিস	২১৫১	৪৪৯১	৫৫৩১	৯১০৩	১৮৩০১	**১৮,২৬৬**
গরুর গাড়ি , ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল ইত্যাদি	৩৪৫	৩৭	৬০	০	০	**০**
বিমান পথ	০	০	৯৬৫	৩৬৬	৪০৮১	**৪,০৮১**
মোট	**২৪৬১৫**	**২৮৭৪৭**	**৪২১৬৭**	**৪৯৭৮৮**	**৬০১৪৭**	**৭৪,৬৫৬**

চিত্র -৫৫ ;১৯৭২ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মেইল ট্রাফিক পরিবহনেরতুলনামুলক চিত্র

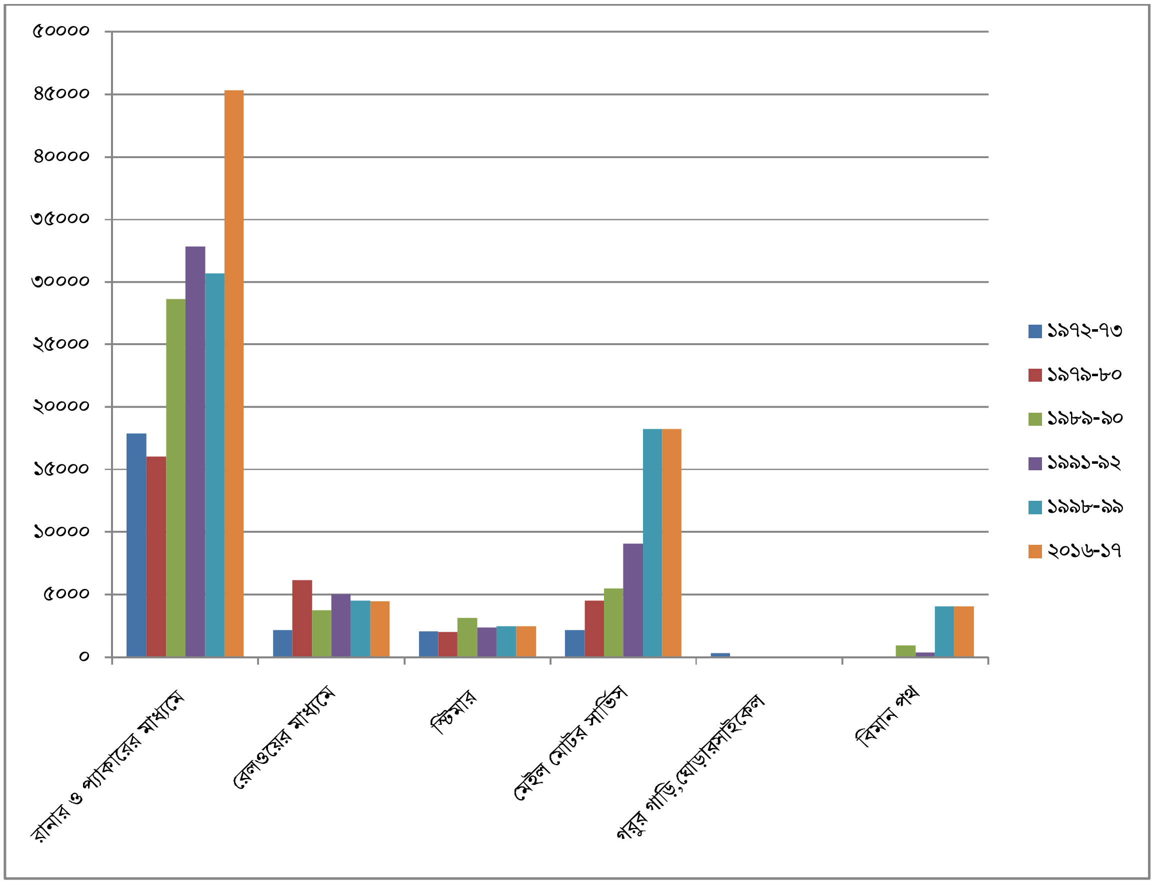

স্বাধীনতা উত্তর সময় হতে অর্থাৎ ১৯৭২ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মেইল ট্রাফিক পরিবহনের ধরণ বিশ্লেষণের উপাত্ত হতে প্রাপ্ত তথ্য চিত্রে স্পষ্টতই বোঝা যায় প্রতিনিয়ত মোটর মেইল ট্রাফিক পরিবহন চালু ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু হতাশার বিষয় হলো উন্নত দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা তথা মেইল মোটর, রেলওয়ে, বিমান পথ এই সকল ব্যবস্থার সম অনুপাতে কোনো উন্নয়ন হয়নি, তাই অতি পুরাতন ডাক পরিবহন ব্যবস্থায় তথা রানার ও প্যাকারের মাধ্যমে মেইল ট্রাফিক পরিবহন পথ আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (বর্তমান মেইল ব্যবস্থার ৬১%)। এটি ডাক পরিবহনের গতিশীলতায় বাধা, যা উন্নয়নে বিনিয়োগ আবশ্যক।

চিত্র -৫৮ ;২০১৭-১৮ অর্থ বছরেমোট মেইল ট্রাফিক পরিবহনে বিভিন্ন মেইল পরিবহনের ধরণভিত্তিক অনুপাত

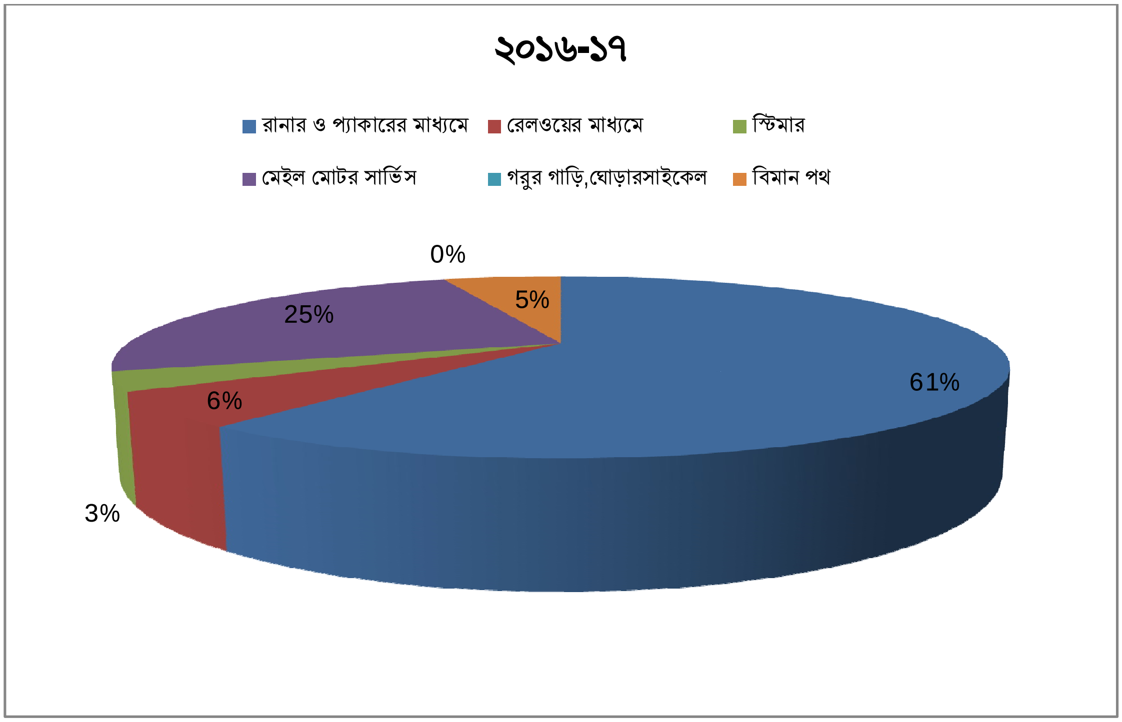

সড়ক ও জনপথ বিভাগের তিন ক্যাটাগরীর সড়ক তথা জাতীয় সড়ক, আঞ্চলিক সড়ক ও জেলা সড়কের ১৯৯১ ও ২০০৭ এর তুলনামূলক উন্নয়ন লক্ষ করে তার সঙ্গে আন্তসম্পর্ক রেখে ডাক বিভাগের মেইল পরিবহন ব্যবস্থার ধরণের ক্রম উন্নয়ন ঘটাতে হবে। উল্লেখ্য, সড়ক ও জনপথ বিভাগের তিন শ্রেণির সড়কের অনুন্নত তথা কাচা সড়ক হতে পাকা সড়কে পরিবর্তনের পরিকল্পনা চার্ট এর সাথে সঙ্গতি রেখে ডাক বিভাগের মেইল ট্রাফিক পরিবহনের ব্যবস্থা উন্নয়নে তথা রানার ও প্যাকার নির্ভর দূরত্ব ক্রমাগত কমিয়ে মেইল মোটর সার্ভিস বা অন্যান্য দ্রুতযান সার্ভিসে পরিণতকরণে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বিনিয়োগ করতে হবে।

ডাক বিভাগের পরিসম্পদ বিবরণী

জমির পরিমাণ (একর)

সারণী- ২৯ ডাক বিভাগের সার্কেলভিত্তিক মোট জমির পরিমান

নং	স্থান	জমির পরিমাণ
১	খুলনা সার্কেল	৯১.৪৯
২	রাজশাহী সার্কেল	৯৮.৩৫৫
৩	মেট্রোপলিটন সার্কেল	৩৮.৯২
৪	চিটাগাং সার্কেল	১১৪.৯৮
৫	কেন্দ্রীয় সার্কেল	৬০.৫১
	মোট	৪০৪.২৫৫

ভবনের সংখ্যা

সারণী- ৩০ ডাক বিভাগের সার্কেলভিত্তিক মোট ভবনের সংখ্যা

নং	স্থান	ভবনের সংখ্যা
১	খুলনা সার্কেল	৯১৩
২	রাজশাহী সার্কেল	৬৮০
৩	মেট্রোপলিটন সার্কেল	৯৯
৪	চিটাগাং সার্কেল	৬৩৩
৫	কেন্দ্রীয় সার্কেল	৫৪৪
	মোট	২৮৬৯

আধুনিক ডাক সেবা প্রদানের লক্ষে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ও প্রকল্প থেকে যানবাহন সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত যানবাহন সমূহ পোস্টঅফিসের ওয়েষ্টার্ণ মানি ট্রান্সফার,পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সহ অন্যান্য ডাক ,ইএমটিএস , সেবার জন্য নগদ টাকা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারণী- ৩২ রাজস্ব ও প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করা যানবাহন

ধরণ	গাড়ির সংখ্যা	ক্রয়ের বৎসর	বর্তমান অবস্থা
মাইক্রোবাস	৯ টি ২ টি ১ টি মোট ১২ টি	১৯৮৯, ১৯৯৫ ২০০৩ ২০১০	**সচল-১২ টি**
মিনি পাজারো	১ টি	২০০১	**সচল-১ টি**
মারুতি সুজুকি ও মিনি মাইক্রোবাস	৬ টি	২০০৫	**সচল-৬ টি**
ডাবল কেবিন পিকআপ	১টি ১০ ০৬ টি মোট ১৭ টি	১৯৮৯ ২০০৩ ২০১১	**সচল-১৭ টি**
ক্যাশ ওয়াগন	১০ টি	২০০৭	**সচল-১০ টি**
জীপ	২০ টি ১ টি মোট ২১ টি	১৯৮৮ ২০০১	**সচল -২১ টি**
ট্রাক	২ টি ১৮ টি ০৭ টি মোট ২৭ টি	১৯৮৮ ১৯৮৮ ২০১০	**সচল -৯ টি**
মটর সাইকেল	১২ টি ১০০ টি ৫ টি ১২ টি ১০ টি মোট ১৩৯ টি	১৯৮৭ ১৯৯৫ ১৯৯৮ ২০১০ ২০০৮	**সচল-২৭ টি**
মিনি বাস	১ টি	১৯৯৫	**সচল -১**
মেইল ভ্যান/পিকআপ ভ্যান	২৬ টি ৩৯ টি ০৩ টি ০১ টি মোট ৬৯ টি	১৯৮৮ ১৯৯৫,৯৬,৯৭,৯৮.৯৯ ২০০৬ ২০০৩	**সচল-৩৪ টি**
মোবাইল পোস্ট অফিস ভ্যান	১০ টি ৩ টি মোট ১৩ টি	২০০৫ ১৯৯৯	**সচল-১৩ টি**
কাভার্ড ভ্যান	২ টি ২ টি মোট ৪ টি	২০০৭ ১৯৯৬	**সচল -৪ টি**
থ্রি হুইলার	৭৭ টি	১৯৮৭,৯৬,২০১০	**সচল-১২ টি**

আসবাবপত্র

সারণী- ৩৩ ১৯৮৪ তে **TO&E** ভুক্ত আসবাবপত্র

আসবাব পত্রের ধরণ	আসবাব পত্রের সংখ্যা	ব্যাবহার অফিস	ক্রয়ের বৎসর	বর্তমান অবস্থা
এয়ার কুলার	**৬**	মহাপরিচালক কর্য র্‌ালয় ঢাকা- পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস জেনারেল ম্যানেজার অফিস, ডাক জীবন বীমা পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী	**১৯৭০ - ৮০**	**সব অচল**
ফটোস্ট্যাট মেশিন	**২**	ডিপিএমজি বিভাগীয় অফিস পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও) প্রধান কার্য ালয় ঢাকা	**১৯৭০ - ৮০**	**সব অচল**
ডুপ্লিকেটিং মেশিন	**৬৫**	প্রধান কার্য ালয় ঢাকা পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী পিটিসি, ঢাকা	**১৯৭০ - ৮০**	**সব অচল**
টাইপ রাইটার মেশিন	**৩২৪**	প্রধান কার্য ালয়পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস ঢাকা- ৫, পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস রাজশাহী, খুলনা, চিটাগাং- ৩	**১৯৭০ - ৮০**	**সব অচল**
ফ্রাকিং মেশিন	**১৫৮**	এপিএমজি ও ডিপিএমজি বিভাগীয় অফিস পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস- জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)- প্রধান কার্য ালয়	**১৯৭০ - ৮০**	**সব অচল**
স্ট্যাম্প কেন্সেলিং মেশিন	**১২**	এপিএমজি ও ডিপিএমজি বিভাগীয় অফিস পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস- জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)- সহকারী নিয়ন্ত্রক (স্ট্যাম্পস) ডিপিএমজি, আরএমএস, অফিস (রেইলওয়ে মেইল সার্ভি স)	**১৯৭০ - ৮০**	**সব অচল**
প্রোজেক্টর মেশিন	**৪**	এপিএমজি ও ডিপিএমজি বিভাগীয় অফিস পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিস- জেনারেল পোস্ট অফিস (জিপিও)- সহকারী নিয়ন্ত্রক (স্ট্যাম্পস) ডিপিএমজি, আরএমএস, অফিস (রেইলওয়ে মেইল সার্ভি স)	**১৯৭০ – ৮০**	**সব অচল**

তথ্য ও প্রযুক্তিগত আধুনিক ডাক সেবা প্রদানের লক্ষে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ও প্রকল্প থেকে আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি সমূহ পোস্ট অফিসের ওয়েষ্টার্ণ মানি ট্রান্সফার ইএমটিএস, পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সহ অন্যান্য ডাক সেবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারণী- ৩৪ রাজস্ব ও প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করা আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি

আসবাব পত্রের ধরণ	আসবাব পত্রের সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা
কম্পিউটার ডেস্কটপ	১০৮৮	৬৫২ সচল
কম্পিউটার লেপটপ	২৪৫০০	২৪০০০ সচল
প্রিন্টার	৭৫৮	৫৫৩ সচল
স্ক্যানার	১৫৭	৯৫ সচল
POS মেশিন	১৭৪০	১৬৫০ সচল
মডেম	৩৭৩	১৫২ সচল
জেনারেটর	১০৮	৫২ সচল
ফটোকপিয়ারের	২৬	১৪ সচল
ফ্যাক্স মেশিন	১১৯	৯৪ সচল
ফ্রিজ/ডিপ ফ্রিজ	১৩	৫ সচল
এ/সি(এয়ার কন্ডিশনের)	১৫৯	৫২ সচল
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (স্কীনসহ)	১৪	০৮ সচল

আসবাব পত্রের ধরণ	আসবাব পত্রের সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা
ওভার হেড প্রজেক্টর	১০	সব অচল
হেভী ডিউটি স্ট্যাপলার মেশিন	৯	সব অচল
লেমেনিটিং মেশিন	৫	২টি সচল বাকি সব অচল
স্প্রারাইল বাইন্ডিং মেশিন	১১	সব অচল
সিসিটিভি ক্যামেরা	৭৭	সব অচল
ফায়ার এক্সিটংগুইশার মেশিন	১১১	২টি সচল বাকি সব অচল
ইউপিএস	৩৯৪	সব অচল
ব্যাগ/প্যাকেট স্ক্যানিং মেশিন	২	সচল
ওজন স্কেল	২৮	সচল
নোট কাউন্টিং মেশিন	১৭৬	সব অচল
ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার মেশিন	২৫	সব অচল
ফেইক নোট ডিটেক্টর মেশিন	১৯২	সব অচল
ফ্রাংকিং মেশিন	৬৪	সব অচল
ডুপ্লেকেটিং মেশিন	১৯	সব অচল
বারকোড মেশিন	০২	সচল

মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল শ্রেণীর কর্ম কর্তা কর্ম চারীর কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা ডাক বিভাগের একটি অন্যতম লক্ষ্য। প্রচলিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে ডাক বিভাগেও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজানোর নিরন্তর চেষ্টা করা হয় এবং অভিন্ন প্রশিক্ষণ দর্শ নের মাধ্যমে কর্ম কর্তা কর্ম চারীদের পেশাগত জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বিনির্ম াণের জন্য প্রক্রিয়া সদা চলমান।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নাম নিচে দেওয়া হলো:
পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী।
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, জিরানি, গাজীপুর।
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা।
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী।
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লা।

ডাক বিভাগের বিভিন্ন পর্য ায়ের কর্ম কর্তা এবং সামনে সারীর তদারককারী কর্ম চারীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশে ১৯৮৬ সালে পোস্টাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর ৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ডাকঘরে কর্ম রত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম চারীদের প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থাকরা হয়।

পোস্টাল একাডেমী ও অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টারে ২০১৮ সনে প্রদত্ত প্রশিক্ষনের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (কর্ম কর্তা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (কর্ম চারী)
পোস্টাল একাডেমী, রাজশাহী	২৮	১২৫
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, জিরানি, গাজীপুর		১৬৫
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা		১০১
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী		৪৩
পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লা		৮৬

বিদেশে প্রশিক্ষণ

সার্ব জনীন ডাক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এবং নতুন চিন্তা সংযোজনের জন্য বিদেশীপ্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেয়া হয়। পর্য ালোচনাধীন বছরে উল্লেখযোগ্যক সংখ্যক কর্ম কর্তাদের বিদেশ থেকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার কর্ম শালা ও সম্মেলনে অংশগ্রহনঃ

শুধুমাত্র অনুশীলনই মানব সম্পদ উন্নয়নের একমাত্র উপাদান নয়। বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্ম শালা ও সম্মেলনে অংশগ্রহন করে মতামত বিনিময় ও নতুন ধারনা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাদ্ধমেও মানব সম্পদ এবং ডাক গবেষণার উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ থেকে কর্ম কর্তাগণ প্রতি বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্ম শালা ও সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন।

১১. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

১১.১ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১৯৭২ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্তবার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর গৃহীত প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দনিম্নে উল্লেখ করা হল

সারণী- ৩৫ ১৯৭২ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্তবার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর গৃহীত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১	Reconstruction of P.O building & SPM'S quarters 1972-79	২২৭৫.৩৬
২	Purchase of 20 motor vehicles and10 counter service machines for department mail motor services1972-79	৩০১.৭৭
৩	Reconstruction & Rehabilitation Scheme 1972-74	২৯.২০
৪	বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় জমি হুকুম দখল এবং ডাকঘর ভবন নির্মান৮০-৮৬	৩৬৮.১৪
৫	বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ডাক বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্য জমি হুকুম দখল এবং বাসস্থান নির্মান৮০-৮৬	৬৯১.০০
৬	পোস্টাল একাডেমীর জন্য জমি হুকুম দখল ও ভবন নির্মান৮৫-৮৬	৫১.০০
৭	পোস্ট অফিসের বিভিন্ন রকমের ফরম ছাপানোর জন্য ছাপাখানা স্থাপন	১৫৪.৫৫
৮	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের যান্ত্রিকরনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন রকমের মেশিন ক্রয়	১৫৭.৭৫
৯	রাজশাহী পোস্টাল কমপ্লেকস৮৫-৯০	৪৪১.৭০
১০	বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট অফিস ভবন ও পোস্টমাস্টারের আবাসিক গৃহ নির্মান/পূনঃনির্মান/নুতনত্ব করন	৪৯৮.০৬
১১	ঢাকাস্থ ডাক মহাপরিচালক ও জেনারেল ম্যানেজার, ডাক জীবন বীমার অফিস ও দিলকুশা পোস্ট অফিসের জন্য দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকায় বহুতল ভবন নির্মান১৯৮৬	২৫.০০
১২	প্রসাশন বিকেন্দ্রী করনের আওতায় মান উন্নীত উপজেলা সদরে অবস্থিত ডাকঘর সমূহের উন্নয়ন	৬৬৭.৫৪
১৩	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন ক্রয় ৮৭-৮৮	৬৩৮.৪৬
১৪	১৯৮৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ডাকঘর ভবন পূনঃনির্মান/মেরামত ৮৮-৯০	১৬০.০০

১৫	ঢাকার কমলাপুরসহ মেইল এন্ড সর্টিং অফিসের জন্য ১টি স্বয়ংক্রিয় লেটার সর্টিং মেশিন স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প ৮৯-৯০	১.০০
১৬	প্রসাশন বিকেন্দ্রী করনের আওতায় মান উন্নীত থানা সদরে অবস্থিত ডাকঘর সমূহের উন্নয়ন ৯১-৯২	৭৬৫.৯০
১৭	১৯৯১ সনের ঘুর্নি ঝড় প্রকল্প৯১-৯২	২০৪.৮০
১৮	৪টি মেট্রোপলিটন শহরে ৬ সাব পোস্ট অফিস ভবন নির্মান/পূনঃনির্মান/সম্প্রসারণ ৯২-৯৭	১৭৬.০০
১৯	ডাক সার্ভিস আধুনিকীকরনের লক্ষ্যে ফ্যাক্স কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ৯৩-৯৪	৮৫৮.০০
২০	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি নির্মাণ/পূননির্মান/নতুনত্বকরণসহ বিরাজমান সুবিধাদি বৃদ্ধি ৯৩-৯৪	৪৬০.০০
২১	গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন (১ম ফেইজ) ৯৩-৯৪	৩০২.৯৩
২২	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রধান ডাকঘর ও ডিপিএমজিদের অফিস ও বাস ভবন নির্মান/সম্প্রসারণ/নতুনত্বকরন ৯৪	৭৫২.০০
২৩	বাংলাদেশের বিভিন্ন থানা সদরে কতিপয় স্থানে জমি অধিগ্রহণ সহ ১১৪টি থানা ডাকঘর ও পোস্টমাস্টারের বাস ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ	২২৫৬.৫৫
২৪	গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন ২য় পর্যায়	৯০০.০০
২৫	৪টি মেট্রোপলিটন শহরে ৯টি সাব পোস্ট অফিস ভবন নির্মান/পূনঃনির্মান/সম্প্রসারণ	৩০.৯৩
২৬	ঢাকা ও চট্রগ্রাম মেট্রোপলিটন শহরে ২০টি টাউন সাব অফিস ও ৮০ ইউনিট আবাসিক ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ৯৭	১২৪৬.৬৩
২৭	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি মেইল এন্ড সর্টিং অফিস ও ৫০টি সাব অফিস নির্মাণ৯৭-০৬	৮৯৬.৫০
২৮	১৯৯৮ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পূনর্বাসন প্রকল্প৯৮	১৯০.০০
২৯	মেহেরপুর জেলায় মুজিব নগর কমপ্লেক্স ডাকঘর নির্মাণ৯৯	৩৭.০০
৩০	গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন ৩য় পর্যায় ২০০০	১৫৫৭.৪৮
৩১	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের জন্য অটোমেটিক লেটার সর্টিং মেশিন সংগ্রহ ও স্থাপন০১	১৯১২.১৪

৩২	ডাক বিভাগের জন্য মোবাইল ভ্যানসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ০১	৯০৩.৫৬
৩৩	জেলা সদরে অবস্থিত প্রধান ডাকঘর ও বিভাগীয় অফিস নির্মাণ/সম্প্রসারণ/ নতুনত্বকরণ ০১	৭৪৭.০৮
৩৪	পোস্টাল প্রিন্টিং প্রেসকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মুদ্রণ মেশিন সংগ্রহ ও স্থাপন	১৬৫২.০০
৩৫	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ৪টি জিপিও এবং ৬৬টি প্রধান ডাকঘরের ট্রেজারী এবং স্ট্যাম্প ওয়্যার হাউসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ	১৪১৩.৮৪
৩৬	গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন৪র্থ পর্যায়	২৯৪৩.৬৩
৩৭	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্য প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করণ	৫০৫৯.৪৭
৩৮	পোস্টাল একাডেমী এবং ৪টি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার শক্তিশালী করণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৫৮৪.৩৩
৩৯	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	৩৩১৭.৪৪
৪০	তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ	১২২৯৫.৬০
৪১	গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য পোস্ট-ই-সেন্টার	৫৪০৯৪.২৪

১৯৭২ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ডাক বিভাগে মোট বিনিয়োগ - ১০৩০১৮.৫৮ লক্ষ টাকা।

Pjgvb cKímgn:

২০১৫-২০১৬ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর গৃহীত প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দ নিম্নে উল্লেখ করা হল

সারণী- ৩৬ ২০১৫-২০১৬ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর গৃহীত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
১	বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ	৫৪৭২.০০
২	ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	৭৮৩২.৯৪
৩	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার/পুনর্বাসন	৪৮০০.০০
৪	ঢাকা শহরে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ	২৫৫৬০.০০

১১.৩ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১):

''বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ঃ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ন'' এ ''ডাক সেবা'' এর অন্তর্গ ত''ডাকসেবা উন্নয়ন কৌশল ও নীতি'' অংশে ডাকসেবার উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার-এর নিম্নলিখিত কৌশল ও নীতির কথা উল্লেখ রয়েছে-

- কোন ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর্থি ক নমনীয়তাসহ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডাক নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে সঙ্গতি বিধান;
- গ্রাহক-উপযোগী পণ্য ও সেবা প্রদান এবং স্বল্প-সুবিধাযুক্ত এলাকাগুলোতে ডাকসেবার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন ও গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা অপসারণে সহায়তা দানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;
- সমগ্র দেশের ডাকঘরগুলোকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে, যাতে তথ্য প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং সেবায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা মেটানো যায়;

১১.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষি ক পরিকল্পনা(২০১৫/১৬-২০১৯/২০) :

২০২১ এর মধ্যে বিশ্বমানের ডাক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ পোস্ট অফিস বিভিন্ন কর্ম সূচি বাস্তবায়ন করে এবং ইতোমধ্যেই জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। প্রতিটি মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে, দ্রুততার সাথে ও নির্ভ রযোগ্য উপায়ে এর সুফল পৌঁছে দেয়া সম্ভব। ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে ডাক সেবায় অর্জিত সাফল্য ছিল নিম্নরূপঃ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষি ক পরিকল্পনয় অর্জিত সাফল্য

- ১৩৪টি পোস্ট অফিসের অটোমেশন।
- ১৩২ টি পোস্ট অফিসে পোস্ট ই-সেন্টার চালু।
- আন্তর্জাতিক পোস্টাল আইটেমের জন্য ট্র্যাক ও ট্রেসিং, ইন্টারনেট ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থা (আইবিআইএস), গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম (জিএমএস), মোবাইল মানি অর্ড ার ব্যবস্থা পোস্টাল ক্যাশ কার্ড এবং ৫টি পোস্টাল এটিএমবুথ ও পোস্ট ই-পে (মোবাইল ব্যাংকিং) চালু হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পোস্টাল সেবার লক্ষ্য

- প্রতিটি মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নত ডাক সেবা প্রদান;
- গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ডাকঘরগুলোর মাধ্যমে ই-বাণিজ্য এবং এম-বাণিজ্য সেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি পোস্ট অফিসকে সংশ্লিষ্ট এলাকার ই-বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তর;
- পোস্ট অফিসের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের কাছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সেবা প্রদান;
- ভোক্তাদের কাছে গ্রামীণ জনগণের পণ্য দ্রুত হস্তান্তরের জন্য একটি শক্তিশালী ডাক পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের ব্যাংকিং সুবিধায় ই-ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি ব্যক্তি ও গৃহের জন্য আধুনিক জিপ-কোড ভিত্তিক ডিজিটায়িত ঠিকানা নিশ্চিত করা;
- প্রতি পোস্ট অফিসকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত করা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পোস্টাল সেবার লক্ষ্যমাত্রা

- সকল পোস্ট অফিসকে আইসিটি-ভিত্তিক পোস্ট অফিসে রূপান্তর;
- পোস্ট অফিসের সকল কার্যাবলির অটোমেশন;
- প্রতিটি মেইল লাইনে আধুনিক মেইল পরিবহণ প্রবর্তন;
- গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর প্রতিটিতেএকটি করে এটিএম মেশিন ও পিওএস স্থাপন;
- প্রতি পোস্ট অফিসে ই-বাণিজ্য ও এম-বাণিজ্য বুথ এবং লজিস্টিক মেইল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পোস্টাল সেবা প্রবর্তন;
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক ও পোস্টাল জীবন বিমা কার্যাবলি সম্প্রসারণ;
- বিজনেস মেইল, অ্যাড মেইল, লজিস্টিক মেইল, হাইব্রিড মেইল সেবা প্রবর্তন;
- গ্রামীণ আইটি-ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পোস্টাল সেবার লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কৌশল

- সনাতনী পোস্টাল সেবার পাশাপাশি আইসিটি-ভিত্তিক পোস্টাল সেবা চালুকরণ;
- পোস্টাল সেবার বাণিজ্যিকায়ন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবা সুবিধা চালুকরণ;
- মেইল পরিবহণ, সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে আইসিটি ভিত্তিক কঠোর তত্ত্বাবধানের অধীনে আনয়ন;
- উচ্চমানের আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- সেবা প্রদানে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রবর্তন;
- উন্নত পোস্টাল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে গুরুত্বদান;
- গ্রামীণ পোস্ট অফিসগুলোর প্রতিটিতে অন্তপক্ষে একজন আইটিভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরির জন্য কার্যক্রম অবলম্বন।

© Can Stock Photo - csp21895884

১১.৫ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদী ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনা

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে দেশের জনগণকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। উক্ত সেবাসমূহকে জনগণের নিকট ঝুকিমুক্ত ও সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের পঞ্চ বার্ষি ক পরিকল্পনাসমূহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সরকারের অন্যান্য রূপকল্প অনুযায়ী ডাক বিভাগের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ডাক সেবার মান বৃদ্ধিকরণে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন রকম এজেন্ডা, কার্য ক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগ্রহণ করা হয়েছে । চলমান প্রকল্প এবং ঐ সকল কার্য ক্রম ও প্রকল্প যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইতোমধ্যে প্রস্তাবনা প্রেরিত হয়েছে এবং নিকট সময়ের মধ্যে প্রকল্প কার্য ক্রম শুরু হতে যাচ্ছে তা স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে পরবর্তী উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হবে এমন প্রকল্প ও কার্য ক্রমস্মূহ মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে অন্তর্ভু ক্ত হয়েছে এবং সময়োপযোগী আধুনিক ডাক সেবা নিশ্চিত করণে ভবিষ্যৎএ গ্রহণ করা হবে এমন প্রকল্পসমূহ দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে।

নিম্নে ডাক বিভাগের মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভু ক্ত স্বল্পমেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কাল দেয়া হলো :

- স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা (২০১৮ -২০২০);
- মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫);
- দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা(২০২৬-২০৩৫)।

সুনির্দি ষ্টস্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনাসমুহ (বাস্তবায়নকাল ২০১৮ - ২০২০):

- ৩০ জুন ২০১৮ এর মধ্যে ১১৮টি গাড়ী মেইল পরিবহন এর জন্য আহরণ করা হবে।
- ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে এম-কমার্স এবং ইকমার্সের সেবা প্রবর্তন করা হবে
- ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে ৫০০ পোস্ট অফিস ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- ৩০ জুন ২০১৮ এর মধ্যে ৩০০০ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- ৩০ জুন ২০২০ সালের মধ্যে ১৬৫৩টি পোস্ট অফিস এর কার্যাবলী অটোমেটেড করা হবে।
- ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে ১১২৯টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারের রূপামত্মর করা হবে।
- ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে ১০০০ গ্রামীণ ডাকঘরকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘরে রূপামত্মরিত করা হবে।
- ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে ঢাকা জিপিওকে আধুনিক স্থাপত্য শিল্প সম্বলিত ৫১ তলা জিপিও ভবন নির্মাণ করা হবে। উক্ত ভবনে৮টি তলায় গাড়ি পার্কিং সুবিধা থাকবে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হবে। বিজনেস মেইল প্রসেসিং কেন্দ্র, হাইব্রিড মেইল প্রসেসিং সেন্টার, ডাটা পোস্ট, লজিস্টিক পোস্ট এবং বাল্ক মেইলিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। ভবনের অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।
- ৩০ জুন ২০১৮ সালের মধ্যে আগারগাঁও এ ডাক অধিপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ করা হবে।
- ট্র্যাক এবং ট্রেস সিস্টেম জিএমএস ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোবাইল ভিত্তিক ইনকোয়ারী সিস্টেম চালু করা হবে।

সুনির্দিষ্টমধ্যমেয়াদী পরিকল্পনাসমুহ

- ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে ২৮২ টি গাড়ী মেইল পরিবহন এর জন্য আহরণ করা হবে।
- এম কমার্সে রকমার্স এবং ই-পরিসর ৪০% বাড়ানো হবে।
- ৩০ জুন ২০২৫ সালের মধ্যে ১০৬১ পোস্ট অফিস ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- ৩০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে ১৬০০ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- ৩০ জুন ২০২৫ সালের মধ্যে ৩৫০০টি পোস্ট অফিস এর কার্যাবলী অটোমেটেড করা হবে।
- পোস্ট ই-সেন্টারের পরিধি বৃদ্ধি করা হবে।
- ৩০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে ১০০০ গ্রামীণ ডাকঘরকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘরে রূপামন্তরিত করা হবে।

সুনির্দি ষ্টদীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমুহ

- ৩০ জুন ২০২৮ এর মধ্যে ২০০ টি গাড়ী মেইল পরিবহন এর জন্য আহরণ করা হবে।
- এম কমার্সে রুকমার্স এবং ই-পরিসর ৮০% বাড়ানো হবে।
- ৩০ জুন ২০২৯ সালের মধ্যে ১৫০০ পোস্ট অফিস ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- ৩০ জুন ২০৩০ এর মধ্যে প্রতিটি কর্ম চারীকে উচ্চ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- ৩০ জুন ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫০০টি পোস্ট অফিস এর কার্য াবলী অটোমেটেড করা হবে।
- পোস্ট ই-সেন্টারের পরিধি বৃদ্ধি করা হবে।
- ৩০ জুন ২০৩০ এর মধ্যে ৪৪০৮টি গ্রামীণ ডাকঘরকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘরে রুপান্তরিত করা হবে।

সারণী- ৪১ বিভিন্ন মেয়াদে গৃহীত প্রকল্পে বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য কার্য ক্রমের তালিকা

ক্রমিক		স্বল্প মেয়াদী ২০১৮ - ২০২০	মধ্যমেয়াদী ২০২১ - ২০২৫	দীর্ঘ মেয়াদী ২০২৬ - ২০৩৫
প্রকল্প - মেইল পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ				
১	মেইল পরিবহন এর জন্য বিভাগীয় গাড়ী আহরণ।	৩০ জুন ২০১৮ এর মধ্যে ১১৮ টি	৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে ২৮২ টি	৩০ জুন ২০৩০ এর মধ্যে ২০০ টি
২	এম কমাস ও ই কমাস এর পরিসর বৃদ্ধি করন (শতাংশ হারে)	২০%	৪০%	৮০%
প্রকল্প - ডাক ভবন ও ডাক বিভাগীয় জমি রক্ষাকরন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ				
৩	পোস্ট অফিস ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। (ভবন সংখ্যা)	৫০০	১০৬১	১৫০০
৪	সরকারি সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করার জন্য সব বিভাগীয় অফিস ভবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন। (অফিস সংখ্যা)	৫	৮	১৩
প্রকল্প - পোস্টাল একাডেমী এবং ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমুহ শক্তিশালীকরণ।				
৫	প্রতিটি কর্ম চারীকে উচ্চতর প্রযুক্তি নির্ভর মান সম্পন্ন সেবা প্রদানে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। (জন সংখ্যা)	৩০০০	৫০০০	৮০০০
৬	প্রতিটি কর্ম চারীকেএম কমাস ও ই কমাস এর উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। (সংখ্যা)	১৬০০	২০০০	৩০০০
৭	মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের সকল কর্ম কর্তাদের আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান (সংখ্যা)	১০০	২০০	৫০০
প্রকল্প - প্রত্যেক ডাকঘর সম্পূর্ণ ভাবে অটোমেশন প্রক্রিয়ার অধীনেআনয়ন ।				
৮	পোস্ট অফিস এর কার্য াবলী অটোমেটেড করা হবে। (পোস্ট অফিস সংখ্যা)	১৬৫৩	৩৫০০	৪৫০০

৯	প্রত্যেক পোস্ট অফিসকে পেপারলেস অফিসে পরিণত করন (পোস্ট অফিস সংখ্যা)	১০০০	২০০০	৫০০০
প্রকল্প -	**সকল ডাকঘরকে পোস্ট ইসেন্টারের রূপান্তরকরণ।-**			
১০	৯৬২৯ ডাকঘরকে পোস্ট ইসেন্টারের - রূপান্তরকরণ। (পোস্ট অফিস সংখ্যা)	১১২৯	১৫০০	৫০০০
১১	৯৬২৯ টি অফিসে আইটি উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করন (উদ্যোক্তা সংখ্যা)	১১২৯	১৫০০	৫০০০
১২	৬৮০০০০ গ্রামকে পোষ্ট- ইসেন্টারের- সেবা অধীনে আনয়ন। (গ্রাম সংখ্যা)	২০০০০	২০০০০	২৮০০০
প্রকল্প -	**তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর গ্রামীন ডাকঘরে রূপান্তরকরন।**			
১৩	৬৪০৮ টি ডাকঘরকে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর গ্রামীন ডাকঘরে রূপান্তরকরন। (ডাকঘর সংখ্যা)	১০০০	১০০০	৪৪০৮টি
প্রকল্প -	**জিপিও এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।**			
১৪	ঢাকা জিপিও এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।	৫১ তলা জিপিও ভবন নির্মাণ	-	-
প্রকল্প -	**জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ।**			
১৫	জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ (ডাকঘর সংখ্যা)	৫৯৬ টি	৬০০	১০০০
প্রকল্প -	**আগারগাঁওয়ে ডাক বিভাগের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ**			
১৬	আগারগাঁওয়ে ডাক বিভাগের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ	১৪ তলা বিশিষ্ট হাই-টেক বিল্ডিং	-	-
প্রকল্প -	**ডিজিটাল মেইল সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা গঠন**			
১৭	ডাকঘর প্রান্তে ট্র্যাক এবং ট্রেস সিস্টেম বাস্তবায়ন	জি পি ও সহ সকল এ গ্রেড ডাকঘর পর্যায়ে	সকল বি গ্রেড ডাকঘরসহ ৬৪ টি জেলা পর্যায়ের ডাকঘর	সকল উপজেলা পর্যায়ের ডাকঘর
১৮	জিএমএস ব্যবস্থার প্রবর্তন	জি পি ও সহ সকল এ গ্রেড ডাকঘর পর্যায়ে	সকল বি গ্রেড ডাকঘরসহ ৬৪ টি জেলা পর্যায়ের ডাকঘর	সকল উপজেলা পর্যায়ের ডাকঘর
১৯	মোবাইল ভিত্তিক ইনকোয়ারী সিস্টেম চালু করন	জি পি ও সহ সকল এ গ্রেড ডাকঘর পর্যায়ে	সকল বি গ্রেড ডাকঘরসহ ৬৪ টি জেলা পর্যায়ের ডাকঘর	সকল উপজেলা পর্যায়ের ডাকঘর
২০	আপ টু ডেট ও ডায়নমিক ওয়েবসাইট তৈরিকরন	০১ টি	-	-

২১	মেইল সংগ্রহ ও সকল পোস্ট অফিসের ডেলিভারি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হবে। (ডাকঘর সংখ্যা)	২০০০	৩০০০	৪৮৮৬
প্রকল্প - ডাক সঞ্চয় ব্যাংকের আধুনিকায়ন				
২২	সকল ডাকঘরে রক্ষিত ডাকঘর সকল সঞ্চয় ব্যাংক হিসাব সমুহ স্বয়ংক্রিয়করনের জন্য ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তরকরন । (সঞ্চয় ব্যাংক হিসাব সংখ্যা)	৪৪ লাখ ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাব	-	-
২৩	প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ডাকঘরে ডিজিটাল সঞ্চয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা (জন -সংখ্যা)	৯,৪০,১০০০ জন		
২৪	স্কুল সঞ্চয় ব্যাংকিং কার্য ক্রম চালু করন ।	২০টি জেলায়	৪৪টি জেলায়	সকল উপজেলায়
প্রকল্প - ডাক জীবন বীমা আধুনিকীকরণ।				
২৫	সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের আধুনিক ডাক জীবন বীমা পলিসি থাকবে। (জন -সংখ্যা)	৯,৪০,১০০০ জন		
প্রকল্প - ডাক বিভাগের কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার নির্ম াণ				
২৬	যশোরে কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (একটি টি -৩ স্ট্যান্ডার্ড সেন্ট্রাল ডাটা সেন্টার, ৩০০০ টিবি ক্ষমতা)	২০২০ সালের মধ্যে	-	-
প্রকল্প - মেইল একচেঞ্জ অফিস প্রতিষ্ঠা।				
২৭	ক্রস সীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক মেইল প্রাপ্তি,পরিবহন ও বিতরণ নিশ্চিত করণে মেইল বিনিময় কার্য ালয় প্রতিষ্ঠা	২০২০ সালের মধ্যে ০১		
প্রকল্প - ডাক বিভাগের বিদ্যমান আর্থি ক পরিষেবাগুলি ইনট্রোডাকশন ও সম্প্রসারণ।				
২৮	ডাকবাজারে ডাক বিভাগের বিদ্যমান আর্থি ক পরিষেবাগুলি সম্প্রসারণ।	সকল ডাকঘরে ৯,৮৮৬ টি	৬৮ হাজার গ্রামকে পোস্টের আর্থি ক সেবার আওতায় নিয়ে আসবে।	
২৯	সকল ডাকঘরে পোস্ট ই পে সার্ভি স প্রবর্তন	৯,৮৮৬ টি (ডাকঘর সংখ্যা)	৯,৪০,০০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পোস্ট ইপে - অ্যাকাউন্টের আওতায় নিয়ে আসা হবে ।	
৩০	সকল ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভি স প্রবর্তন। (ডাকঘর সংখ্যা)	৯,৮৮৬ টি		

৩১	সকল ডাকঘরে মোবাইল মনি অর্ডার সার্ভিস চালু করণ। (ডাকঘর সংখ্যা)	৯,৮৮৬ টি		
৩২	সারা দেশে ইলেকট্রনিক লেনদেনের জন্য এটিএম বুথ স্থাপন করা হবে।	ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রতি ৫০ হাজার মানুষের জন্য ১ এ টি এম বুথ স্থাপন ৮ টি বিভাগীয় শহরের প্রতিটিতে কমপক্ষে ১০ করে এটিএম বুথ স্থাপন	৬৪ টি জেলা শহরের প্রতিটিতে কমপক্ষে ৫ টি করে এটিএম বুথ স্থাপন ৪৬৮ টি উপজেলা সদরের পোস্ট অফিসের প্রতিটিতে এটিএম বুথ স্থাপন	৪৪০০ ইউনিয়নের প্রতিটিতে ১ টি এটিএম বুথ স্থাপন করা হবে।
৩৩	সারা দেশে ও সকল ডাকঘরে ইলেকট্রনিক লেনদেনের জন্য পিওএস মেশিন স্থাপন।	৯৮৮৬ ডাকঘরগুলিতে ইলেকট্রনিক লেনদেনের জন্য ৫০,০০০ পিওএস মেশিন স্থাপন করা হবে।	২,০০,০০০ মার্চে ন্টপিওএস মেশিন গুরুত্বপূর্ণ শ্পমলে ইনস্টল করা হবে	
প্রকল্প - ডাক বিভাগের কর্মচারীদের আবাসিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ				
৩৪	কর্মচারীদের আবাসিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণে ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে পর্যায়ক্রমে আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করন (ইউনিট সংখ্যা)	ঢাকায় ১৫০০ ইউনিট	ঢাকায় ১০০০ ইউনিট	বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় ইউনিট।
প্রকল্প - থানা ভিত্তিক জিপ কোড প্রদান এবং প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ইলেকট্রনিক ঠিকানা ভিত্তিক জিপ কোড প্রদান				
৩৫	বাংলাদেশের প্রতিটি থানার জন্য জিপ কোড প্রদান করা হবে	৪৯১ থানা/ উপজেলার জন্য জিপ কোড প্রদান		
৩৬	জিপিআরএস এবং জিএমএস ভিত্তিক জিপ কোড প্রণয়ন করে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি ইলেকট্রনিক ঠিকানা ভিত্তিক ZIP কোড প্রদান করা হবে।		২০০০,৯০,৫৪. পরিবারের জন্য ডিজিটাল ঠিকানাযুক্ত জিপ কোড প্রদান	
প্রকল্প - মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ।				
৩৭	বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	৭টি বিভাগীয় শহরে ও যশোরে মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	২৪ জেলা শহরে মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	৩২ জেলা শহর মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

বাংলাদেশ ডাক প্রশাসন ডাকটিকিট সংগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। স্মারক ও ডেফিনিটিভ, উভয় প্রকার ডাকটিকিট-কে সাধারণ ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানসম্পন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের দিন বাৎসরিক ভিত্তিতে আগেই প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনাগুলো বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০১২--১৩ হতে ২০১৬-২০১৮ বিগত ০৫ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণি ত স্মারক ও ডেফিনিটিভ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেঃ

বাংলাদেশের স্মারক ও ডেফিনিটিভ ডাকটিকিট (২০১২-২০১৩)

ক্রম	বিবরণ	প্রকাশের তারিখ
১	বাংলাদেশর রোটারী ইন্টারন্যাশনালের ৭৫ বছর পূর্তি	০১-০৭-২০১২
২	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ওপেন হার্ট সাজার্রী এর৩০ বছর পূর্তি	১২-০৯-২০১২
৩	আমন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ও মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হওয়ার ২৫ বছর পূর্তি	১৬-০৯-২০১২
৪	২৪ APR স্কাউট সম্মেলন (২৪তম এশিয়া প্রশামন্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক স্কাউট সম্মেলন)	২৪-১১-২০১২
৫	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীর শতবর্ষ পুর্তি	০৬-১২-২০১২
৬	বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি	১৩-০১-২০১৩
৭	এপিপিইউ এর ৫০ বছর পূর্তি ১৯৬২-২০১২	১৩-০১-২০১৩
৮	এস ও এস আমন্তর্জাতিক শিশু পলস্নী বাংলাদেশ এর ৪০ বছর পূর্তি ১৯৭২-২০১২	৩০-০১-২০১৩
৯	অডিট দিবস ২০১২	০৭-০২-২০১৩
১০	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস - ২০১৩	২৬-০৩-২০১৩
১১	জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা - ২০১৩	০৫-০৬-২০১৩

বাংলাদেশের স্মারক ও **ডেফিনিটিভ** ডাকটিকিট (২০১৩-২০১৪)

ক্রম	বিবরণ	**প্রকাশের তারিখ**
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শতবর্ষ পূর্তি১৯১৩-২০১৩	৮ জুলাই ২০১৩
২	বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী	৩০ জুলাই ২০১৩
৩	বাংলাদেশের ফুল	৩০ জুলাই ২০১৩
৪	বাঘ বাচান মায়ের মতন সুন্দরবন রক্ষা করুন।	৩০ জুলাই ২০১৩
৫	থাইল্যান্ড ২০১৩ বিশব ডাকটিকিট প্রদর্শনী	৩০ জুলাই ২০১৩
৬	আমত্মর্জাতিক ওজোন দিবস - ২০১৩	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৭	মহান বিজয় দিবস ২০১৩	১৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৮	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস - ২০১৪	২৬ মার্চ ২০১৪
৯	জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষমেলা - ২০১৪	৫ জুন ২০১৪

বাংলাদেশের স্মারক ও **ডেফিনিটিভ** ডাকটিকিট (২০১৪-২০১৫)

ক্রম	বিবরণ	**প্রকাশের তারিখ**
১	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৪	১১ জুলাই ২০১৪
২	বাংলাদেশের ফুল	৪ আগস্ট ২০১৪
৩	ঢাকাই বি.আই.এম.এস.টি.ই.সি. দপ্তর উদ্বোধন	১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৪	বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্যপদ প্রাপ্তির ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৫	১৬তম দ্বিবার্ষিক এশিয়ান শিল্প বাংলাদেশ	১ ডিসেম্বর ২০১৪
৬	বাংলাদেশ বেতারের ৭৫ বছর পূর্তি	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
৭	বাংলাদেশের বিজয়ের ৪৩ বছর উদযাপন	১৬ ডিসেম্বর ২০১৪
৮	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৫০ বছর পূর্তি	২৫ ডিসেম্বর ২০১৪
৯	জাতীয় রাজস্ব দিবস ২০১৫	২৬ জানুয়ারি ২০১৫
১০	আই.সি.সি. ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১৫	১৫ মার্চ ২০১৫
১১	জাতীয় দিবস ও জাতীয় স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ ২০১৫
১২	জাতীয় দিবস ও জাতীয় স্বাধীনতা দিবস	১৮ মে ২০১৫
১৩	ডাকটিকিট দিবস ২০১৫	২৯ জুলাই ২০১৫

বাংলাদেশের স্মারক ও **ডেফিনিটিভ** ডাকটিকিট (২০১৫-২০১৬)

ক্রম	বিবরণ	**প্রকাশের তারিখ**
১	স্ট্যাম্প ডে-২০১৫	২৯-০৭-২০১৫
২	বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০ বছর পূর্তি	১৭-১০-২০১৫
৩	কনসার্ট ফরবাংলাদেশ	১৬-১২-২০১৫
৪	মহান বিজয় দিবস ২০১৫	১৬-১২-২০১৫
৫	বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নৌকা	১৬-১২-২০১৫
৬	Indian Ocean Naval Symposium(IONS) -২০১৬	১১-০১-২০১৬
৭	বাংলাদেশে স্কাউটিং এর শতবর্ষ	২৩-০১-২০১৬
৮	আমত্মর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০১৬	২৫-০১-২০১৬
৯	মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরম্নজ্জীবন উৎসব-২০১৬	০৫-০২-২০১৬
১০	‘‘ মরমি কবি রাধারমণ দত্তের ১০০তম মৃত্যুবার্ষিকী’’	১৪-০৩-২০১৬
১১	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬	২৬-০৩-২০১৬
১২	বিশব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০১৬	১৮-০৫-২০১৬
১৩	বাংলাদেশের বাহারি রঙের পাখি	২৮-০৫-২০১৬
১৪	বাংলাদেশের বিরল প্রাণী (ওভার প্রিন্ট)	৩০-০৫-২০১৬

বাংলাদেশের স্মারক ও **ডেফিনিটিভ** ডাকটিকিট (২০১৬-২০১৮)

ক্রম	বিবরণ	**প্রকাশের তারিখ**
১	বাংলাদেশের পাখি (ওভার প্রিন্ট)	০৩-০৬-২০১৬
২	স্ট্যাম্প ডে-২০১৬	২৯-০৭-২০১৬
৩	বাংলাদেশের বিরল প্রাণী	১০-০৮-২০১৬
৪	১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস	১৬-০৮-২০১৬
৫	ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক রিও -২০১৬	২১-০৮-২০১৬
৬	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়মন্তী(৫০ বছর পূর্তি)	১৯-১১-২০১৬
৭	মহান বিজয় দিবস-২০১৬	১৬-১২-২০১৬
৮	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ৪৫ বছর (১৯৭১-২০১৬)	১৬-১২-২০১৬
৯	একাদশ জাতীয় রোভার মুট	২৬-০১-২০১৮
১০	আমন্মর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০১৮	৩০-০১-২০১৮
১১	১৭মার্চ ২০১৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮ তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস	১৭-০৩-২০১৮
১২	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস -২০১৮	২৬-০৩-২০১৮
১৩	ইন্টার পার্ল ামেন্টারী ইউনিয়ন(আইপিইউ) এর ১৩৬তম এসেম্বলি	০১-০৪-২০১৮
১৪	বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ (মঙ্গল শোভাযাত্রা)	১৩-০৪-২০১৮
১৫	হার্ডি ঞ্জ ব্রিজের শতবার্ষি র্ক(১৯১৫-২০১৫)	২৭/০৪/২০১৮
১৬	বাংলাদেশে রোটারী ক্লাব এর ৮০ বছর	০৮/০৫/২০১৮
১৭	বিশব টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস-২০১৮	১৭/০৫/২০১৮
১৮	ফ্লোটিং এগ্রিকালচার/ফ্লোটিং মার্কেট	১৮/০৬/২০১৮
১৯	১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিসত্মানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ	১০/০৭/২০১৮
২০	বাংলাদেশের বুনোফুল	**০৩/০৮/২০১৮**

ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঢাকা জি.পি.ও-তে একটি কঙ্কালসার জাদুঘর ছিল। পরবর্তীতে ৩০ জানুয়ারী ১৯৮৫ তে জাদুঘরটিকে সম্প্রসারিত করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত দুর্লভ পোস্টাল ষ্টেশনারী ও অমূল্য বস্তুর সংরক্ষণ এই জাদুঘরকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

এ জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রায়৫০০ আইটেম আছে। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের লেটার বক্স (১৮৪০); এটি সবচেয়ে পুরাতন লেটার বক্স, আলিগড়ে তৈরি উনিশ শতকের ভারতে তৈরি শতাব্দীর বড় আকারের স্তম্ভ লেটার বক্স , ব্রিটিশ আমলে ব্যবহৃত যেকোন তারিখ / নাম স্ট্যাম্পসমূহ ; ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ব্যবহৃত স্কেল- বড় এবং ছোট আকারের ঝাঁকনি; ডাকমাসুল ফ্রাঙ্কিং মেশিন এবং স্ট্যাম্প ও পাকিস্তান আমলের স্ট্যাম্প বাতিলের মেশিন; বিংশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত ধাতু টোকেন, তালা, কাঁচি, মোমবাতি বক্স, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ব্যবহৃত প্লাস্টিক এবং পিতল উভয় ধরনের পোষ্ট বক্স, ক্লিয়ারেন্স প্লেট, বিভিন্ন পিয়ন, রানার ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন আকারের ব্যাজ, ব্রিটিশ আমলে রাতের প্রহরী ও পোস্ট অফিসের নিরাপত্তা রক্ষীদের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু বিস্ময়কর সংগ্রহ যথা বন্দুক এবং তলোয়ার, বর্শা ; বিভিন্ন ডাক বিভাগের উপ ডাকঘরের (১৮৭৭, ১৮৯৩, ১৯০৮ পর্যন্ত) খুব পুরাতন অর্ডার বই; ডাক কর্মচারী, বই, ফরম ইত্যাদি লেখনিকর্ম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বিদেশী ডাক প্রশাসনের বিভিন্ন ধরনের ডাক দ্রব্যাদি যথা বাগেল ব্রাশ স্কেল, ভেঁপু, পিয়ন এর ইউনিফরম, ছোট স্ট্যাম্প ভেন্ডিং মেশিন , ডাক ঘরের মনগ্রাম ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন দেশের ডাক প্রশাশন হতে যথা বেলজিয়াম , ব্রাজিল , ব্রুনাই , ফ্রান্স ,জার্মানি , গ্রিস, হাঙ্গেরি , কোরিয়া (দক্ষিণ) , নিউজিল্যান্ড , নরওয়ে , সিঙ্গাপুর , স্পেন , থাইল্যান্ড, তিউনিসিয়া, তুরস্ক ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি ডাক প্রশাসকদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে গৃহীত হয়েছে । ডাক জাদুঘর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

১২. উপসংহার

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলেও এর কর্ম কান্ড উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় এবং ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ডাকঘরের মাধমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়। ২০১৬ - ১৭ অর্থ বছরে মোট উপার্জিত আয় ছিল ***374.228*** কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ছিল ***836.6*** কোটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ সালে মোট উপার্জিত আয় **৪০৪.২৮** কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ***841.29*** কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ সালে ঘাটতি বৃদ্ধির পরিমাণ ৫৫.৩১৪ % যেখানে ২০১৭-১৮ সালে ঘাটতি বৃদ্ধির পরিমাণ নেমে আসে ২৬.৯২৪ % । সরকারের দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনায় ২০১৭-১৮ সালে বিগত বৎসরের চেয়ে মোট ৩০.০৫২ কোটি টাকা অর্থাৎ আয়ের ২৪.২৫৩ % বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোট আয় ৩৭৪.২৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

ঘাঁটতির প্রধান দুটি চিহ্নিত কারন হল বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা এবং দ্বিতীয়টি হল ইউ.পি.ইউ এর সদস্য হিসেবে বিশ্ব ডাক ইউনিয়নের সাথে চুক্তিবদ্ধতা । সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং বিশ্ব ডাক সংস্থা এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দেশের প্রত্যেক জনগণের নিকট ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে প্রতিস্রুতিবদ্ধ এবং এ কারনে দেশের প্রত্যেকটি প্রান্তে ডাক সেবা পৌঁছে দেবার জন্য দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্গম প্রান্তেও এর অবকাঠামো ও জনবলকাঠামো সম্প্রসারিত, যেখানে ব্যয়ের তুলনায় আয় নেই বললেই চলে । দেশের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সুগম ও সহজলভ্য ডাক সেবা নিশ্চিত করনের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বেশির ভাগ সেবা মাশুল সেবা প্রদানের খরচ অপেক্ষা কম মূল্যে প্রদান করা হয় যাতে দেশের অনগ্রসরমান জনগনের নিকটেও ডাক সেবা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি উন্নত বাজার প্রতিযোগিতার সাথে সমঞ্জাস্য বজায় রাখতে কর্মচারীদের বেতন ও অনুদান বৃদ্ধি করা হয় যা ঘাটতির আরেকটি কারন।

বাংলাদেশে সড়ক ও মহাসড়কের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও গ্রামীণ অবকাঠামো মিলে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পাকা সড়ক রয়েছে। কিন্তু ডাক বিভাগের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা না থাকার কারণে দ্রুত মেইল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। বিগত ০৫ বছরে শিল্পায়ন এর অগ্রগতি ব্যাংকিং ও বীমা শিল্পের প্রসার ও রপ্তানিমূখী শিল্পের উন্নয়নের কারণে মেইল মার্কেট এর পরিমাণ বেড়েছে যার পরিমাণ প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু নিজস্ব দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থা না থাকার কারণে ডাক বিভাগ এ বাজারের নূন্যতম অংশ ও দখল করতে পারেনি যা বর্তমানে কুরিয়ার সার্ভিসের দখলে। নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন । প্রকল্পটি সফল ভাবে বাস্তবায়ন হলে ডাক বিভাগ নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং মেইল মার্কেটের অনেকাংশ দখল করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে ই-কর্মাস্ এম-কর্মাস এবং এফ-কর্মাস এর উন্নয়নের কারণে লজেস্টিক মার্কেট ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এ লজেস্টিক মার্কেট ডাক বিভাগের আয়ত্বে আনার জন্যে ১৮টি মেইল এন্ড লজেস্টিক সার্ভিস প্রয়োজন যা বর্তমানে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে বিবেচনাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি প্রাচীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৮৮৪ সাল থেকে গ্রামীণ জনপদে ব্যাংকিং ও বীমা পরিসেবা প্রদান করে আসছে। কিন্তু এ সার্ভিসগুলো এখনও এজেন্সি সার্ভিস হিসাবে ডাক বিভাগ প্রদান করে আসছে; ফলে নীতি নির্ধারণী কোন বিষয়ে ডাক বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। তাই এই সার্ভিস ২টি বাংলাদেশ ডাক বিভাগের নিজস্ব সার্ভিসে রূপান্তর করা প্রয়োজন। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনে পরিবর্তনশীল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে গ্রাহক চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত নিত্য নুতন **ডাক** সেবার ডাইভারসিফিকেশন প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সমস্যা ও প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিত করে সঠিক ডাক নীতি গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যাবলী ও ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়, তাহলে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ এর অগ্রযাত্রার পথে একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। এই মাইলস্টোন অর্জনের পথে ডাক বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অঙ্গীকারাবদ্ধ।ডাক বিভাগ বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রয়াসে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলছে প্রতি বছরে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রয়াস অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২৫ সালের ভিতর ডাক বিভাগ নিজস্ব আয়ে নির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে আশা করা যায়।